হযরত মুহাম্মাদ ﷺ

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

আসহাবে ফীলের ঘটনা
আল্লাহর ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয়াবহ শাস্তি
হস্তিবাহিনীর উপর যেভাবে আযাব এলো
আসহাবে ফীলের ঘটনাস্থল
আসহাবে ফীলের ঘটনা থেকে শিক্ষা
ধনসম্পদের অপব্যবহার ও তার পরিণাম
আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি অনির্ভরযোগ্য ঘটনা
প্রথম আলোচনা: সা'লাবা রা. সংক্রান্ত রিওয়ায়েতের সনদ যাচাই
১. হযরত আবূ উমামা রা.
২. হযরত ইবনে আব্বাস রা.
৩. হযরত হাসান রা.
দ্বিতীয় আলোচনা: ঘটনাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত
গাযওয়ায়ে বদর
গাযওয়ায়ে বদরের প্রেক্ষাপট
গাযওয়ায়ে আহযাব
রাসূলুল্লাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: পরিখা খনন
পরিখা খননের সময় মুজিযার প্রকাশ
পরিখা তৈরি হয়ে গেল
মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি
শত্রু বাহিনীর অবস্থান
শত্রুদের সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা
শত্রুদের ভিন্ন পথ অবলম্বন
পরিবর্তিত পরিস্থিতি: মুসলিম বাহিনী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন
মুনাফিকদের প্রতারণা ও পলায়ন
গাযওয়ায়ে আহযাবের পরবর্তী ঘটনা
মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ
কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণ
হযরত সাফিয়া রা. এর বাহাদুরি
কাফেরদের আত্মকলহ

গায়েবি মদদ
সংবাদ সংগ্রহে হযরত হুজায়ফা রা.
গাযওয়ায়ে খায়বার
খায়বার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ
খায়বার যুদ্ধের সময়কাল
খায়বার যুদ্ধের সৈন্যদল
নবীজীর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ
জিহাদের পথে রওয়ানা এবং শাহাদাতের সুসংবাদ
খায়বারের উপকণ্ঠে
নবীজীর বাহন
জনপদে প্রবেশের আদব শিক্ষাদান
আক্রমণের সূচনা এবং প্রিয়নবীর যবানে বিজয়ের সুসংবাদ
খায়বারের দুর্গসমূহ
নাইম দুর্গ বিজয়
কামুস দুর্গ বিজয়
মারহাবের সাথে যুদ্ধ
আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একটি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা
উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রা. প্রসঙ্গ
সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ বিজয়
কুল্লা দুর্গ বিজয়
কাফের যখন দীনের সৈনিক
ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ বিজয়
খায়বার বিজয়ের পর মুসলিমদের সচ্ছলতা লাভ
আনসারদের প্রদত্ত বাগান ও শষ্যক্ষেত ফেরত প্রদান
গনিমতের সম্পদ বণ্টন
বণ্টন পদ্ধতি
'ফাদাক' বিজয়
'ওয়াদিয়ে কুরা' বিজয়
অন্যের সম্পদে খেয়ানতের মন্দ পরিণতি

ইহুদী ষড়যন্ত্রের আরেক পর্ব
খায়বার যুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা শহীদ নাকি জাহান্নামী
জান্নাতের ধনভাণ্ডার
ঈমানের মূল্য
খায়বার যুদ্ধে নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম
ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়
মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট
পরাজয় যেভাবে বিজয়ে রূপান্তরিত হলো
১. নবশক্তির উত্থান
২. যুদ্ধ বিরতী
৩. বিশ্ব দরবারে ইসলাম
৪. মক্কার দূর্বল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ
৫. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার
৬. খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণ
মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপট
কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ
নবীজীর দরবারে বনু খুজাআর ফরিয়াদ
কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন প্রচেষ্টা
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা !
বিজয়াভিযানের প্রস্তুতি
হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. -এর চিঠি
নবীজীর কথার সত্যতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান!
বিজয়ের পথে রওনা
রোযা ভেঙে ফেলা...
ক্ষমা ও উদারতার নবী!
মক্কার উপকণ্ঠে
ক্ষমা মহানুভবতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত!
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ
আবু সুফিয়ানের মুসলিম বাহিনী পর্যবেক্ষণ
বিনয় ও নম্রতার আরো একটি দৃষ্টান্ত!

আবু সুফিয়ানের সতর্কীকরণ
মক্কায় প্রবেশ
ফাতহে মক্কার সফরে নবীজীর অবস্থানস্থল
খান্দামা লড়াই!
‘বিনয়ী’ বেশে ‘বিজয়ী’র পদার্পণ!
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও কাবা ঘরের তাওয়াফ
কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণ
বাইতুল্লার চাবি গ্রহণ ও তাতে প্রবেশ
কাবা অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণ
একটি বানোয়াট বর্ণনা
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ
কাবার অভ্যন্তরে নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান
ঐহিহাসিক খুতবা : ক্ষমা ও উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত
হত্যার দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কতিপয় কাফের
কাবা ঘরের চাবি হস্তান্তর
মক্কার ইথারে আবারো তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজ
মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজীর হাতে বাই‘আত
উম্মে হানী রা. এর ঘরে নামায আদায়
দ্বিতীয় দিনের খুতবা
মক্কার অশেপাশের মূর্তিভাঙা
প্রিয় কে পেয়েও হারানোর শঙ্কা!
কতদিন ছিলেন মক্কায়
মক্কা বিজয় কি সন্ধিমূলক না কি বলপূর্বক?
মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে আহরিত বিধি-বিধান

باسمه تعالى

আসহাবে ফীলের ঘটনা:
আল্লাহর ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয়াবহ শাস্তি

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

আপনি কি দেখেননি, আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের উপর পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করছিল। ফলে আল্লাহ তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:১-৫)

এই সূরায় আসহাবে ফীল বা আবরাহার হস্তি বাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমায় অভিযান পরিচালনা করে ইয়ামান থেকে মিনা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। আল্লাহ তা‘আলা নগণ্য ও ক্ষুদ্র পাখিদের মাধ্যমে তাদের বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলব ধুলায় মিশিয়ে দেন।

খাতামুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের বছর মক্কা মুকাররমার অদূরে এই ঘটনা ঘটেছিল। বেশ কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপ্রকার মুজিযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। মুজিযা বলতে সাধারণত এমন কোন অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয় যেটা নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর নবীগণের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ করে থাকেন। তবে আম্বিয়া আলাইহিস

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সালামের নবুওয়্যাত দাবির পূর্বে বরং তাঁদের জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে পৃথিবীর বুকে এমন কিছু ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মুজিযার অনুরূপই হয়ে থাকে। এধরনের নিদর্শনকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় ইরহাসাত (اِرْهَاصَاتٌ) বলা হয়। اِرْهَاصَاتٌ এর শব্দ رَهْصٌ (রহসুন) অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়্যাত প্রকাশের ভিত্তি ও ভূমিকা হিসেবে সংঘটিত হয় বিধায় এগুলোকে 'ইরহাসাত' বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েকটি ইরহাসাত প্রকাশ পেয়েছে। উল্লিখিত সূরা ফীলে বর্ণিত হস্তি বাহিনীকে কুদরতী গজব দ্বারা প্রতিহত করার নিদর্শন এ সবের অন্যতম।

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

হাদীস ও ইতিহাসশাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেন, ইয়ামানের উপর হিমইয়ারী শাসকদের কর্তৃত্ব ছিল, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতো। তাদের প্রধান বাদশা যু-নাওয়াস তৎকালীন আহলে হক তথা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী তাওহীদপন্থীদের উপর খুব জুলুম করেছিল। সে বিশাল আকারে এক গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং যে সমস্ত দীনদার তাওহীদপন্থী মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন, তাদের সকলকে উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়। যাদের সংখ্যা বিশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। এটা ঐ অগ্নিকুন্ডের ঘটনা, যা 'আসহাবে উখদুদ'- এর আলোচনায় সূরা বুরুজে উল্লেখ হয়েছে।

এদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ছুটে এসে পারস্য-সম্রাটের কাছে ফরিয়াদ করে, হিমইয়ারী শাসনকর্তা দীনদার তাওহিদপন্থীদের উপর এরূপ অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনি তার প্রতিশোধ নিন।

তখন পারস্য-সম্রাট ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী হাবশার শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখলেন, আপনি এই জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তিনি এই নির্দেশ পেয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী দুই কমান্ডার তথা আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে ইয়ামানের ঐ বাদশার মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাবাহিনী তার দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা ইয়ামানকে হিমইয়ার সম্প্রদায়ের কবজা থেকে স্বাধীন করে।

তখন হিমইয়ার শাসনকর্তা যু-নাওয়াস পালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীতে ডুবে মারা যায়। এভাবে আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামান অঞ্চল হাবশার শাসনকর্তার দখলে চলে আসে।

পরবর্তীকালে আরবাত ও আবরাহার মধ্যে লড়াই হয়। তখন আরবাত নিহত হয় এবং আবরাহা জয়ী হয়। এতে আবরাহা ইয়ামানের উপর এককভাবে দখলদারিত্ব কায়েম করে।

আবরাহার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, সে শাহী গোত্রের ছিল। তার নাম ছিল আবরাহা। কিন্তু যেহেতু তার নাক কাটা ছিল, তাই আরবরা তাকে ابرهة الاشرم (আবরাহা আলআশরাম) বলতো। আরবিতে اشرم শব্দের অর্থ নাক কাটা।

কারো কারো মতে, আবরাহা ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব শুরু করে। আর কোন কোন ঐতিহাসিক ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘আরদুল কুরআন’ প্রণেতা দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবরাহা কট্টর খ্রিস্টান ছিল, যার কারণে সে গোটা সাম্রাজ্যে ঈসায়ী মুবাল্লিগ নিযুক্ত করেছিল এবং শহরে-বন্দরে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবরাহা ইচ্ছা করলো, ইয়ামানে এমন একটি শানদার গির্জা নির্মাণ করবে, যার কোন নযীর পৃথিবীর বুকে থাকবে না। এর দ্বারা তার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইয়ামানসহ সারা বিশ্বে যে সমস্ত আরব-অনারব মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ

তাওয়াফ করে, তারা যেন এই গির্জার শান-শওকতে প্রভাবিত হয়ে কাবার পরিবর্তে এই গির্জায় আগমন করে।

এই খেয়ালে সে একটি সুউচ্চ আলীশান গির্জা নির্মাণ করলো, তার চূড়ায় দাঁড়ালে নিচের মানুষজন দেখা যেত না। সম্পূর্ণ গির্জাটি সে সোনা-রুপা, হীরা, মণি-মুক্তা ও হাতির দাঁত দিয়ে নকশা করে সাজিয়েছিল।

সুহায়লী রহ. বর্ণনা করেন, এই গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে আবরাহা ইয়ামানের অধিবাসীদের উপর খুব অত্যাচার করেছিল। সে সেখানকার অধিবাসীদের জোরপূর্বক শ্রমিক বানিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এর পিছনে অঢেল সম্পদ ব্যয় করেছিল।

গির্জা-নির্মাণ সমাপ্ত করার পর আবরাহা হাবশার সম্রাট নাজাশীর কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করলো, আমি ইয়ামানের রাজধানী সানআয় আপনার জন্য 'আলকালিস' নামক এমন এক নযীরবিহীন গির্জা নির্মাণ করেছি, বিগত ইতিহাস যার কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো গোটা বিশ্বের যে সকল আরব-অনারব মক্কা মুআজ্জমায় হজ্জ পালন করার জন্য একত্র হয়, তাদের সকলের অন্তরাত্মা এই গির্জার দিকে ফিরিয়ে দিব, আর এখন থেকে এটাই হবে তাদের সবার হজ্জব্রত পালন করার স্থান।

সমস্ত আহলে আরব তথা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষ সকলেই পবিত্র কাবার খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজ্জ ও যিয়ারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতো। এ জন্যই আহলে আরবরা যখন আবরাহার এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলো, তখন আদনান, কাহতান ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। এমনকি এদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাতের আঁধারে ঐ গির্জায় প্রবেশ করে তাতে মলমূত্র ত্যাগ করে তা অপবিত্র করে দিল। কোন কোন বর্ণনামতে, মুসাফিরদের একটি দল নিজেদের প্রয়োজনে উক্ত গির্জার

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পাশে আগুন জ্বালালে তা থেকে ঐ গির্জায় আগুন ধরে যায় এবং তার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

আবরাহা যখন জানতে পারলো, কোন আরবীয় লোকের দ্বারা এ কাজ হয়েছে, তখন সে শপথ করলো, আমি তাদের কাবাগৃহের ইট একটা একটা করে খুলে ফেলবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না। এরই ভিত্তিতে আবরাহা বায়তুল্লাহ অভিমুখে রওয়ানার প্রস্তুতি শুরু করলো এবং এই মর্মে বাদশা নাজাশীর কাছে অনুমতি চাইলো। নাজাশী তার 'মাহমুদ' নামক বিশেষ হাতিটি আবরাহার জন্য প্রেরণ করলো, যাতে করে সে সওয়ার হয়ে কাবা শরীফে আক্রমণ করতে পারে।

কোন কোন বর্ণনামতে, এটা খুব বড় ও শক্তিশালী হাতি ছিল, তৎকালীন সময়ে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না। এর সাথে সাথে হাবশা সম্রাট অন্যান্য সেনা সদস্যের জন্য আরও আটটি হাতি প্রেরণ করেছিল। সে এই উদ্দেশ্যে এসব হাতি প্রেরণ করেছিল যে, বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করে যেন সহজেই কার্যসিদ্ধি করা যায়। সে ভাবলো, বায়তুল্লাহর খাম্বাগুলো লোহার শক্ত শিকল দিয়ে আটকিয়ে ঐ শিকলগুলো হাতির গলায় বেঁধে হাতি হাঁকানো হলে, হাতিগুলোর টানের তোড়ে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহ সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়বে। (নাউযুবিল্লাহ)।

আরবরা যখন দুর্ধর্ষ আবরাহার এ কাবা আক্রমণের কথা শুনতে পেলো, তখন তারা সকলেই তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সর্বপ্রথম যু-নাযার নামক আরব-বংশোদ্ভূত এক ইয়ামানী সরদার ইয়ামান থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে এই সংবাদ দিয়ে দূত প্রেরণ করলেন যে, আমি আবরাহার মোকাবেলা করতে চাই। সুতরাং আপনাদের উচিত হলো এই সৎকাজে আমাকে সহযোগিতা করা। এই বলে তিনি আরবদের একটি দলসহ আগে বেড়ে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তাতে তিনি পরাজয় বরণ করলেন এবং গ্রেফতার হলেন।

আবরাহা পথ অতিক্রম করে যখন 'খাসআম' গোত্রের এলাকায় পৌঁছালো তখন ঐ গোত্রের সরদার নুফায়েল ইবনে হাবিব নিজ গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহা-বাহিনীর মোকাবেলা করলো। কিন্তু সেও পরাজিত হলো এবং গ্রেফতার হলো। তারপর সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবরাহার পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

অতঃপর আবরাহা বাহিনী তায়েফের নিকটে পৌঁছালো। সেখানকার অধিবাসী সাকিফ গোত্র পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে লড়াইয়ে আবরাহা বাহিনীর বিজয়ের কথা শুনেছে। তাই এত বড় শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে না মনে করে তাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের সরদার মাসউদ ইবনে মুআত্তাবকে একটি প্রতিনিধিদলসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে প্রেরণ করে। সে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে বললো, আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। সেজন্য আমাদের এ বিশ্বাস আছে, আপনি আমাদের উপাস্য 'লাত'- এর মন্দিরের কোন ক্ষয়-ক্ষতি করবেন না। বিনিময়ে আমরা আপনার সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের জন্য আমাদের এক সরদার আবু রিগালকে প্রেরণ করছি, তিনি আপনাকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। আবরাহা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আবু রিগালকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো।

পথিমধ্যে 'মাগমাস' নামক উপত্যকায় আবু রিগাল মারা গেলো। বর্ণিত আছে, আবরাহাকে পথ দেখানো ছিল আবু রিগালের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক অপরাধ। তাই তার মৃত্যুর পর সে যুগে আরবের লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করে।

এই 'মাগমাস' নামক স্থানে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের ভেড়া-বকরি ও উটের চারণভূমি ছিল। আবরাহার সৈন্যবাহিনী এখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম এসব পশুপালের উপর আক্রমণ করে তা থেকে অনেক ভেড়া-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বকরি ও উট লুট করে নিয়ে গেল। এ গুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতামহ কুরাইশ-নেতা আবদুল মুত্তালিবেরও দুইশ উট ছিল।

অতঃপর এই স্থানে অবস্থান নিয়ে আবরাহা তার হানাতা হামিরী নামক দূতকে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করলো, যেন সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ সরদারের নিকট এই পয়গাম পৌঁছায় যে, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। বরং কাবাঘর বিধ্বস্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে যদি তোমরা আমাদের বাধা না দাও, তা হলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবো না।

আবরাহার পয়গাম নিয়ে হানাতা হামিরী যখন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করলো, তখন সকলেই আবদুল মুত্তালিব-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ইনিই হলেন মক্কার প্রধান সরদার। তখন হানাতা আবদুল মুত্তালিব-এর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার উক্ত পয়গাম পৌঁছালো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, আমরা কখনোই আবরাহার সাথে লড়াই করতে চাই না। আর না আমাদের তার সাথে লড়াই করার মতো শক্তি আছে। তবে হ্যাঁ, আমি নির্দ্বিধায় এতটুকু বলতে পারি, কাবা আল্লাহর ঘর, যা তার খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে দেখতে পাবে, আল্লাহ তার সাথে কিরূপ আচরণ করেন।

অতঃপর হানাতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রস্তাব পেশ করলো, আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে আবরাহার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিব। তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব অতিশয় সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান লোক ছিলেন। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো এবং নিজের সিংহাসন

থেকে উঠে এসে তার পাশে বসলো। অতঃপর আবরাহা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, আমার যে সমস্ত উট লুণ্ঠন করে আনা হয়েছে, সেগুলো ফেরত দেওয়া হোক। আবরাহা বললো, আমি আপনাকে দেখে খুবই উচ্চ মনের অধিকারী ও বিচক্ষণ নেতা মনে করেছিলাম। কিন্তু আপনার এই কথার দ্বারা আমার সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটলো। কেননা, আপনি কেবল আপনার দুইশ উট ফেরত নেওয়ার ব্যাপারেই আমার সাথে কথা বললেন, অথচ আপনি জানেন যে, আমি আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কায় এসেছি। কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে কোন কথাই বললেন না। আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, এই উটগুলোর মালিক আমি, তাই সে গুলোর ব্যাপারে আমাকেই চিন্তা করতে হবে। আর বায়তুল্লাহর ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তারও একজন মহান মালিক আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন।

তখন আবরাহা বললো, আপনার প্রভু তাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তা শুনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমার বলার দরকার বললাম, এবার আপনার ইচ্ছা। আপনি যা চান, করতে পারেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবদুল মুত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ সরদার আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আপনি যদি বায়তুল্লাহর উপর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যান, তবে আমরা প্রতি বছর আমাদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ আপনাকে কর হিসেবে প্রদান করবো। কিন্তু আবরাহা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

আলোচনার পরে আবরাহা আবদুল মুত্তালিব-এর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। তিনি তার উট নিয়ে চলে এলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের বিশাল একদল সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার কড়া ধরে সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন, আয় আল্লাহ, আবরাহার এত বড় শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলা করার সামর্থ আমাদের নেই। তাই আপনি নিজেই আপনার ঘরের হেফাজত করার ব্যবস্থা করুন।

খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করার পর আবদুল মুত্তালিব মক্কা মুকাররমার লোকদের নিয়ে আশপাশের পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবরাহার সৈন্যবাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাযিল হওয়া অবধারিত। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আবদুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে শুধু তার উট ফেরত চেয়েছিলেন। তখন বায়তুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা এ জন্য পছন্দ করেননি যে, একে তো তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি-সামর্থ ছিল না, অপরদিকে এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করে স্বীয় কুদরতে কাবার দুশমনদের নাস্তানাবুদ করে দিবেন।

পরের দিন সকালে আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। সে তার 'মাহমুদ' নামীয় হাতিটি সামনে চালানোর জন্য প্রস্তুত করলো। তখন নুফায়েল ইবনে হাবিব, যাকে আবরাহা রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল, সে এই সময় সামনে অগ্রসর হয়ে উক্ত হাতির কান ধরে বললো, তুমি যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই সহীহ-সালামতে ফিরে যাও। কেননা, তুমি আল্লাহ তা'আলার নিরাপদ শহরে (بَلَدِ اَمِيْن) অবস্থান করছো। এই বলে সে হাতির কান ছেড়ে দিল। এটা শোনামাত্র উক্ত হাতি বসে পড়লো।

হাতির মাহুতরা অনেক চেষ্টা করে তাকে উঠিয়ে সামনে অগ্রসর করাতে চাইলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে উঠলো না। এমনকি হাতিটিকে খুব প্রহার হলো, বড় বড় চাবুক দিয়ে আঘাত করা হলো এবং আঘাত করতে করতে তাকে আহত করা হলো। আবার হস্তিটির নাকে লোহার

আংটা লাগিয়ে তাকে উঠানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও সে এক বিন্দুও সামনে বাড়লো না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেই হাতিটি যখন বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে চালানোর চেষ্টা করা হতো, তখন সে দৌড় শুরু করতো। পক্ষান্তরে মক্কার দিকে ফিরিয়ে চালানোর চেষ্টা করা হলে, সাথে সাথে বসে পড়তো। তখন কোনক্রমেই সম্মুখের দিকে চালানো সম্ভব হতো না।

হস্তিবাহিনীর উপর যেভাবে আযাব এলো

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এলো। প্রত্যেকটি পাখির মুখে একটি ও দুই পায়ে দুটি করে পাথর ছিল।

ওয়াকিদী রহ. বর্ণনা করেন, পাখিগুলো এত আশ্চর্য ধরনের ছিল, ইতোপূর্বে কখনোই ঐ ধরনের পাখি দেখা যায়নি। সেগুলো আকৃতিতে কবুতরের চেয়ে একটু ছোট, লাল পাঞ্জাযুক্ত ছিল। এদের প্রত্যেক পাঞ্জা ও মুখে একটি করে কাঁকর-পাথর ছিল।

পাখিগুলো হঠাৎ করে এসে আবরাহার সৈন্যদের মাথার উপর শূন্যে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং গোটা বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এই কংকর যার শরীরে পড়লো, সাথে সাথে তার শরীর বিগলিত হয়ে মাটিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

এই ভয়ানক শাস্তি দেখে সমস্ত হাতি দৌড়ে পালিয়ে গেল। কেবল একটি হাতি সেখানে থেকে গিয়েছিল। সেটাও কংকরের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল।

সকল সেনাসদস্য ঐ স্থানে ধ্বংস হয়নি, বরং তাদের অনেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলে, রাস্তায়ই মরতে থাকে এবং জমিনে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

আবরাহা বাহিনীর ধ্বংসের বিবরণ রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّهْلِكَ اَصْحَابَ الْفِيْلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَنْشَئَتْ مِنَ الْبَحْرِ اَمْثَالَ الْخَطَاطِيْفِ كُلُّ طَيْرٍ مِّنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ اَحْجَارٍ مُجَزَّعَةً حَجَرَيْنِ فِيْ رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِيْ مِنْقَارِهٖ قَالَ فَجَاءَتْ حَتّٰى صَفَّتْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ ثُمَّ صَاحَتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْ اَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيْرِهَا فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلٰى رَاْسِ رَجُلٍ اِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهٖ وَلَا يَعِقُ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ جَسَدِهٖ اِلَّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ وَبَعَثَ اللّٰهُ رِيْحًا شَدِيْدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَهَا شِدَّةً فَاَهْلَكُوْا جَمِيْعًا (التفسير للامام ابن كثير)

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 'আসহাবে ফীল'কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন সমুদ্র থেকে তাদের উপর কবুতর ছানার ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি পাখি মুখে একটি এবং দুই পায়ে দুটি করে কাঁকর-পাথর নিয়ে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাখিগুলো সারিবদ্ধভাবে আবরাহা বাহিনীর মাথার উপর অবস্থান নিয়ে চিৎকার করে আওয়াজ দেয় এবং তাদের মুখ ও দুই পায়ের পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরগুলো আবরাহার সৈন্যদের মাথায় বিদ্ধ হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং শরীরের এক প্রান্তে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা প্রস্তর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাদের উপর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ও প্রেরণ করেন। এই ঝড় উক্ত প্রস্তরের গায়ে আঘাত হেনে তার গতির প্রচন্ডতা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং এর দ্বারা তাদের উপর কঠিন গজব নিপতিত হয়ে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমা রহ. বর্ণনা করেন, ঐ পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই হস্তি বাহিনীর সৈন্যদের দেহে বসন্ত রোগ উদ্ভূত হয়ে যেত। আরব দেশগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এই বছরই সর্বপ্রথম দেখা দেয়।

রইসুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, যার উপর এই পাথরকুচি পড়তো, সাথে সাথে তার শরীরে ভয়ানক

চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এই চুলকানির ফলে চামড়া ফেটে যেত, গোশত খসে পড়ত এবং অস্থি বের হয়ে আসতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অন্য বর্ণনামতে, এই প্রস্তরের আঘাতে শরীরের গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে শুরু করতো, যার ফলে হাড্ডি বের হয়ে আসতো। স্বয়ং আবরাহারও এই অবস্থা দেখা দেয়। তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়ে যেতে থাকে। তার শরীরের যেখানেই পাথর খণ্ড পড়লো, সেখান থেকেই রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে লাগলো। এই অবস্থায় তাকে ইয়ামানের রাজধানী সানআয় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সে ছটফট করতে করতে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মারা গেল।

আবরাহার মাহমুদ নামক হাতির দুইজন চালক মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার বড় বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমি ঐ ল্যাংড়া দুটোকে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

হস্তি বাহিনীর এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা ফীলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে,

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, اَلَمۡ تَرَ (আপনি কি দেখেননি) বলা হয়েছে। অথচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই তার সেই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বর্ণনা তখন এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল, এ ব্যাপারে কারো সন্দিহান হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তা ছাড়া ঘটনার কিছু প্রভাব

পরবর্তীতেও দেখা গেছে। যেমন, হযরত আসমা রা.-এর দুজন হস্তি চালককে অন্ধ-বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আবরাহা বাহিনীকে যে পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন, কুরআনে কারীম সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ

তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। (সূরা ফীল, আয়াত:৪)

এখানে উল্লিখিত اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর কোন এক বচনের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এর অর্থ পাখির ঝাঁক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে 'আবাবীল' কোন পাখির নাম নয়, বরং এ শব্দ দ্বারা সেই পাখির আধিক্য বুঝানো হয়েছে। এই পাখির আকারে কবুতর অপেক্ষা একটু ছোট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় পাখি এর পূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। (আহকামুল কুরআন)

হস্তিবাহিনীর উপর যে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কুরআনে কারীমে সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (পাথরজাতীয় কংকর দ্বারা।) ভেজা মাটি আগুনে পুড়িয়ে যে কংকর তৈরি করা হয়, সে কংকরকে سِجِّيْلٍ বলা হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এই কংকর কেবল সাধারণ মাটি ও আগুনের তৈরি ছিল, যার নিজস্ব কোন বিশেষ শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরতে ঐ কংকর রাইফেলের গুলির চেয়ে বেশি কাজ করেছিল। যার ফলে আবরাহা বাহিনী ধ্বংস হয়ে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:৫)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত عَصْف শব্দের অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চাবায়, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না, বরং সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত গুঁড়া হয়ে যায়। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর অবস্থাও তদ্রুপই হয়েছিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনাস্থল

আসহাবে ফীলের এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মিনা ও মুজদালিফার মাঝখানে মুহাসসার নামক স্থানে। মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম জাফর সাদেক রহ. তার পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চললেন, তখন মুহাসসার উপত্যকায় চলার গতি খুব বাড়িয়ে দিলেন। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম নববী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হস্তিওয়ালাদের উপর আযাব নাযিলের ঘটনা ঠিক এই জায়গায় সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্য গযবের এই স্থানটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং এই স্থান এভাবে দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াই সুন্নত।

আল্লাহ তা‘আলা হাবশীদের এই শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে তিন-চার বছরের মধ্যে ইয়ামান হতে তাদের শাসন ক্ষমতারও অবসান ঘটান। হস্তিবাহিনীর এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে ইয়ামানের হাবশীদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। দিকে দিকে ইয়ামানী সরদাররা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। এক পর্যায়ে ইয়ামানী নেতৃবর্গ হাবশীদের মোকাবেলায় পারস্য-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। ফলে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের মাত্র এক হাজার সৈন্য ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ সহ ইয়ামানে আগমন করে এবং

সেখান থেকে হাবশীদের পরাস্ত করে তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

হস্তিবাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের এবং সারাবিশ্বের মানুষের অন্তরে কুরাইশদের মাহত্ম্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে লাগলো, কুরাইশরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভক্ত। তাই তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন। (আল জামি' লি আহকামিল কুরআন লিল-কুরতবী)

আসহাবে ফীলের ঘটনা থেকে শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে উল্লেখকৃত এ ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের অবমাননা করা নিজেদের ধ্বংস ও বরবাদি ডেকে আনারই নামান্তর। তাই সব ধরনের পাপাচার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এর মাধ্যমেই আমরা খোদায়ী আযাব-গযব হতে রক্ষা পেয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবো।

ধনসম্পদের অপব্যবহার ও তার পরিণাম

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ○فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِه بَخِلُوْا بِه وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَه بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ○اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ○

তাদের (নিফাক অবলম্বনকারীদের) মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল, তিনি যদি আমাদের নিজ অনুগ্রহে ধনসম্পদ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারা তা থেকে দান করতে কার্পণ্য করলো এবং আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর তারা তো মুখ ফিরাতেই অভ্যস্ত। তারপর এর পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত- যেদিন তারা আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছে এবং এ জন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। তারা কি জানে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের মনের কথা ও শলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (সূরা তাওবা, আয়াত:৭৫-৭৮)

এ দু' আয়াতে ধনসম্পদ পেলে দান-খয়রাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এই অঙ্গীকার করেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যেহেতু দীনের বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদা করা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার শামিল, তাই আয়াতটিতে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার কথা বলা হয়েছে।

এই আয়াতের শিক্ষা হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে মাল-সম্পদ দিয়েছেন, তার উচিৎ মাল-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা মনে করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও শরী'আত নির্দেশিতভাবে ব্যয় করতে সচেষ্ট থাকা। কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে অনীহা বা অনাগ্রহ দেখানো কিংবা দীনের পথে খরচ করতে বা যাকাত, ফিতরা, কুরবানী ইত্যাদি আদায়ে কিংবা হকদারদের হক পূরণ করতে কার্পণ্য করা কিছুতেই উচিত নয়।

যদি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় না করা হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকা হয় তাহলে এর শাস্তি হিসেবে অন্তরে মুনাফেকী চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি অনির্ভরযোগ্য ঘটনা

এই আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। ঘটনার সার সংক্ষেপ হলো, সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী, রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ধনসম্পদ প্রাপ্তির জন্যে দু‘আ কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরুৎসাহিত করে ফিরিয়ে দেন।

কিন্তু তিনি পরে আবার এসে একই নিবেদন করলেন এবং এই অঙ্গীকার করলেন, যদি আমি মালদার হই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ সত্ত্বেও তার জন্য দু‘আ করলেন, আয় আল্লাহ, আপনি সা‘লাবাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর ফলে সা‘লাবার ছাগল-ভেড়া তড়িৎগতিতে বাড়তে আরম্ভ করলো। এমনকি একসময় মদীনায় বসবাসের জায়গাটি তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে উঠলো। তখন তিনি মদীনা শহরের বাইরে চলে যান। শুধু যুহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে আদায় করতেন।

তার ছাগল-ভেড়ার আরো বেড়ে গেলে তিনি মদীনার শহরতলী থেকে আরো দূরবর্তী এক স্থানে চলে যান। সেখান থেকে শুধু জুম‘আর নামাযের জন্য তিনি মদীনায় আসতেন এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামায সেখানেই পড়ে নিতেন।

তারপর ক্রমশ এসব ছাগল-ভেড়া বহুগুণে বেড়ে গেলে সেই জায়গাও তাকে ছাড়তে হলো এবং তিনি মদীনা থেকে বহুদূরে চলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পরে মসজিদে নববীতে কোন ওয়াক্তের জন্যও আসতে পারলেন না। ফলে জুম‘আ ও জামা‘আত সবকিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘লাবার এ অবস্থা শুনে সা‘লাবার প্রতি আফসোস প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যাকাত উসুলকারীগণ সা‘লাবার কাছে যাকাত নেয়ার জন্য হাজির হলে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সে যাকাতকে জিযিয়া (অমুসলিমদের থেকে উসুলকৃত কর) সাব্যস্ত করে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

যাকাত উসুলকারীগণ মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো সা‘লাবার প্রতি আফসোস প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আফসোসের কথা শুনে সা‘লাবা ঘাবড়ে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, আল্লাহর রাসূল, আমার যাকাত কবুল করে নিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তোমার যাকাত গ্রহণ করতে বারণ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সা‘লাবা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যাকাত কবুল করার আবেদন জানালে আবুবকর সিদ্দিক রা. ও তার যাকাত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানান। আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ওফাতের পর হযরত উমর ফারুক রা. এবং হযরত উসমান রা. ও সা‘লাবার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালেই সা‘লাবার মৃত্যু হয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

দীর্ঘ এ ঘটনাটি মানুষের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধ। ধন-সম্পদের লোভের চরম শাস্তির কথা বুঝাতে গিয়ে অনেকেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। বেশ কয়েকটি তাফসীরের কিতাবেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ ঘটনাটি হাদীসের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় না করার পরিণতি আয়াতের তরজমা থেকেই সুস্পষ্ট। এটা বুঝানোর জন্য বা নিছক ঘটনা হিসাবে হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার কোন সুযোগ নেই।

এ পর্যায়ে আমরা দু’ভাবে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করবো-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রথম আলোচনা: সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত রিওয়ায়েতের সনদ যাচাই

হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি তিনজন সাহাবীর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

১. হযরত আবূ উমামা রা.

তাঁর রিওয়ায়েতটি আবার তিনটি সূত্রে পাওয়া যায়। (ক) মুহাম্মাদ ইবনে শু‘আইব, (খ) মিসকীন ইবনে বুকাইর। (গ) ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম। উল্লিখিত তিনজনই হযরত মুআন ইবনে রিফা‘আর ওয়াসেতায় হযরত আলী ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন। এই আলী ইবনে ইয়াযীদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ‘মুনকারুল হাদীস’। (আত-তারীখুল কাবীর: ৬/৩০১)

অন্যত্র বলেন, আমি যার ব্যাপারে মুনকারুল হাদীস বলবো, তার থেকে রিওয়ায়েত করা জায়েয নেই। (মীযানুল ইতিদাল: ১/২; ৬/২০২)

ইমাম দারাকুতনী তার ব্যাপারে বলেছেন, ‘মাতরূক’। [আয-যু‘আফা ওয়াল মাতরুকীন: ১/৭৭; (মীযানুল ইতিদাল: ৩/১৬১)]

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা.

তাঁর থেকে শুধুমাত্র একটি সূত্রে রিওয়ায়েতটি পাওয়া যায়। সেখানে একজন রাবী আছেন হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আতিয়্যাহ, তাঁর ব্যাপারে ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, তার রিওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নেই। আবূ হাতিম ও ইবনে সা‘দ রহ. বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। (লিসানুল মীযান: ৩/১৫৫)

ইবনে মাঈন রহ.ও তার ব্যাপারে একই মত পোষণ করেছেন। (তারীখে বাগদাদ: ৮/৫৫২)

৩. হযরত হাসান রা.

তাঁর থেকে শুধু একটি সূত্রে রিওয়ায়েতটি পাওয়া যায়। আর তাতে পাঁচটি ইল্লত (সমস্যা) রয়েছে।

সূত্র: এ সূত্রটির (ইল্লত) সমস্যাগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা নিম্নরূপ:

ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله الاية، وكان الذي عاهد الله منهم :ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف.

اخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 740/33 من طريق ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.

هذا اسناد ضعيف جدا؛ فيه خمس علل:

১. الارسال؛ فان الحسن(وهو : البصري) تابعي، وقد ارسله،ومراسيل الحسن لا يحتج بها.
وقال الحسن البصري كنت اذا اجتمع لي اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتهم واسندته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا كان هذا شان مراسيل الحسن وهي عندكم من اضعف المراسيل فكيف بمراسيل غيره من كبار التابعين كابن المسيب. جامع التحصيل: ص5. وان مراسيل عطاء والحسن البصري لا يحتج بها لانهما كانا ياخذان عن كل احد.جامع التحصيل: ص4

২. عمرو بن عبيد بن باب ويقال :بن كيسان التميمي ابو عثمان البصري مولى بني تميم هو المعتزلي المشهور الهالك ، كان داعية الى بدعته،تهذيب الكمال في اسماء الرجال: برقم 4406
2/501الحديث ط النبلاء اعلام سير. عنعن وقد مدلس، يسار بن اسحاق بن محمد

৩. سلمة بن الفضل الابرش ،صدوق كثير الخطا . قال ابو حاتم : محله الصدق، في حديثه انكار، لا يمكن ان اطلق لساني فيه باكثر من هذا .يكتب حديثه ولا يحتج به .وقال محمد بن سعد : كان ثقة صدوقا، وهو صاحب مغازي محمد بن اسحاق روى عنه"المبتدا"و"المغازي ."وكان مؤدبا، وكان يقال :انه من اخشع الناس في صلاته(.تهذيب الكمال في اسماء الرجال 11/308:

٤. محمد بن حميد بن حيان، ابو عبد الله الرازي وهو مكثر عن سلمة بن الفضل الابرش، وله مناكير وغرائب كثيرة .تاريخ الاسلام ت بشار :5/1221

দ্বিতীয় আলোচনা: ঘটনাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত

হযরত সা'লাবা সংক্রান্ত ঘটনাটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে অনেক উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায়।

১. ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাটি সহীহ নয়। আবূ উমর বলেন, হযরত সা'লাবার ব্যাপারে যাকাত না দেয়া সংক্রান্ত যে ঘটনাটি বলা হয়, তা সহীহ নয়। (আল জামি' লি আহকামিল কুরআন: ৮/২১০)

TOP
www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

২. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. বলেন, হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। (আত তালিকাতুল হাফিলাহ, পৃষ্ঠা: ১০৮)

৩. শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. বলেন, হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটির সনদ যয়ীফ যিদ্দান। (সিলসিলাতুল যয়ীফা: ৯/৮০)

৪. মুহাক্কিক আব্দুল হুমাইদ সাদানী বলেন, ঘটনাটি সহীহ নয়। (মারেফাতুস সাহাবা লি আবী নু‘আইম: ১/৪১৪)

হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটির সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের অবস্থা এবং এ ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য ও বর্ণনার উপযুক্ত নয়। তাই এটি বর্ণনা করা থেকে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

গাযওয়ায়ে বদর

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে ইরশাদ করেন,

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۖ وَ اِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ○

يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ○

(গনিমতের মাল বণ্টনের এ বিষয়টা কল্যাণকর হওয়ার দিক থেকে এমনই) যেমন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর (মদীনা) থেকে (বদরপ্রান্তরে) বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের (কাফেরদের সাথে যুদ্ধের) জন্য, আর মুমিনদের একটি দল (সংখ্যা স্বল্পতা আর যুদ্ধাস্ত্রের স্বল্পতার কারণে স্বভাবত) তা অপছন্দ করছিল। তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে (তথা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে) (মশওয়ারা সাপেক্ষে) তা (যুদ্ধের সিদ্ধান্ত) প্রকাশিত হওয়ার পর। (তারা আপনার সাথে এমনভাবে বিবাদ করছিল) যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা

TOP

(মৃত্যুকে) দেখছে। (সূরা আনফাল, আয়াত:৫-৬; তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮১)

এ আয়াত দুটিতে গাযওয়ায়ে বদর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের ইতিহাসে গাযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধ দ্বারা একদিকে তখনকার ইসলাম বিরোধী কুফরী শক্তির দর্প চূর্ণ হয়েছে। অপরদিকে মুসলিমগণ মানসিকভাবে অশেষ দৃঢ়তা অর্জন করতে পেরেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধের মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রচনা করে দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ঘটনার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে মুমিনের ঈমান বাড়ে আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এর দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার এবং ইসলামের বিরোধিতা না করার নসীহত লাভ করতে পারে।

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নসীহত অর্জনের মতো আরেকটি যুদ্ধ হলো গাযওয়ায়ে খায়বার। এ যুদ্ধেও ইসলাম বিরোধীদের নাস্তানাবুদ হওয়ার চিত্র প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা সবিস্তারে এই দুই গাযওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাফসীর করার চেষ্টা করবো। যাতে মুসলিমগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ না হয় আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় নসীহত অর্জনপূর্বক ইসলামের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকে।

প্রথমে বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। এ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ

"মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল।"

সাহাবায়েকেরামের একটি দল বদর যুদ্ধকে কেন অপছন্দ করছিলেন, তা বুঝার জন্য বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গাযওয়ায়ে বদরের প্রেক্ষাপট

ইবনে উকবা ও ইবনে আমেরের বর্ণনা মোতাবেক বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ।

কাফেররা বিভিন্নভাবে ইসলামের ধ্বংস সাধনের অপচেষ্টা করতে থাকে। তাদের অত্যাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাদের মদীনায় চলে আসার পরও কাফেররা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস সাধনে নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রের সূত্রেই কাফেররা মক্কা থেকে সিরিয়ায় একটি বৃহৎ বাণিজ্য-কাফেলা প্রেরণ করে। যার উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসার মুনাফা লব্ধ অর্থসম্পদ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মান্নত করে নিলো।

তাদের এ অসৎ পরিকল্পনার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে গেলেন। তাই তাদের সেই চক্রান্তমূলক বাণিজ্য-কাফেলার গতিরোধ করার ইচ্ছা করলেন।

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাস চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ একদিন খবর পেলেন, কুরাইশ-সরদার আবু সুফিয়ান মক্কার সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। এই ব্যবসায় মক্কার সমস্ত কুরাইশ শরীক ছিল। এই কাফেলায় তখনকার পঞ্চাশ হাজার দিনার সমমূল্যের মাল ছিল। বর্তমান টাকার হিসেবে পঞ্চাশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই ব্যবসায়ী কাফেলার হেফাজতের জন্য কুরাইশের সত্তরজন সশস্ত্র জওয়ান পাহারায় নিযুক্ত ছিল। এদের চল্লিশজনই ছিল নেতা পর্যায়ের। তাদের মধ্য থেকে আমর ইবনুল আস ও মাখযামা বিন নাওফেল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যদিও ব্যবসা ছিল কুরাইশদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এই ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে তারা বিশেষভাবে অর্থসম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হওয়ার শপথ করেছিলো এবং এই কাফেলার সমস্ত মাল তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উৎখাতের জন্য ব্যয় করার মান্নত করে রেখেছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ব্যবসায়ী কাফেলার সিরিয়া থেকে মক্কার পথে রওনা হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি কুরাইশদের এই ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার ভিত উপড়ে ফেলার জন্য এই কাফেলার গতিরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

এ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন একে তো রমযান মাস চলছিল, তা ছাড়া পূর্ব থেকে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না, তাই এ ব্যাপারে কেউ কেউ কিছুটা অমত প্রকাশ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ খুব বাহাদুরির সাথে হামলার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে এই জিহাদে শরীক হওয়ার হুকুম দিলেন না। বরং বললেন, যারা যেতে আগ্রহী এবং যাদের বাহন-জন্তু এ এলাকায় উপস্থিত আছে, শুধু তারাই আমার সাথে যুদ্ধে বের হবে।

এ কথা শুনে অনেকেই এ জিহাদে শরীক হলেন না। কারণ, তারা ভাবছিলেন, ব্যবসায়ী কাফেলার গতিরোধ করা হবে। এর জন্য বেশি সংখ্যক মুজাহিদের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে শরীক হওয়াকে জরুরী বলেননি। বরং ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অনেকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছায় বাহন-জন্তু গ্রাম থেকে নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অনুমতি দিলেন না। কারণ, হাতে এতটা সময় ছিল না যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এসব কারণে খুব কম সংখ্যক সাহাবী এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফেলা রওনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মদীনার বাইরে 'বিরে সুকআ' নামক স্থানে পৌঁছলেন। কায়েস বিন সা'সা রা. কে সৈন্য সংখ্যা গণনা করার হুকুম দিলেন। তিনি জানালেন, সৈন্য সংখ্যা সব মিলে ৩১৩। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তালুতের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ৩১৩ জন ছিল। এর দ্বারা বিজয়ের শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট সত্তরটি উট ছিল। পালাক্রমে প্রত্যেক তিনজন একটি উটে আরোহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন হযরত আলী ও আবু লুবাবা রা.। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, আপনার পরিবর্তে আমরাই হেঁটে চলছি, আপনি উটের উপর থাকুন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর আমি আখিরাতের সাওয়াব থেকে অমুখাপেক্ষী নই যে, নিজের সুযোগ হাতছাড়া করবো। এ জবাবের পর কিছু বলার থাকে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের পালার সময় পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন।

ওদিকে একব্যক্তি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ স্থান আইনে যারকা পৌঁছে কাফেলা-প্রধান আবু সুফিয়ানকে সতর্ক করলো। সে সংবাদ দিল, মুহাম্মাদ অস্ত্রশস্ত্র ও দলবল নিয়ে তার অপেক্ষায় আছেন।

এই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ান ভিন্ন পথে অগ্রসর হলো এবং হিজাযের সীমানায় প্রবেশ করে যামযাম বিন উমর নামক এক

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিচক্ষণ ও দ্রুতগামী দূতকে অনেক সম্পদের বিনিময়ে মক্কার সরদারের নিকট এই মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, ব্যবসায়ী কাফেলা মুসলিম ফৌজ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। অনতি বিলম্বে ব্যবস্থা নিন।

যামযাম বিন উমর ব্যবসায়ী কাফেলার আশঙ্কা বুঝানোর জন্য ঐ সময়ের বিশেষ রীতি অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশের পূর্বে নিজ উটের নাক-কান কেটে দিল এবং পরিধেয় বস্ত্র অগ্র-পশ্চাৎ থেকে ছিঁড়ে ফেললো। আর উটের হাওদা উল্টিয়ে উটের পিঠে রেখে দিল। যখন সে এই অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলো, তখন মুহূর্তে তার সংবাদ মক্কার অলিগলিতে পৌঁছে গেল এবং তার নিকট বিস্তারিত খবর শোনার পর কুরাইশের শত শত যুবক মুসলিমদের হাত থেকে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরাইশের সামর্থ্যবানরা নিজেরাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। আর যারা দুর্বল বা সমস্যাগ্রস্ত ছিল, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আরেকজনকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। মাত্র তিন দিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে হাজার সৈনিকের একটি দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। তাদের মধ্যে ছিল এক হাজার যোদ্ধা, দুইশত ঘোড়া এবং ছয়শত উট ও বাদক দল।

এসব নিয়ে কাফের বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। প্রত্যেক মনযিলে (ষোল মাইলে এক মনযিল) এ বাহিনীর খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করতে হতো।

এ যুদ্ধে যেতে যে-ই পিছপা হচ্ছিল, কুরাইশ-সরদার তাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তা ছাড়া যেসব লোকের ব্যাপারে কুরাইশদের ধারণা ছিল, তারা মুসলিমদের সহমর্মী এবং ঐসব মুসলমান, যারা বিভিন্ন ওজরের কারণে তখনও পর্যন্ত হিজরত করতে পারেননি, তাদের এবং বনী হাশেমের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে সামান্য ধারণা হলো যে, সে মুসলিমদের ব্যাপারে নরম মনোভাব রাখে, তাদেরও জোরপূর্বক এই যুদ্ধে শরীক করে নেওয়া হলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রা. এবং আবু তালিবের দুই ছেলে তালিব ও আকিল এই অপারগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধাওয়া করার প্রস্তুতির নিয়তে রমাযানের ১২ তারিখে মদীনা থেকে বের হয়েছেন। মক্কার কাফেরদের পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা তারা জানতেন না, তাই তাদের মোকাবেলায় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী একস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচররা এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্র সৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজারের এক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

গুপ্তচরের এ সংবাদ পরিস্থিতি পাল্টে দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কুরাইশদের আগত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবো নাকি তাদের এড়িয়ে যাবো?

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীসহ কয়েকজন সাহাবী বললেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য বর্তমানে আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে বা সেই রকম প্রস্তুতি নিয়ে বের হইনি।

তাদের কথা শেষ হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. দাঁড়ালেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো হুকুম বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে পেশ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করলেন। এরপর হযরত উমর রা. ও যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য নিজেদের মানসিক প্রস্তুতির কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত আনসারী সাহাবীগণের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য সম্মতিসূচক কোন কথা পাওয়া যায়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এ জিহাদে অগ্রসর হবো, নাকি হবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত আনসারী সাহাবীগণকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলেছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনসারদের সরদার সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা বলেন তা সব সত্য ও সঠিক। আর আমরা আনসারীগণ আপনার সাথে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাকে মান্য করবো। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আপনি নিশ্চিন্তে জারি করুন। শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবু আমরা পিছপা হবো না। কালই যদি আপনি আমাদের শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবু আমাদের কোন দ্বিধা থাকবে না। আমরা আশা করছি, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। আপনি যেখানে চান আমাদের নিয়ে চলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রা. এর দৃপ্তকণ্ঠের আত্মপ্রত্যয়ী কথা শুনে দারুণ খুশি হলেন। কাফেলাকে হুকুম দিলেন, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও। আর সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা দুই দলের (আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা ও আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন কুরাইশ সেনাবাহিনীর) মধ্য

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থেকে যেকোনো একটির উপর বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে বর্ণিত 'আর মুমিনদের একটি দল অপছন্দ করছিল'- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত আবু আইয়ূব আনসারীসহ কিছু সাহাবীর পূর্ণ যুদ্ধপ্রস্তুতি না থাকায় এতে অমত পোষণ করা। আর এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে 'তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

যদিও সাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করেননি, কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানশা বা ইচ্ছা বুঝার পরও তার ইচ্ছার বিপরীত খেয়াল প্রকাশ করা সাহাবায়েকেরামের উঁচু মর্যাদা অনুযায়ী হয়নি। তাই এক্ষেত্রে তাদের এই অবস্থাকেই বিবাদ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

সেসময় মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা, যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন, আমি তোমাদের এমন এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা যুদ্ধের ময়দানে ধারাবাহিকভাবে নামবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশ' তের জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচরদ্বয় এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্রসৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এভাবে শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের সাথে মশওয়ারা করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলিমদের পূর্বেই মক্কার মুশরিকবাহিনী বদর নামক স্থানে পৌঁছে তুলনামূলক উঁচু ও শক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করলো। পানির কূপগুলো তাদের কাছাকাছি ছিল। মুসলিম ফৌজ সেখানে পৌঁছে তুলনামূলক নিম্নভূমিতে শিবির স্থাপনে বাধ্য হলো। অবশ্য মুসলিম ফৌজ প্রথমে যেখানে শিবির স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল, হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির রা. এর পরামর্শে সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুশরিক বাহিনীর দখলকৃত দুই-একটা কূপ ছিনিয়ে নিয়ে শিবির স্থাপন করলো।

শিবির স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমাদের মন চায়, আমরা আপনার জন্য নিরাপদ কোন স্থানে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে দিই, যেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার বাহন-জন্তুও তার আশপাশে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিলেন। ঝুপড়ি তৈরি করা হলো। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. ছাড়া সেখানে অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। হযরত মুয়ায রা. নাঙ্গা তরবারি হাতে ঝুপড়ির দরজায় পাহারায় নিযুক্ত হন।

যুদ্ধের পূর্বের রাত। তিনশ’ তের জন অস্ত্রহীন মুজাহিদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র কাফের প্রস্তুত। রণাঙ্গনের শক্ত ও চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী স্থানটাও শত্রুসেনাদের দখলে। নিজেদের শিবির বালুময় নরম ভূমির উপর, যেখানে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর। স্বভাবতই মুসলমানগণ অত্যন্ত পেরেশান। কাউকে তো শয়তান এই ওয়াসওয়াসাও দিল যে, তোমরা নিজেদের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করো। অথচ এই নিশুতি রাতে আরাম করার পরিবর্তে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত রয়েছ, তা সত্ত্বেও দুশমনের অবস্থা সর্বদিক দিয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল।

পেরেশানীর কারণে কারো ঘুম আসছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে সবার উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। তাই ঘুমাতে না চাওয়া সত্ত্বেও তারা ঘুমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত আলী রা. বলেন, গাযওয়ায়ে বদরের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত তাহাজ্জুদে মশগুল ছিলেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

যুদ্ধের ময়দানের এমন ঘুম বা তন্দ্রার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ আসে। আর নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।' (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

ঐ রাতে মুজাহিদদের জন্য আরেকটি নিয়ামত এই ছিল যে, মুসলিমদের অনুকূলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এমন বৃষ্টি, যা একদিকে যেমন রণাঙ্গনের নকশা পাল্টে দেয়, অন্যদিকে তার বরকতে মুসলিম ফৌজের অন্তর থেকে সব ধরনের শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়। সেই বৃষ্টি শত্রু শিবিরে খুব বেশি পরিমাণে হয়। এতে তাদের শক্ত ভূমি কর্দমাক্ত হয়ে চলাফেরা করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলিম শিবিরে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। যার ফলে বালু জমে গিয়ে চলাফেরা খুব সহজ হয়ে যায়।

এসব নিয়ামতের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ○

স্মরণ করো, যখন তিনি তার পক্ষ থেকে প্রশান্তিস্বরূপ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি নাযিল করেন, যেন তার মাধ্যমে তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদের থেকে শয়তানের নাপাকি (কুমন্ত্রণা) দূর করে দেন, আর তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা তৈরি করেন এবং তার মাধ্যমে তোমাদের পা স্থির করে দেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১১)

এর পরবর্তী আয়াতে আরেকটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুসলিমদের উহুদ যুদ্ধের সময়ও দেওয়া হয়েছিল। তা হলো, যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য প্রদান। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পাঠানো ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন,

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, কাজেই তোমরা মুমিনদের দৃঢ়পদ রাখো। আমি অবশ্যই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত করো এবং তাদের মধ্য থেকে আঙুলের জোড়াসমূহে আঘাত করো। (সূরা আনফাল, আয়াত:১২)

এখানে ফেরেশতাদের দুটি দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক. মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করে ময়দানে দৃঢ় রাখা। দুই. কিতালে অংশগ্রহণ করা। ফেরেশতাগণ এ উভয় কাজই সুচারুরূপে আনজাম দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ মূলত কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ ছিল। কাফেরদের আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাই এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। সে জন্য এ যুদ্ধের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের পরিণাম তেমন শোচনীয়ই হয়ে থাকে, যেমনটি মক্কার কাফেরদের হয়েছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ○

তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন আযাবদানকারী। সুতরাং এর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৩-১৪)

সকালবেলা উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। টিলার আড়াল থেকে কুরাইশ সৈন্যরা বের হয়ে এলো। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক কুরাইশ সৈন্য রণাঙ্গনে সদম্ভে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। লৌহবর্মে আচ্ছাদিত শতাধিক অশ্বারোহী সেনাপতির হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সেনাপতি ও কবিরা কুরাইশ জোয়ানদের মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো।

অপরপক্ষে মুসলিমদের মাত্র ৩১৩ জন পদাতিক মুজাহিদ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ময়দানের অপরপ্রান্তে সমবেত। অস্ত্র ও বাহ্যিক সরঞ্জামের দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত দুর্বল। তবু তারা ভীত নন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের অটল বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাদের অবশ্যই জয়ী করবেন। আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে আছে। আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস ও ভরসাই তাদের মূল শক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, বিজয়ের যে ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন, তা আজ পূর্ণ করুন। দু'আ শেষে জিবরাইল আলাইহিস

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সালামের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মুষ্টি বালু ও কংকর নিয়ে কাফেরদের ডানে-বায়ে ও মধ্যখানে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজ কুদরতে বালুর কণাগুলো কাফেরদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা নিম্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ

(হে নবী,) আপনি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৭)

চোখে বালুকণা ঢুকায় শত্রু সেনারা ভড়কে গিয়ে শোরগোল শুরু করে দিল। এ সুযোগে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনীর উপর ব্যাপক হামলা শুরু করেন। ফেরেশতাগণও মুজাহিদদের সাথে যোগ দিলেন। শত্রু সেনাদের বাহিনী প্রধান আবু জাহেল সহ সত্তরজন নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দি হলো। অন্যরা পালিয়ে জান বাঁচালো।

কুরাইশী বাহিনী মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে উক্ত বাহিনীর প্রধান আবু জাহেল কাবা শরীফের গিলাফ ধরে দু‘আ করেছিল। দু‘আর মধ্যে সে বলেছিল, ‘আয় আল্লাহ, দুই লশকরের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, হেদায়েতপ্রাপ্ত, ভদ্র এবং যাদের ধর্ম উত্তম, তাদের বিজয় দান করুন।’

আবু জাহেল মনে করেছিল, মুসলিমদের তুলনায় তারাই সবদিক দিয়ে উত্তম। তাই সে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার উপর ন্যস্ত করলো। সে ভেবেছিল, যেহেতু তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিজয় তাদেরই হবে। আল্লাহর তা‘আলার কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার সিদ্ধান্ত প্রার্থনার উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

اِنۡ تَسۡتَفۡتِحُوۡا فَقَدۡ جَآءَكُمُ الۡفَتۡحُ‌ ۚ وَاِنۡ تَنۡتَهُوۡا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ‌ ۚ وَاِنۡ تَعُوۡدُوۡا نَعُدۡ‌ ۚ وَلَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡـًٔا وَّلَوۡ كَثُرَتۡ‌ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

(হে কাফেররা,) যদি তোমরা মীমাংসা কামনা করো, তবে নিঃসন্দেহে মীমাংসা তোমাদের নিকট এসে গেছে। এখন যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি পুনরাবৃত্তি করো, তা হলে আমরাও পুনরাবৃত্তি করবো। তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৯)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা নির্ণয় করে দিয়েছেন- ঈমানদারদের পথই হলো সত্য পথ এবং কাফেরদের পথ হলো মিথ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদের সাথে আছেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয়ী করবেন, কাফেরদের দলবল যত বেশিই হোক। অতএব, কাফেররা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও দুনিয়ার বুক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ইসলাম নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। বরং ইসলামের নূরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতায় পৌঁছাবেন।

বদর যুদ্ধের এই অভাবনীয় ফল লাভের মধ্যে যেমনিভাবে কাফেরদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, তেমনি মুমিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ। তা হলো, মুমিনদের বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনীর সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্য শর্ত নয়, বরং মুমিনদের বিজয়ের জন্য শর্ত হলো, তাদের খাঁটি মুমিন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوۡا وَلَا تَحۡزَنُوۡا وَاَنۡتُمُ الۡاَعۡلَوۡنَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ○

হীনম্মন্য হয়ো না এবং পেরেশানী করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৩৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যতদিন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি ঈমান ধারণ করে তার উপর তাওয়াক্কুল করবে,

ততদিন তারা বিজয়ী হবে। তখন কাফেরদের পারমাণবিক বোমাও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না। কাফের-বেদীনদের মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জনের এটাই চাবিকাঠি।

গাযওয়ায়ে আহযাব

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡجِبۡتِ وَالطَّاغُوۡتِ وَيَقُوۡلُوۡنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هٰٓؤُلَآءِ اَهۡدٰى مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا سَبِيۡلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنۡ يَّلۡعَنِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ نَصِيۡرًا ۝

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে যে, তারা প্রতিমা ও শয়তানকে মান্য করছে এবং কাফেরদের বলছে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে? এরাই সেই লোক, যাদের আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লানত করেন, আপনি কখনও তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা নিসা, আয়াত:৫১-৫২)

এ আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের জিহাদ-সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদী বনু নাযির সম্প্রদায় মক্কার কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের প্রতি মিথ্যা তোষামোদ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের উত্তেজিত করেছিল সেসম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

সূরা আহযাবে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে উক্ত জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তগাযওয়ায়ে আহযাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

গাযওয়ায়ে আহযাব-এর বিবরণ

কুরাইশরা উহুদ থেকে ফিরে যাওয়ার আগে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দম্ভভরে জানিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বদরপ্রান্তরে তোমাদের

সাথে আবার মোকাবেলা হবে। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে পরবর্তী বছর বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেও রাস্তা থেকেই তারা ফিরে গিয়েছিল।

তৎকালীন মক্কার কাফেরদের সরদার আবু সুফিয়ান বুঝতে পেরেছিল, উহুদের মত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাদের পরাজিত করতে হলে ব্যাপক ও শক্তিশালী বাহিনীর প্রয়োজন। তাই তারা সারা আরববাসীকে কীভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো।

অন্যদিকে বনু নাযীরের ইহুদীরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন করে। এ সময় তারা সিদ্ধান্ত নিলো, মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মুহাম্মাদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরে একযোগে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

সেই মোতাবেক হুয়াই ইবনে আখতাব, সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইক, কিনানা ইবনে রবী প্রমুখ ইহুদী সরদার মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। তারা বললো, ভয় করবেন না। আমরা আপনাদের সাথেই আছি। আমরা মুহাম্মাদকে ধ্বংস করেই তবে দম নিব। সেজন্য আমরা আপনাদের সাথে চুক্তি করতে এসেছি। তখন তারা এ কথাও বললো, আপনারাই বাস্তবে সত্যের উপর আছেন।

এ কথা শুনে কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে নতুন করে শক্তি ও সাহস সঞ্চার হলো। ক্রমশ তাদের মধ্যকার চাপা ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফলে তারা ইহুদীদের খুব খাতির-তোয়াজ করলো। তারপর আনন্দে-আহলাদে আটখানা হয়ে তাদের বললো, হ্যাঁ, আমরা তো এটাই চাই। মুহাম্মাদের শত্রুরাই আমাদের বন্ধু। এবার তা হলে আমরা সবাই একসাথে মিলে তার দর্প চূর্ণ করে দিতে পারবো।

এরপর কুরাইশরা বললো, ভাইসব, আগে থেকেই তো আপনাদের কাছে আসমানি কিতাব আছে। মুহাম্মাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু আপনারা যে বললেন, আমরাই সত্যের উপর আছি, অনুগ্রহ করে খুলে বলবেন কি যে, আমাদের ধর্ম ঠিক নাকি মুহাম্মাদের ধর্ম ঠিক?

তখন হতভাগ্য মিথ্যুক ইহুদীরা বললো, তাওবা তাওবা! তোমাদের ধর্মের সাথে কি তার ধর্মের কোন তুলনা হতে পারে? তোমরাই প্রকৃত সত্যের উপর আছ। তোমাদের ধর্মই মুহাম্মাদের ধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট।

এদের এ মন্তব্য সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে বলেছেন। আর তাদের এ মিথ্যা কথার কারণে তাদের উপর লানত করেছেন।

এভাবে ইহুদীরা কুরাইশদের সাথে উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলতে লাগলো। কুরাইশদের সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে তাদের উত্তেজিত করে তুললো। পরিশেষে কুরাইশরা ইহুদীদের ধোঁকাবাজিতে পড়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলতে লাগলো, আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও আমরা মুহাম্মাদের সাথে লড়বো। মুহাম্মাদের ধর্ম আমরা কিছুতেই ছড়িয়ে পড়তে দিব না। মুহাম্মাদের কবল থেকে দুনিয়াকে আমরা রক্ষা করবোই। তার ধর্মের নাম-নিশানা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

কুরাইশদের সমর্থন পেয়ে এবার বনী নাযীরের ইহুদীরা গাতফানীদের নিকট গমন করলো। তাদের লোভ দেখালো যে, তোমরা যদি

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমাদের সাথে যোগ দাও, তা হলে খায়বারে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক তোমাদেরদের দিব।

গাতফানীরা পূর্ব থেকেই মুসলিমদের চরম শত্রু ছিল। বীরে মাউনার ঘটনায় যে সত্তরজন কারী-আলেম সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, এর পিছনে তাদেরই ষড়যন্ত্র ছিল। তাই ইহুদীদের প্রস্তাব পেয়ে তারা সাথেসাথে রাজি হয়ে গেল।

ওদিকে বনু আসাদ গোত্র গাতফান গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। সে কারণে তারাও গাতফানদের আহ্বানে বেরিয়ে পড়লো। আবার বনু সুলাইম গোত্রের সাথে কুরাইশদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় তারাও কুরাইশদের সঙ্গী হলো। তেমনিভাবে বনু সাদ গোত্র ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকায় তারাও আর বসে থাকতে পারলো না। সম্মিলিত মুসলিমবিরোধী বাহিনীতে যোগ দিল।

মোটকথা, এবার সমগ্র আরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একজোট হলো। সবাই নিজেদের শয়তানি পরিকল্পনা ও অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে ইসলামের দীপ্তিময় আলো চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলো।

সর্বপ্রথম আবু সুফিয়ান তিনশ ঘোড়া, একহাজার উট, চার হাজার কুরাইশ সৈন্য নিয়ে মক্কা ত্যাগ করলো। তারা যখন ‘মাররুয যাহরান’নামক স্থানে পৌঁছালো, তখন গাতফান, আসাদ, ফাযারা, আশজা, মুররা প্রভৃতি গোত্রের সৈন্যরা এসে তাদের সাথে যোগ দিল। এতে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার।

সমস্ত সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হলো। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের, উয়াইনা ইবনে হিস্ন গাতফানীদের এবং তুলায়হা আসাদ গোত্রের সেনাপতি মনোনীত হলো। আবু সুফিয়ান হলো কমান্ডার ইন চিফ। আর অন্য সৈন্যরা এই তিন বাহিনীর মধ্যে ভাগ হয়ে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুসলমানদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে দশ হাজারের অধিক রক্তপিপাসু দুর্ধর্ষ এই ইহুদী ও কুরাইশ-পৌত্তলিকের যৌথবাহিনী মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো।

রাসূলুল্লাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: পরিখা খনন

ইসলামের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর এ অভিযানের সংবাদ যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের এক পরামর্শসভা আহ্বান করলেন।

উক্ত সভায় এ পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। এবার শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য মদীনার বাইরে যাওয়া সমীচীন হবে, নাকি ভিতরে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে- এসম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হলো। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো, মদীনায় থেকেই তাদের মোকাবেলা করা হবে।

তখন হযরত সালমান ফারসী রা. (যিনি পূর্বে পারস্যবাসী ছিলেন) পারস্যের লোকদের এক অভিনব প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ প্রস্তাবরূপে পেশ করলেন। তিনি বললেন, মদীনার যে দিকটি অরক্ষিত, সেদিকে গভীর খন্দক বা পরিখা খনন করলে ভালো হয়। যাতে শত্রুসৈন্যরা তা পার হয়ে শহরে ঢুকতে না পারে।

তার এই নতুন পরিকল্পনা সকলে পছন্দ করলেন। আরববাসীরা যুদ্ধের এই অভিনব ব্যবস্থাপনা আগে কোনদিন শোনেনি। তাই তারা খুব বিস্মিত হলেন এবং তা সাদরে গ্রহণ করলেন।

মদীনার তিন পাশে ছিল ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান। তাতে সাধারণভাবে শহর রক্ষার কাজ হতো। একমাত্র সিরিয়ার দিকটি খোলা ছিল। সেদিকে ছিল সালা পাহাড়। সুতরাং সালা পাহাড়কে ভেতরে রেখে তার বাইরের দিকে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসের ৮ তারিখে এই খনন কাজ শুরু হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজের শৃঙ্খলার জন্য সাহাবীদেরকে দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে দিলেন। সেই সাথে খননের জন্য প্রত্যেক দলকে দশ গজ করে চিহ্নিত করে দিলেন। পরিখার দৈর্ঘ্য পূর্ব হাররা হতে পশ্চিম হাররা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার গজ। লাফ দিয়ে ঘোড়া পার না হতে পারে সেই পরিমাণ প্রস্থ রাখা হয়েছিল। আর গভীরতা করা হয়েছিল পাঁচ গজ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আদর্শ আমীর। যেকোন কাজে সবার সাথে শরীক হয়ে সহকর্মী হওয়া ছিল তাঁর মহান গুণ। তাই মসজিদে নববীর ন্যায় এখানেও তিনি ঝুড়ি-কোদাল হাতে নিয়ে খনন কাজে যোগ দিলেন।

মাটিতে সর্বপ্রথম তিনি যখন কোদাল ফেললেন, তখন মুখে উচ্চারণ করলেন,

بسم الله ربنا بدينا ولو عبدنا غيره شقينا حبذا ربا وحبذا دينا

‘আল্লাহর নামে এ খননটি শুরু করছি। যদি আমরা তার ব্যতীত আর কারো ইবাদত করতাম, তা হলে বড় দুর্ভাগা হতে হতো। কত উত্তম রব তিনি, কত উত্তম তার দেওয়া এ দীন। (আল রউযুল উনুফ, ৩:১৮৯; ফাতহুল বারী, ৭:৩০৪)

তখন ছিল শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ একান্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে খন্দক খুঁড়ে চলছিলেন। তারা গর্ত থেকে মাটি উঠাতে থাকেন এবং সাথে সাথে বলতে থাকেন,

نحن الذين بايعوا محمدا+ على الجهاد ما بقينا ابدا

‘আমরা হলাম সেই সেনাদল, যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে জিহাদের বাই‘আত-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি। যতদিন আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন আমরা এ বায়আতে অটুট থাকব।’

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার জবাবে বললেন,

اللّٰهُمَّ ان العيش عيش الاخرة + فاغفر للانصار والمهاجرة

‘আয় আল্লাহ, সত্যিকারের জীবন তো আখিরাতের জীবন। আপনি মেহেরবানী করে আনসার ও মুহাজিরদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন।’

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, খন্দক খননের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি তুলে দূরে ফেলতে থাকেন। এমনকি এতে তার পবিত্র দেহ মোবারক ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। তিনি তখন বলছিলেন,

والله لو لا انت ما اهتدينا + ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا + وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الالى قد بغوا علينا + اذا ارادوا فتنة ابينا

‘আল্লাহর কসম, হে আল্লাহ, যদি আপনি না থাকতেন, তা হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর না আমরা সদকা করতাম এবং না নামায পড়তাম। (আয় আল্লাহ,) আমাদের উপর রহমতের সাকিনা নাযিল করুন এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলা হলে তাতে আমাদের পাগুলো দৃঢ়-অবিচল রাখুন। পৌত্তলিকরা আমাদের উপর জুলুমের খড়গ হেনেছে। তারা আবার যদি আমাদের মধ্যে কোন ফেতনা সৃষ্টি করতে চায়, আমরা তা হতে দিব না।’

এই শেষ শব্দ “ابينا, ابين” (অর্থাৎ ‘আমরা হতে দিব না’, ‘আমরা হতে দিব না’কথাটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বারবার বলছিলেন আর তখন সাহাবায়েকেরামও তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছিলেন, “ابينا, ابين ”আমরা তা হতে দিব না, আমরা তা হতে দিব না।

পরিখা খননের সময় মুজিযার প্রকাশ

প্রখ্যাত সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, পরিখা খননকালে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা আমি শুনেছি। যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার রাসূলের সমর্থন ও তার নবুওয়্যাতের প্রত্যয়নকল্পে সংঘটিত হয়েছিল। সেসব ঘটনা সাহাবীগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার মধ্য হতে কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, একটা বৃহদাকার শক্ত পাথর সাহাবীগণের পরিখা খননে সমস্যা সৃষ্টি করছিল। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু ফেলে আল্লাহর দরবারে খুব দু'আ করলেন। তারপর উক্ত পাথরে সেই পানি ঢেলে দিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বলেন, 'আল্লাহর কসম, যিনি তাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, পানি ঢালামাত্র পাথরটি নরম বালুর স্তূপে পরিণত হলো।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, সায়িদ ইবনে মিনা রহ. আমার কাছে বর্ণনা করেন, বাশির ইবনে সা'দ-এর কন্যা (প্রখ্যাত সাহাবী নোমান ইবনে বাশির রা. এর বোন) বলেন (তখন তিনি ছোট ছিলেন), 'আমার মা বিনতে রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে এক মুষ্টি খেজুর ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন, আমার প্রিয় কন্যা, তুমি এগুলো তোমার পিতা ও তোমার মামা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে নিয়ে যাও। তারা এ দিয়ে দুপুরের আহার করবেন। আমি সেগুলো নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি তাদের খোঁজাখুঁজি করছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন, 'খুকি, এদিকে এসো! তোমার কাছে এগুলো কী?'আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, এগুলো খেজুর। আমার মা এগুলো আমার পিতা বাশির ইবনে

সা'দ ও মামা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছেন। তারা তা দিয়ে দুপুরের আহার করবেন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওগুলো আমার কাছে দাও। তখন আমি তা তার হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু পরিমাণে তা এতই কম ছিল যে, তার হাত ভরলো না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাপড় বিছাতে বললেন। কাপড় বিছানো হলো। তিনি খেজুরগুলো সেই কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পাশে উপস্থিত একজনকে বললেন, পরিখা খননকারী সকলকে ডাকো, তারা দুপুরের আহার সেরে যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা যতই খেজুর খাচ্ছিলেন, খেজুর ততই বাড়ছিল। অবশেষে পরিখা খননকারী সকলে যখন পেট পুরে খেয়ে উঠলেন, তখনও কাপড়ের চারপাশে খেজুর উপচে পড়ছিল। সুবহানাল্লাহ !!!

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আমার কাছে সায়িদ ইবনে মিনা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খননে শরীক ছিলাম। আমার একটি ছোট ছাগল ছিল। তেমন মোটা-তাজা নয়। মনে মনে বললাম, এ ছাগল দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহারের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে। আমি আমার স্ত্রীকে তা জানিয়ে তাকে খাবার আয়োজন করতে বললাম।

সে কিছু যব পিষে রুটি তৈরি করলো এবং আমি ছাগলটি জবাই করলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ছাগলটি ভুনা করলাম।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খনন কাজে আমাদের নিয়ম ছিলো, দিনভর কাজ করতাম এবং সন্ধ্যা হলে বাড়িতে ফিরে আসতাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখাস্থল হতে প্রস্থান করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমার একটি ছোট ছাগল ছিল, সেটি আপনার জন্য ভুনা করেছি, আর কিছু যবের রুটি তৈরি করেছি। আশা করি, আপনি আমার বাড়িতে যাবেন।

জাবের রা. বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই আসবেন। কিন্তু আমি একথা বলামাত্র তিনি বললেন, অবশ্যই। তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন, সকলকে ডাক দিয়ে বলো, তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বাড়িতে দাওয়াত খেতে চলো। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে আমার বাড়ি এলেন। তারা এসে বসার পর আমরা উক্ত খাদ্য দ্রব্য তার সামনে বের করলাম। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন। স্থান সংকুলান হচ্ছিল না বিধায় পালাক্রমে একদল করে এসে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে পরিখা খননকারী সকল সাহাবীই সেই খাবার তৃপ্তিসহকারে খেলেন। তারপরও তার কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এ খাবার তোমাদের (ঘরওয়ালাদের) জন্য।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আমি শুনেছি, সালমান রা. বলেন, আমি পরিখার একপ্রান্তে খননকার্যে লিপ্ত ছিলাম। সহসা একটি কঠিন পাথর আমার সামনে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছেই ছিলেন। তিনি দেখলেন, আমি বারবার কোদাল মারছি, কিন্তু পাথরটার কোন কিনারা করতে পারছি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে পাথরটার উপর সজোরে তিনবার আঘাত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করলেন। দেখলাম প্রতিবারই পাথর থেকে আলোর ঝলক বের হলো। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক, আপনি আঘাত করার সময় প্রতিবারই যে আলোর ঝিলিকের বিচ্ছুরণ হয়, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তুমি কি এটা দেখেছ, হে সালমান? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম ঝলকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য ইয়ামানের চাবি আমাকে প্রদান করেন এবং তার বিজয়ের ইঙ্গিত দেন। দ্বিতীয় ঝলকে শাম ও পশ্চিম দেশের চাবি আমাকে প্রদান করেন এবং তৃতীয় ঝলক দ্বারা পূর্বদেশের চাবি আমাকে দেন এবং এসব দেশ বিজয়ের ইঙ্গিত দেন।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে এমন একব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, তিনি বলেন, হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা. এবং তাদের পরবর্তী খলীফার যুগে যখন এসব দেশ বিজিত হয়, তখন আবু হুরায়রা বলতেন, তোমরা যা ইচ্ছা জয় করতে থাকো। আল্লাহর কসম, যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, তোমরা যেসব দেশ জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও জয় করবে, তার চাবি আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অর্পণ করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

পরিখা তৈরি হয়ে গেল

আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতে সাহাবীগণের বিরামহীন মেহনতের ফলে মাত্র ছয় দিন মতান্তরে বিশ দিনে প্রায় তিন হাজার গজ লম্বা ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে কাফের বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বিন্যস্ত করেন।

জিহাদে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ

তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যারা সক্ষমতা রাখো শক্তি-সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। এগুলোর দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত কর আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং তাদের ছাড়াও অন্যদের। (সূরা আনফাল, আয়াত:৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের সবরকম শক্তি-সামর্থ্যের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য গাযওয়ায়ে আহযাবে পরিখা খনন এ সামর্থের ব্যবস্থারই অংশ ছিল।

বস্তুত আরবদের মাঝে পরিখা খনন করার কোন প্রচলন ছিল না। এটি ছিল পারস্য এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতি। পারস্যরাজ মনুশাহর ইবনে উবাইরিজ ইবনে আফরিদুন সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রা. এর পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, প্রয়োজন হলে, অমুসলিমদের বৈধ যুদ্ধরীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ করা ইসলামী আইনে অনুমোদিত। তেমনি কাফেরদের উদ্ভাবিত যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করাও জায়েয।

এ ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের যুদ্ধে কাফেরদের উদ্ভাবিত অস্ত্র মিনজানিক (ঐ যুগের কামান) ব্যবহার করেছেন এবং হযরত উমর রা. খলীফা থাকাকালে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কে তুসতার শহরের কেল্লা অবরোধকালে মিনজানিক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তেমনি হযরত আমর ইবনুল আস রা. যখন আলেকজান্দ্রিয়া শহর অবরোধ করেন তখন তিনি মিনজানিক ব্যবহার করেন। তেমনিভাবে বিষযুক্ত তরবারি ব্যবহারও (অমুসলিম রীতি হওয়া সত্ত্বেও) জায়েয।

এ আলোচনা দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়, যে সকল পদ্ধতি দ্বারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা নিপাত হয় এবং আল্লাহর দীনের প্রাবল্য ও বিজয় সূচিত হয় সেসব কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহারের রীতি শিক্ষা করা আবশ্যক।

এ কারণেই ইসলামী শরী‘আত কোন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নতিতে বাধা তো প্রদান করেই না, বরং যে সকল প্রযুক্তি ও কারিগরি দ্বারা দেশের উন্নতি ও উন্নয়ন সাধিত হয়, সেগুলো অর্জন করা ফরযে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করেছে। সকল ফকীহ ও আলেম এ বিষয়ে মতৈক্য পোষণ করেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অমুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদিও অনুসরণীয়। বিশেষত বর্তমান পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির নামে যে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অবাধ যৌনাচারের ছড়াছড়ি চলছে, ইসলাম তা মোটেই অনুমোদন করে না। বরং তার কঠোর বিরোধিতা করে। কেননা, এ সকল অপকর্মের দ্বারা স্বভাব-চরিত্রের বিনাশ ও ধ্বংস সাধন, মানবীয় সুকুমারবৃত্তির অপমৃত্যু এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অধঃপতন বৈ কোনই উপকার সাধিত হয় না।

মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি

খন্দক যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলায় মদীনার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এ জন্য একে গাযওয়ায়ে আহযাবও বলা হয়। আহযাব (احزاب)‘হিযবুন’(حزب) - এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, বহু দল। তেমনিভাবে এতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয় বিধায় একে খন্দক যুদ্ধও বলা হয়। খন্দক (خندق) অর্থ পরিখা।

শত্রুসৈন্য মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছার পূর্বেই পরিখার খনন কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপর তাদের পৌঁছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদের অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ও নিরাপদ একটি দুর্গে স্থানান্তরিত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. কে মদীনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো।

বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের প্রতি আস্থা স্থাপনের কোন সুযোগই ছিল না। বনু কায়নুকা ও বনু নাযিরকে আগেই মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এখন শুধু রয়ে গিয়েছিল বনু কুরাইযা। আগে তারা কয়েকবার চুক্তিভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করেছে। এবারও সেই আশঙ্কা আছে। আর মুনাফিকরা তো আস্তিনের সাপ হিসেবে আছেই। এসব দিক লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গের পাহারার জন্য যায়েদ ইবনে হারেসা রা. এর নেতৃত্বে তিনশ সৈন্য এবং মাসলামা ইবনে আসলাম রা. এর নেতৃত্বে দুইশ সৈন্য মোট পাঁচশত সৈন্যকে নিযুক্ত করলেন।

মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তার মধ্যে পাঁচশ এখানে মোতায়েন করার পর অবশিষ্ট আড়াই হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড় পিছনে রেখে পরিখা সামনে রেখে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যূহ রচনা করলেন।

শত্রুবাহিনীর অবস্থান

সে সময় শত্রুবাহিনীর একটি অগ্রগামী দলকে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে দেখা গেল। তারা মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে বলে মনে হলো।

কাফের দলের সরদার আবু সুফিয়ানের ইচ্ছা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সে উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেখানে তার সাথে সাক্ষাত না হওয়ায় সে বাহিনীকে মদীনার দিকে চালিয়ে দেয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের দল শিবির স্থাপন করলো। আবু সুফিয়ান ও আরো কয়েকটি গোত্র উহুদের নিকটবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করতে লাগলো।

শত্রু বাহিনীর সেই ছোট দলটি মদীনার নিকটবর্তী হয়েই মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারলো। তারা সেখানে পৌঁছে সম্পূর্ণ একটি নতুন জিনিস দেখলো। যা ছিল তাদের কল্পনার অতীত। তারা আশ্চর্য হয়ে মূল বাহিনীতে ফিরে গিয়ে অন্যান্য লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দিল। যে শুনলো, সে-ই হতবাক হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এ তো দেখছি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা। আরব দেশে তো এমন ব্যবস্থা কখনোই দেখা যায়নি!

শত্রুদের সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা

কুরাইশদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলমানগণ তাদের ঘাঁটিতে সতর্ক হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য বাহিনীকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিছু সৈন্যকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পরিখা দেখা-শোনার কাজে নিয়োজিত করেছেন। আর পরিখার যে স্থানটিতে আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল সেখানে কিছু সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করে বাকি সৈন্য শত্রুর মোকাবেলায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এদের সম্মুখভাগকে পরিখার দিকে মুখ করে মোতায়েন করা হয়। হাতে বর্শা, তীর, ধনুক ও কামান নিয়ে তারা সেখানে মোতায়েন রয়েছেন।

ইতোমধ্যে কাফেরবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলো। এবার উভয়পক্ষই মুখোমুখি। কুরাইশরা পরিখা পার হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এই ফাঁকে মুসলিমবাহিনী অনবরত তীর বর্ষণ করে কুরাইশ-বাহিনীকে নাজেহাল করে দিল। ফলে তারা পিছু হটতে লাগলো।

এভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অতঃপর দু’পক্ষই যার যার শিবিরে ফিরে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরদিন প্রত্যুষেই কুরাইশ বাহিনী পুনরায় পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলিমবাহিনীর সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে এবারও তারা ব্যর্থ হলো।

এ ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। ব্যর্থতার বুঝা ঘাড়ে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তারা তাদের শিবিরে ফিরে গেল।

কাফেররা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। মুসলিমদের মোকাবেলা করা সহজ নয়। ওদিকে হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় ও তুফান শুরু হলো। সেই সাথে পড়লো হাড়কাঁপানো শীত। এই শীতে ও ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাফেরবাহিনী বরফের মত জমে যাচ্ছিল। তাই তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ছিল।

একদিকে বিরূপ আবহাওয়া, অন্যদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভূতপূর্ব রণকৌশল কুরাইশদের এই অভিযান ব্যর্থ করে দিল। হতাশার কালো মেঘ কুরাইশবাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, এখন মুহাম্মাদকে কীভাবে পরাজিত করা সম্ভব?

শত্রুদের ভিন্ন পথ অবলম্বন

কাফের বাহিনীর নৈরাশ্যকর অবস্থার মুখে বনী নাযিরের সরদার হুয়াই বিন আখতাব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সেনাসংগ্রহের জন্য সে-ই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিল। মানসিকভাবে সে খুব ভেঙ্গে পড়লো। সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল।

অবশেষে হুয়াই চিন্তা করলো, সৈন্যরা যদি হতাশার কারণে বিদ্রোহ করে, তা হলে কী উপায় হবে? তখন তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে জন্য অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ কথা চিন্তা করে সে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বললো, আমি চেষ্টা করলে মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাকে মুহাম্মাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করিয়ে আমাদের সাথে নিতে পারি। আর তুমি তো জানো, তাদের শক্তি ও সাহস কোন পর্যায়ের। আমার এ চেষ্টা সফল হলে মদীনার অভ্যন্তরে পৌঁছাও সহজ হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ান বললো, তা হলে আর দেরি না করে যাও। গিয়ে বলো, মুহাম্মাদের সাথে শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দাও।

হুয়াই কালবিলম্ব না করে বনু কুরাইযার দিকে ছুটলো। বনু কুরাইযার সরদার কা'ব হুয়াইয়ের আগমনসংবাদ শুনেই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। সে তার মতলব টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই তার সাথে সাক্ষাত করাটা মোটেই পছন্দ করলো না।

হুয়াই দুর্গের দরজায় পৌঁছে আওয়াজ দিল এবং দরজা খোলার জন্য বললো। আর সবাইকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশে বললো, আমি জানি, তোমরা কেন দরজা বন্ধ করেছ। তোমরা ভাবছো, যদি আমি তোমাদের খাস পেয়ালায় শরীক হয়ে যাই! তার এ কথায় কা'ব লজ্জা পেল। তখন দরজা খুলে দিল।

হুয়াই বললো, দেখ কা'ব, আমি তোমার জন্য কত বড় মর্যাদাকর সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। সমুদ্রের মত বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসেছি। সারা আরবভূমি উজাড় হয়ে এসেছে। কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সমস্ত নেতাও এসেছেন। সবার একটাই লক্ষ্য, তারা মুহাম্মাদের রক্ত পান করতে চায়। সবাই একমত যে, মুহাম্মাদকে সদলবলে নির্মূল করা ছাড়া শান্তির কোন পথ নেই।

কা'ব বললো, তুমি আমাকে বেইজ্জত করতে চাচ্ছ। আমি মুহাম্মাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। এ চুক্তি ভঙ্গ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ সর্বদাই আমাদের সাথে চুক্তির শর্ত মেনে চলছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হুয়াই তবু দমলো না। সে বারবারই কা'বের মন গলানোর চেষ্টা করতে লাগলো। সে বললো, সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার হাতে। তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও তোমারই হাতে। তুমি একটু চিন্তা করে দেখো। এ সুযোগ হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তুমি মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করো এবং সৈন্যদের যাওয়ার রাস্তা দিয়ে দাও। তারা বন্যার মতো প্রবেশ করবে এবং মুহাম্মাদ ও তার বাহিনীকে নির্মূল করে দেবে। তারপর সমগ্র আরবে আবার আমাদের আধিপত্য বিস্তার হবে। আমাদের ধর্মও নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে। মদীনার সমস্ত ধনসম্পদ আর জমি-জায়গাও আমাদের অধিকারে এসে যাবে।

এবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না। হুয়াইর বক্তব্য যাদুর মতো কাজ হলো। কা'ব তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে চিন্তা করতে লাগলো যে, কুরাইশ ও গাতফানদের সম্মিলিত বাহিনী যদি পরাজিত হয়, তাহলে কী দশা হবে? তারা তো নিজেদের বাঁচানোর জন্য তখন অন্য পথ ধরবে। আর আমরা একাকী হয়ে যাব। তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? বনু নাযির ও বনু কায়নুকার মতোই পরিণাম আমাদের ভোগ করতে হবে।

তখন হুয়াই এ প্রশ্নেরও সমাধান দিয়ে দিল। হুয়াই বললো, আল্লাহ না করুন, আমরা যদি হেরে যাই, আর কুরাইশরা যদি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তা হলে আমি খায়বার ছেড়ে এসে তোমাদের সাথে বসবাস করবো। বিপদ আপদে সর্বদাই আমরা তোমাদের সাথে থাকবো।

এবার কা'ব পুরোপুরিভাবে তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললো। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শত্রু বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হুয়াই আনন্দচিত্তে আপন বাহিনীতে গিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিল। এবার তারা ভাবতে লাগলো, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কেবল বনু কুরাইযারই আগমনের অপেক্ষা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি: মুসলিম বাহিনী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন

বনী কুরাইযার বিদ্রোহের এই সংবাদ খুব দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেল। তিনি খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং এ নিয়ে সরাসরি বনু কুরাইযার সরদার কা‘বের সাথে কথা বলার জন্য সা‘দ ইবনে মুয়ায, সা‘দ ইবনে উবাদাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা- এই তিনজন সাহাবীকে পাঠালেন। তাদের বলে দিলেন, যদি খবরটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে ফিরে এসে তোমরা খবরটি এমন অস্পষ্ট ভাষায় জানাবে যেন উপস্থিত লোকজন তা অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়। আর যদি খবরটি সঠিক না হয়, তাহলে সকলের মাঝে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই।

তখন তারা বিষয়টির সত্যতা জানতে পেরে বনু কুরাইযার সরদার কা‘ব ইবনে আসাদের সাথে সাক্ষাত করে মুসলিমদের সাথে তার পূর্বকৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কা‘ব বললো, কিসের ওয়াদা! আর মুহাম্মাদই-বা কে! তার সাথে আমাদের কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার নেই।

তখন এই তিন সাহাবী ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত অস্পষ্ট শব্দে তাকে এই সংবাদ জানালেন। তারা বললেন, ‘আদল ও ফারাহ। অর্থাৎ ‘আদল ও ফারাহ গোত্র আসহাবুর রাজি তথা খুবাইব রা.-এর সাথে যেমন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, বনী কুরাইযাও তদ্রুপ ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:৪০ পৃষ্ঠা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে খুবই ব্যথিত হলেন। কেননা, এখন মদীনা অরক্ষিত হয়ে গেল। মালপত্র পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শত্রুদের মদীনায় আক্রমণের পথ খুলে গেল। মুসলমানগণ এখন বাহির-ভিতর সবদিক থেকে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেলেন। মুসলমানগণ বর্ণনাতীত নাযুক ও ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের এ পরিস্থিতি ও মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু এলাকা ও নিম্ন এলাকা থেকে এবং যখন তোমাদের চোখ (বিস্ময়ে) বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত। আর তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে নানা (অমূলক) ধারণা করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তারা ভীষণ কম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, আয়াত:১০-১১)

সময়টি ছিল মুসলিমদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষার। ইখলাস ও নিখাঁদ দীনের কষ্টিপাথর দ্বারা ঈমান ও নেফাক যাচাই করা হচ্ছিল। এ কষ্টিপাথর তখন খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।

মুনাফিকদের প্রতারণা ও পলায়ন

এ বহু মুনাফিক গোপনে পলায়ন করে। অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানায়, আল্লাহর রাসূল, আমাদের ঘরের দেয়াল খুব নিচু, তাই ঘরগুলো মোটেই সংরক্ষিত নয়। মহিলা ও শিশুদের হেফাজত করা জরুরী। তাই আপনার কাছে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি কামনা করছি। এ জাতীয় নানান মিথ্যা অজুহাত পেশ করে মুনাফিকরা ময়দান ছাড়তে লাগলো। অধিকন্তু শুধু নিজেরা নয়, সত্যিকার মুমিনদেরও ময়দান ত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন কথা বলে তারা ফুসলাতে লাগলো। এহেন নাজুক মুহূর্তে তাদের এই ঘৃণ্য তৎপরতা আল্লাহ তা'আলার কাছে এত অপছন্দ হয়েছিল যে, আল্লাহ

তা‘আলা পবিত্র কুরআনের নয়টি আয়াতে তাদের এই ঘৃণ্য অপতৎপরতার বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا○وَ اِذْ
قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ؕۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا○وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ
اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا○وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ
مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا○قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ
مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا○قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا○قَدْ
يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا
قَلِيْلًا○اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ
يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ
اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا○يَحْسَبُوْنَ
الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ
عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا○

স্মরণ করুন, মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আর তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। অথচ এগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যদি বিভিন্ন দিক

TOP

থেকে তাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদের (মুনাফিকদের) বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্যই তা করে বসতো। তারা এতে কালবিলম্ব করতো না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো। তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বলুন, কে তোমাদের আল্লাহ হতে দূরে রাখবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা বাধা প্রদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সাথে আসো। তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়। তোমাদের ব্যাপারে বিরাগবশত; আর যখন ভীতি আসে, তখন আপনি তাদের দেখবেন, মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চক্ষু উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু যখন ভীতি চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। তারা সম্মিলিত বাহিনীকে ধারণা করে, তারা যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে, ভালো হতো তারা যদি যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ খুব কমই করতো। (সূরা আহযাব, আয়াত:১২-২০)

এ সব আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের জিহাদের সময় মুনাফিকদের স্বার্থান্ধ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর দায় ও পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তারা খুবই সুবিধাবাদী হয়। যখন মুসলিমদের ভাল অবস্থা দেখে, তখন এসে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ভাগ বসাতে চায়। আবার যখন সঙ্গীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তখন সেখান থেকে পলায়ন করতে চায়। উল্লিখিত ঘটনায় তাদের সেই দু'রকম চেহারা সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

অপরদিকে যারা ঈমান ও ইখলাসে পরিপূর্ণ, যাদের অন্তর ছিল আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বতে পূর্ণ, গাযওয়ায়ে আহযাবের সময় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ○

মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনী দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এটি তো তা-ই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সত্যই বলেছেন। এর দ্বারা তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। (সূরা আহযাব, আয়াত:২২)

এ আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাবে মুমিনদের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। তারা সেই জিহাদকে আল্লাহর দীনের বিজয়ের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গাযওয়ায়ে আহযাবের পরবর্তী ঘটনা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কার সকল গোত্রের কাফেররা একজোট হয়ে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে তাদের খতম করার জন্য। তদুপরি তারা নানা প্রলোভনে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী কুরাইযাকে কবজা করে নিয়ে সম্মিলিত কাফের বাহিনীরূপে মুসলিমদের উপর এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার মুসলিমদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকরাও তাদের সহায়তা দেয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এভাবে ইহুদী ও মুনাফিক দল মুসলিমদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। ফলে মুসলিমরা বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু এ উভয় শত্রুর অবরোধ ও আক্রমণের শিকার হয়।

মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ

কাফের বাহিনী মুসলিমদের পরিখা খননের কারণে সরাসরি আক্রমণে বাধাগ্রস্ত হয়ে এবার কঠোর অবরোধ জারি করলো। মদীনাকে তারা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রাখলো এবং কোন এক ফাঁকে পরিখা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

এভাবে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শত্রুরা পুরো মদীনা কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখলো। মুসলিমদের কাছে সেই পরিস্থিতি খুবই কঠিন মনে হতে লাগলো।

এমনকি কারো কারো কাছে তা বড় অসহনীয় মনে হতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে উদয় হলো, অবরোধের প্রচন্ডতার দরুন সাধারণ মুসলিমরা ঘাবড়ে যেতে পারে। তাই তিনি গাতফান গোত্রের দুই সরদার ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারেস ইবনে আউফ-এর সাথে সন্ধি করার চিন্তা করলেন। সেই মোতাবেক এক ব্যক্তিকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন, তারা যদি যুদ্ধ না করে মদীনা ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে মদীনার একতৃতীয়াংশ আবাদী তাদের দিয়ে দেয়া হবে।

কাফেররাও সম্মুখ আক্রমণে না পেরে চাইছিল, কোনভাবে যদি এ সংকট থেকে মান রক্ষা করে উদ্ধার পেত! তাই সন্ধির প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথে গাতফান এ প্রস্তাব আনন্দের সাথে মেনে নিল।

অতঃপর কথা পাকা করার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে অন্যান্য গোত্রের নিকট পাঠালো। কিন্তু তারা এক- তৃতীয়াংশ নয়, বরং অর্ধেক আবাদী দাবি করলো। কিন্তু কাফের বাহিনীর সরদার আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে কিছুই জানলো না।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে সা‘দ ইবনে মুয়ায ও সা‘দ ইবনে উবাদাহর সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের এ বিষয়টি জানালে তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল, এটা যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে আপত্তি করার তো কিছু নেই। তেমনি যদি আপনার ইচ্ছায় এ সিদ্ধান্ত হয়, তা-ও শিরোধার্য। কিন্তু যদি আমাদের লোকদের প্রতি দয়া ও দরদবশত আপনি এ চিন্তা করে থাকেন, তা হলে সবিনয় কিছু নিবেদন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমাদের সুবিধার জন্যই করছি। আরবরা এখন এক জোট হয়ে এক নির্দেশের আওতায় তোমাদের মোকাবেলা করছে। আমি চাচ্ছি, এ পন্থায় তাদের ঐক্য ও জোট ভেঙ্গে হীনবল করে দিতে।

হযরত সা‘দ ইবনে মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, যখন তারা ও আমরা সবাই কাফের-মুশরিক ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম, আল্লাহ তা‘আলাকে জানতাম না, তখনও এ লোকগুলোর আমাদের একটা খোরমা পর্যন্ত নেওয়ার সাহস ছিল না। হয়ত আমরা মেহমানদারি হিসেবে দিতাম বা তারা আমাদের থেকে কিনে নিত। এ ছাড়া নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এখন যখন আল্লাহ তা‘আলা হেদায়েতের অমূল্য দৌলত দান করেছেন, ইসলাম দান করে আমাদের সৌভাগ্যশালী ও সম্মানিত করেছেন, এখন আমরা তাদের এমনিই দিয়ে দিব? তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, তাদের কোন কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমরা তাদের তরবারি ব্যতীত কিছুই দিব না, তারা যা করতে পারে করুক। এ কথা বলে হযরত সা‘দ ইবনে মুয়ায রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় সব লেখা মুছে ফেললেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হিম্মত দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সন্ধির ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। ফলে গাতফানদের লোকটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:১৪১)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এরপর যতই দিন যেতে লাগলো, অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগলো। কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চললো। রাতে ঘুমান পর্যন্ত হারাম হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই ছিল বিপদের ঘনঘটা।

সেসময় মুসলিমবাহিনীতে যেসব কপট ও মুনাফিক ছিল, তারা বেচাইনী ও অস্থির ভাব দেখাতে লাগলো। তারা বারবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যার যার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলো। তারা বারবার বলতে লাগলো, আমাদের বাড়ি-ঘর সুরক্ষিত নয়, বাল-বাচ্চারাও বিপদের সম্মুখীন। আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে দিন। তারা নিজেরা যেমন, তেমনই মুসলিমদেরও বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য উসকে দিতে লাগলো। তাদের মধ্যে হতাশা ও মৃত্যু ভয় ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ তো আমাদের খুবই আশার বাণী শোনালেন। খুব ভাল ভাল বাগ-বাগিচা দেখালেন। বললেন, কায়সার ও কিসরার সম্পদ তোমরা পেয়ে যাবে। অথচ আজ অবস্থা এতই খারাপ যে, দানা-পানি পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর জীবন তো হাতের মুঠোয় এসে গেছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের এ অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণ

পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশের জন্য কাফেররা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে নিষ্ফল হলো। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ও বীরগণ সমস্ত সৈন্যকে সমবেত করে সকলে একযোগে পরিখার নির্দিষ্ট একটি স্থানে আক্রমণ করবে।

সালাআ পাহাড়সংলগ্ন পরিখার একটি স্থান অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ছিল। আক্রমণের জন্য তারা এই স্থানটিই নির্বাচন করলো। তারা অতি দ্রুত অগ্রসর হলো। ঘোড়া লাফ দিয়ে পরিখার অপর পারে চলে গেল। তারা উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা এবং

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জিরারও ছিল। সেই সাথে আরবের বিখ্যাত বীর আমর ইবনে আবদুদও ছিল। তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ মনে করা হতো। সে প্রথমেই অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে বললো, আমার মুকাবিলায় কে এগিয়ে আসতে চায়?

হযরত আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে থামালেন। হযরত আলী বসে পড়লেন। আমর আবার চিৎকার করলো। অন্য কেউ সাহস করলো না। হযরত আলী আবার বললেন, আমি। তৃতীয়বারেও একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি জানা আছে, সে আমর? হযরত আলী রা. বললেন, হ্যাঁ, আমার খুব ভাল করে জানা আছে, সে আমর। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে পবিত্র হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন।

হযরত আলী রা. এবার আমরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। আমরের মুখোমুখি হলে সে বললো, দুনিয়ার কেউ যদি আমার নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করে তা হলে আমি একটা অবশ্যই মনযুর করবো। হযরত আলী রা. বললেন, ভাল কথা, তুমি তা হলে ইসলাম গ্রহণ করো। সে বললো, এটা অসম্ভব ব্যাপার। হযরত আলী রা. বললেন, তা হলে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও। আমর বললো, আমি কুরাইশ মহিলাদের তিরস্কার শুনতে পারবো না। হযরত আলী বললেন, তা হলে আমার সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। আমর বললো, আকাশের নিচে এমন কথা আমাকে কেউ বলতে পারে তা আমি ইতোপূর্বে বিশ্বাসও করতাম না। আচ্ছা বেশ, আমি সম্মত আছি। কিন্তু আমি অশ্বারোহী তুমি পদাতিক। অশ্বে আরোহণ করে পদাতিকের সাথে যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম নয়, এই বলে আমর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তরবারির এক আঘাতে ঘোড়ার পা কেটে অচল করে দিল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারপর সে বললো। যুদ্ধের পূর্বে তোমার পরিচয়টা জানা দরকার। বরো, তোমার নাম কী? হযরত আলী নিজের নাম বললেন, আমর বললো, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। হযরত আলী বললেন, কিন্তু আমি তো চাই। এ কথা শুনে আমর গর্জে উঠলো এবং তরবারি কোষমুক্ত করে বীরবিক্রমে হযরত আলীর উপর প্রচন্ড আঘাত করলো। তিনি ঢালের সাহায্যে আঘাত প্রতিহত করলেন, কিন্তু ঢাল ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তরবারির সম্মুখভাগ তার কপালে বিদ্ধ হলো।

আল্লাহর সিংহ হযরত আলী রা. আমরের আঘাত সামলে নিয়ে সিংহ গর্জনে অগ্রসর হয়ে হায়দারি হাঁক ছেড়ে আমরের উপর প্রচন্ড আঘাত হানলেন। এক আঘাতেই আমর দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূপতিত হলো। তাকবির ধ্বনিতে খন্দক প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠলো। সাহাবায়েকেরাম আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন।

আমর নিহত হওয়ার পর নাওফিল, ইকরিমা, জিরার, জুবাইর প্রমুখ বীর হযরত আলীর উপর সম্মিলিত আক্রমণ করলো। কিন্তু জুলফিকারের চাকচিক্যে অনতিবিলম্বে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। হযরত উমর ফারুক জিরারের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। জিরার ঘুরে তাকে বর্শাবিদ্ধ করতে চাইলো, কিন্তু আবার ক্ষান্ত হয়ে বললো, উমর, এই অনুগ্রহের কথা মনে রেখো। নাওফিল পলায়ন করতে যেয়ে খন্দকের মধ্যে পতিত হলে মুসলিমবাহিনী তার উপর তীর-পাথর বর্ষণ করতে শুরু করলো। সে চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাকে কুকুরের মতো মের না। আমি সম্মানজনক মৃত্যু কামনা করছি। হযরত আলী রা. তার আবেদন মনযুর করলেন। খন্দকের মধ্যে নেমে তরবারির আঘাতে তার মস্তক ছিন্ন করলেন।

হযরত সাফিয়া রা. এর বাহাদুরি

এদিকে মুসলিম নারী ও শিশুদের দুর্গে রাখা হয়েছিল। সেটি ছিল বনু কুরাইযার আবাস ভূমি সংলগ্ন। সক্ষম পুরুষরা পরিখা পাহারায় ব্যস্ত ছিল। সারা মদীনা জনমানবশূন্য। ইহুদীরা ভাবলো, এই সুযোগে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দুর্গে আক্রমণ করে নারী ও শিশুদের অনায়াসে হত্যা করা যায়। তাই তারা আক্রমণের লক্ষ্যে দুর্গ-অভিমুখে রওয়ানা হলো। জনৈক ইহুদী দুর্গের ফটকে গিয়ে আক্রমণের পথ খুঁজছিল। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রা. লোকটিকে দেখতে পেয়ে সেখানে অবস্থানরত সাহাবী হাসসান বিন সাবিতকে বললেন, লোকটিকে হত্যা করুন, নতুবা সে ফিরে গিয়ে শত্রু পক্ষকে সব জানিয়ে দিবে।

হযরত হাসসানের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যাতে তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, লড়াই ও যুদ্ধ বরদাশত করতে পারতেন না। এ কারণে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বাধ্য হয়ে হযরত সাফিয়া রা. তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে নিয়ে ইহুদীর মাথায় প্রচন্ড এক আঘাত করলেন। এক আঘাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো। তিনি ফিরে এসে হযরত হাসসানকে নিহত ইহুদীর সাজ-সজ্জা, অস্ত্র ইত্যাদি খুলে আনতে বললেন। এবারও তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। হযরত সাফিয়া রা. বললেন, তা হলে তার মাথাটা কেটে বাইরে ফেলে দিন। সেটা দেখে ইহুদীরা ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু তাও তার দ্বারা সম্ভব হলো না। অবশেষে হযরত সাফিয়া রা. নিজেই এটা সমাধা করলেন। ইহুদীরা দুর্গের বাইরে কর্তিত মস্তক দেখে মনে করলো, দুর্গে নিশ্চয় সৈন্য মোতায়েন করা আছে। তাই তারা আর দুর্গ আক্রমণের সাহস পেল না।

এদিকে শত্রুরা মুসলমানদের অনুমতি নিয়ে নাওফিলের লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তবু তারা যুদ্ধের মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করলো না। দিনরাত তারা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে লাগলো। সেজন্য তারা সৈন্যদের ছোট ছোট দলেও ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে পরিখা পার করানোর চেষ্টা করতে লাগলো। এভাবে একটি দল ব্যর্থ হয় আরেকটি দল চেষ্টা করে। এভাবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুসলমানদের উপর দিয়ে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মহিলা ও শিশুরা বড় উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ দুঃসহ অবস্থার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

শত্রুপক্ষ অনবরত তীর বর্ষণ করতে লাগলো। আর তারা জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে জীবনের কর্তব্য পালন করে চললেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চললেন। তিনি পরিখার বিভিন্ন অংশে সেনা মোতায়েন রাখলেন। যাতে শত্রুদের হামলা হওয়া মাত্র মোকাবেলা করতে পারে। একটা অংশ তিনি নিজেই রক্ষা করে চলেছিলেন। তিনি তীর দিয়ে শত্রুবাহিনীকে প্রাণপণে রুখে চললেন।

এ দিনটি খুব জটিলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সারাটি দিন শত্রুদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলা করে যেতে হলো। শত্রুদের পাকাপোক্ত তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়ছিলেন। ক্ষুধা-পিপাসায় তারা কাতর হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু নিজেদের স্থানে তারা ছিলেন পাহাড়ের মত সুদৃঢ়, অটল, অনড়। বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি তারা।

এ লড়াইয়ে মুসলিম শহীদের সংখ্যা কম হলেও আনসারদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা. বড় বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। শত্রুরা তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ পেতেই তারা তার হাতে তীর মারলো। ফলে তার হাতের মূল রগ কেটে গেল। তা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। সেসময় সা'দ রা. আকাশের দিকে দু'হাত তুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ এখনো বাকি। তুমি আমাকে জীবিত রাখো। যে জাতির লোকেরা তোমার মনোনীত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা তাকে দেশ ছাড়া করেছে, তাদের চেয়ে বেশি লোকের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাথে লড়াই করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু তাদের সাথে যদি আর যুদ্ধ না হয় তা হলে তুমি আমাকে এই আঘাতেই শাহাদাত দাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম না দেখতে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না।

এদিন হামলার ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের চার ওয়াক্ত নামায কাজা হয়ে গেল, যা পরর্বতী সময়ে একসাথে কাজা পড়ে নিয়েছিলেন।

কাফেরদের আত্মকলহ

অবরোধ চলাকালে একদিন গাতফান গোত্রের এক দলপতি নুয়াইম ইবনে মাসউদ আশজায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। তবে আমার গোত্র এ ব্যাপারে কিছু জানে না। এ অবস্থায় আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি একটা পদক্ষেপ নিতে পারি, যার দ্বারা এই অবরোধ শেষ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি একজন অভিজ্ঞ লোক। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারো, করো। কেননা, লড়াই তো হচ্ছে কৌশল ও চালাকির নাম।

নুয়াইম ইবনে মাসউদ রা. প্রিয়নবীর কাছ থেকে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন। এখন কী করা যায়, কীভাবে শত্রুদের ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রুদের ঐক্য বিনাশ করে দিবেন। এ ছাড়া উত্তম কোন উপায় তিনি দেখলেন না।

নুয়াইম তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তারপর অতি দ্রুত বনু কুরাইযার কাছে গেলেন। প্রথম থেকেই বনু কুরাইযা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো। সেখানকার ইহুদীরা তাকে খুব মানতো। তার কথাবার্তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতো। তার সঙ্গলাভ করাটা খুব

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করতো। নুয়াইম রা. তাদের কাছে পৌঁছতেই তারা খুব সম্মানের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। এবং মর্যাদার সাথে বসালো। ইহুদীদের সমস্ত নেতাই তার কাছে এসে জমায়েত হলো। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো তার কথাবার্তা। নুয়াইম কিছুক্ষণ ধরে এ-কথা সে-কথা বললেন। তারপর আসল কথায় এলেন। বললেন, তোমরা জানো, তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক কত গভীর ও কত দিনের। তা ছাড়া তোমাদের আমি কত ভালোবাসি তাও তোমরা জানো। সবাই একসাথে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো আমরা ভালোই জানি।

নুয়াইম বললেন, তোমরা তো মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে যোগ দিয়েছ। কিন্তু এর পরিণাম কী ভেবে দেখেছ? জিতে গেলে তো কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু হেরে গেলে? তখন কী অবস্থা হবে? তারা তো নিজেদের পথ বেছে নিবে আর তোমরা একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। তখন তো মুহাম্মাদের সাথে তোমাদের একাই মোকাবেলা করতে হবে। সেসময় তো তোমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। তখন তো বনী কায়নুকা ও বনী নাজিরের মতো দুর্ভাগ্য তোমাদেরও বরণ করতে হবে।

লোকেরা উদ্বেগের সাথে সমস্বরে বলে উঠলো, তা হলে এখন আমরা কী করব, নুয়াইম!

নুয়াইম বললেন, আমার মনে হয় আগে তাদের কিছুলোক তোমাদের কাছে জামিন হিসেবে রেখেই তবে তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত। জামিনের লোকদের উচ্চ বংশ হতে হবে। এভাবে তাদের উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদকে মেরে না ফেলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিরে যেতে পারবে না।

লোকেরা এই যুক্তি শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তারা বললো, বাহ, নুয়াইম, তোমার যুক্তি একেবারেই সঠিক। আমরা এখন এটাই করবো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নুয়াইম বললেন, আচ্ছা আমি এখন যাই। তবে সাবধান, এ কথা কাউকে বলবে না। লোকেরা বললো, না, না, কখনই বলবো না। তুমি পূর্ণ আস্থা রাখো। আমরা কারো সাথেই বলবো না।

নুয়াইম ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু এরা তখনো পর্যন্ত নুয়াইমের প্রশংসা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, নুয়াইম কত সাবধানী লোক, তিনি কত চিন্তাশীল! তিনি আমাদের প্রতি কত খেয়াল রাখেন।

এরপর নুয়াইম আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছলেন সেখানে কুরাইশদের অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। নুয়াইম বললেন, তোমরা জানো, আমি তোমাদের কত ভালোবাসি। আমি একটা কথা জানতে পারলাম, তাই সেই খবরটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরী মনে করে ছুটে এলাম। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে যাও।

লোকেরা হতভম্ব হয়ে সমস্বরে বললো, নুয়াইম, কী হয়েছে? কী ব্যাপার?

নুয়াইম বললেন, আমি জানতে পারলাম, বনু কুরাইযা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। তাঁরা মুহাম্মাদের কাছে তাদের অপরাধ মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। মুহাম্মাদ শর্তসাপেক্ষে তাদের মাফ করে দিয়েছেন। তা হলো বনু কুরাইযা কুরাইশ ও গাতফানের কাছ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠাবে। তিনি তাদের হত্যা করবেন। দেখ ভাই, সাবধান থেকো। যে কোনো বাহানায় তারা তোমাদের কাছে লোক চাইলে মনের ভুলেও দিয়ো না।

এ কথা বলে নুয়াইম বেরিয়ে পড়লেন। কুরাইশ নেতারা তার অনেক প্রশংসা করলো এবং তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানালো।

সেখান থেকে ফিরে নুয়াইম গাতফানদের কাছে গেলেন। তাদের সাথেও তিনি ঐ একই কথা বললেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নুয়াইমের এই কথায় কুরাইশ ও গাতফান খুবই হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। সমস্ত নেতা একত্র হয়ে চিন্তা করতে লাগলো, বনু কুরাইযার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিল। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, দুই গোত্রের কিছু নেতা সেখানে যাক। গিয়ে বলুক, ভাই, এখানে আমাদের অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বেশিদিন অবস্থান করার ইচ্ছা আমাদের নেই। এ ব্যাপারে একটা ফায়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরাও আমাদের সাথে মিলে যাও। সবাই মিলে আমরা একসাথে বড় রকমের একটা হামলা চালিয়ে দিই।

কুরাইশ ও গাতফানের একটি দল বনু কুরাইযার কাছে গিয়ে এসব কথা বললো। বনু কুরাইযা বললো, আগামীকাল তো শনিবার। শনিবার আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষেধ। অন্য কোনদিন ঠিক করো। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে। আমরা তোমাদের সাথে এক হয়ে লড়তে রাজি আছি, তবে আমাদের কাছে তোমাদের বিশিষ্ট কিছুলোককে জামিনস্বরূপ রাখতে হবে। যাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মায় যে, মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় হলে তোমরা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।

কুরাইশ ও গাতফানদের নুয়াইমের কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালো, বনু কুরাইযার উদ্দেশ্য সত্যিই খারাপ। তাই জামিন হিসেবে তাদের কাছে কাউকে রাখতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন বনু কুরাইযারও নুয়াইমের কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলো না। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে এত বিশাল লোকবল সত্ত্বেও শত্রুরা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল।

গায়েবি মদদ

কাফের বাহিনীর দীর্ঘ এক মাসের অবরোধে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল প্রাণ কেঁদে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উঠলো। তিনি তাদের এ সীমাহীন কষ্ট লাঘব করে কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সায়িদ খুদরী রা. বলেন, আমরা যুদ্ধের কঠোর অবস্থা আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'আর দরখাস্ত করলাম। তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'আ করলেন,

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমাদের ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ রাখুন।

বুখারি শরীফে এ সময়ের অপর একটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে,

اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

আয় আল্লাহ, হে কিতাব নাযিলকারী, হে বৃষ্টি ও মেঘ প্রেরণকারী, কাফের দলগুলোকে পরাজয় দানকারী, আপনি তাদের পরাজয় দিন এবং তাদের বিপরীতে আমাদের বিজয় দান করুন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৯৬৬)

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল করলেন। শীতকালের পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড রকমের ঝড়। সেই সাথে নামলো প্রবল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো। প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুৎচমক একসাথে শত্রুদের মনপ্রাণ আতঙ্করগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তাদের তাঁবুর দিকে ছুটে যেতে লাগলো। কিন্তু আবহাওয়া বড় নির্মম ও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ঝড়-তুফান অনবরত বেড়েই চললো। ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দে ভয়ে তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাঁবুর দড়িগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। চুলা ও হাঁড়ি-পাতিল সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ঝড় শুধু একা আসেনি, সাথে নিয়ে এসেছে বালি আর কাঁকর। ফলে শত্রুদের চোখ-মুখ সব অন্ধকার করে দিলো। কেউ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। প্রচণ্ড ভয়ে তারা চিৎকার ও আর্তনাদ করতে লাগলো। হায় সর্বনাশ! হায় সর্বনাশ! সব শেষ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ○

হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন কাফেরদের বহুদল তোমাদের মাথার উপর এসে পড়ে, সে সময় আমি তাদের বিপরীতে পাঠালাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং আকাশ থেকে এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তার সবই দেখেন। (সূরা আহযাব, আয়াত:৯)

وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

“এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখতে পাও না”- দ্বারা ফেরেশতার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছে। এর বিপরীতে তারাই মুসলিমদের অন্তরে সাহস ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছে। ফলে কাফেরদের দশ হাজার সেনাদল ভীত-সন্ত্রস্ত ও অস্থিরচিত্ত পেরেশান অবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ○

আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি, যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, আয়াত:২৫)

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, কাফেরদের খবর নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমাকে আবার আটকে না ফেলে। শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাকে ধরতে পারবে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু‘আ করলেন,

اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ

হে আল্লাহ, আপনি তাকে হেফাজত রাখুন, তার সামনে থেকে, তার পিছন থেকে, তার ডান দিক থেকে, তার বামদিক থেকে, তার উপর দিক থেকে, তার নিচ থেকে।

সংবাদ সংগ্রহে হযরত হুজায়ফা রা.

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু‘আর বদৌলতে আমার অন্তর থেকে ভয় একেবারে দূর হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় প্রফুল্ল অন্তরে বেরিয়ে পড়লাম। যখন বের হচ্ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হুযাইফা, নিজের পক্ষ থেকে কিছু করো না।

আমি যখন কাফেরদের এলাকায় পৌঁছুলাম, তখন বাতাস এত তীব্র গতিতে চলছিল যে, কোনকিছু কোথাও স্থির থাকার সুযোগ ছিল না। সেই সাথে এত অন্ধকার যে, কোন কিছুই দেখার উপায় নেই। এমনি পরিস্থিতিতে আমি শুনলাম আবু সুফিয়ান বলছে, হে কুরাইশ বাহিনী, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। আমাদের সব জন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনু কুরাইযাও আমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু আমাদের পেরেশান ও অস্থির করে দিচ্ছে। আমাদের চলাফেরা, ওঠা বসা সবকিছু বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় এটিই ভালো যে, আমরা ফিরে যাই। আবু সুফিয়ান এই কথাগুলো বলেই উটের পিঠে চড়ে বসলো।

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমার অন্তরে তখন এ কথার উদয় হলো যে, তীর দিয়ে তাকে মেরে ফেলি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় আমাকে যে নির্দেশ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েছিলেন নিজের পক্ষ থেকে কিছু করো না। এ নির্দেশের কথা স্মরণ থাকায় আমি এ কাজ থেকে বিরত থেকে ফিরে এলাম। (যুরকানী, ২:১১৮)

اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ

ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব তথ্য জানালাম। এরপর সকালে যখন দেখলেন কাফের বাহিনীর সবাই রাতেই পালিয়ে গিয়েছে। ময়দান একেবারেই মানবশূন্য। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

‘এখন থেকে আমরাই মোকাবেলায় এগিয়ে যাবো; তারা আর আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে না। আমরাই তাদের দিকে এগিয়ে যাবো।

অর্থাৎ কুফর এখন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারা এগিয়ে এসে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর হামলা করবে সে সাহস আর তাদের নেই। বরং এর বিপরীত অবস্থা এসে গেছে। এখন আমরাই এগিয়ে যাবো এবং তাদের উপর হামলা করবো। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪১১০)

ভোরবেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছিলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা কেবল তার জন্যই। তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে ফিরে আসছি। গুনাহ থেকে তাওবা করছি, ইবাদতের ইরাদা করছি। আমাদের প্রতিপালককে সিজদা করছি ও প্রশংসা করছি। আল্লাহ তা‘আলা তার অঙ্গীকার পূরণ

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং গোটা সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১৭৯৭)

ইবনে সা'দ এবং বালাযুরী বলেন, অবরোধ মোট পনের দিন স্থায়ী হয়। ওয়াকেদী বলেন, এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। প্রখ্যাত তাবেয়ী সায়িদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন, কাফেরদের মদীনা অবরোধ মোট চব্বিশ দিন ছিল। আল্লাহ ভালো জানেন। এই যুদ্ধে মুশরিকদের তিন ব্যক্তি নিহত হয়।

১. আমর ইবনে আবদুদ।
২. নাওফাল ইবনে আবদুল্লাহ।
৩. মুনিয়া ইবনে উবাইদ।

অপরদিকে মুসলিমদের ছয়জন শাহাদাত লাভ করেন।

১. সা'দ ইবনে মুয়ায রা.।
২. আনাস ইবনে উয়াইস রা.।
৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাহর রা.।
৪. তুফাইল ইবনে নুমান রা.।
৫. সা'লাবা ইবনে আনামাহ রা.।
৬. কা'ব ইবনে যায়েদ রা.।

হাফেজ দিময়াতী আরো দুটি নাম বর্ণনা করেছেন,
১. কায়স ইবনে যায়েদ রা.।
২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু খালেদ রা.।

গাযওয়ায়ে খায়বার

'খায়বার' মদীনা থেকে ৯৬ মাইল দূরবর্তী কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য ও দুর্গবেষ্টিত আরবের একটি শহর। হযরত আবু উবাইদ রহ. এর মতে প্রাচীন আরবগোত্র 'আমালিকা'র খায়বার নামক এক ব্যক্তির অবস্থানের কারণে এ শহরকে খায়বার নামে নামকরণ করা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইহুদীদের ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ 'কেল্লা' বা 'দুর্গ'। যেহেতু এ শহর অনেক কেল্লা এবং দুর্গবেষ্টিত ছিল কাজেই তাকে খায়বার নামে নামকরণ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৭৬, মুজামুল বুলদান লিল হামাউয়ী, ২:৪৬৯)

খায়বারযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, হিজরতের পর কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে,

১. এক শ্রেণি পূর্ববৎ শত্রুতা এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। মক্কার কুরাইশরা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. এক শ্রেণি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় নীরবতা অবলম্বন করে। ইসলামও গ্রহণ করলো না এবং শত্রুতায়ও অবতীর্ণ হলো না। আরবের কোন কোন গোত্রের ভূমিকা এমন ছিল।

৩. এক শ্রেণি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ মর্মে 'মৈত্রি চুক্তি' তে আবদ্ধ হয়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না এবং তার বিরুদ্ধে কারো সহযোগিতা করবে না। মদীনার ইহুদী গোত্র- বনু কুরাইযা, বনু নাযির এবং বনু কায়নুকা; এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এ তিন ইহুদী-গোত্রই পর্যায়ক্রমে মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে গোপনে-প্রকাশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে তিন গোত্রকেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দমন করে মদীনা হতে বহিষ্কার করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)

এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ হিজরিতে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী নযীর কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ইহুদীদের অধিকাংশ খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। যাদের মধ্যে ইহুদী

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সরদার হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে রবী এবং সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকও ছিল। খায়বারে বহিষ্কৃত হয়েও তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস-সাধনে প্রচেষ্টারত হয়।

এ প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের মদীনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উসকানি দিয়েছিল। একইভাবে কিনানা ইবনে রবী গাতফান গোত্রকে খায়বারের বাৎসরিক উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রদানের লোভ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। তাদের এ উসকানি ও প্ররোচনায় সাড়া দিয়ে উয়াইনা ইবনে হিসন তার মিত্রগোত্র নিয়ে এবং আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ইতিহাসে তা আহযাব যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। *(ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)* যে যুদ্ধের বর্ণনা পাঠক ইতোপূর্বে অবগত হয়েছেন।

খায়বারের ইহুদীদের বারবার এভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার আক্রমণের নির্দেশ দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৯৮; সীরাতে মুস্তফা, ২:২৬৭,৩০৭,৪০৮)

খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের ভবিষ্যত সুসংবাদ প্রদান করেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝ وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ

وَ كَفَّ اَيْدِیَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَ لِتَكُوْنَ اٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَ یَهْدِیَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا○

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদের দান করলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ গনিমতের মালও, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনিমাতের, যা তোমরা হস্তগত করবে এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের এ বিজয় দান করেছেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত:১৮-২০)

এ আয়াতে ' বাই'আত' দ্বারা বায়' আতে রিদওয়ান এবং ' আসন্ন বিজয়' ও ' তাৎক্ষণিক বিজয়' দ্বারা খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

খায়বারযুদ্ধের সময়কাল

ইমাম মালেক রহ. ও ইবনে হাযম জহেরী রহ. এর মতে খায়বার যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। তবে ইবনে ইসহাক রহ. এর মতে তা সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ও আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ইবনে ইসহাকের মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ্জ মাসের শেষদিকে হুদায়বিয়া হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর সপ্তম হিজরির মহররম মাসের শুরুর কিছুদিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মহররমের শেষদিকে খায়বারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতদিন মদীনায় ছিলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে বিশদিন, কারো মতে দশদিন, আবার কারো মতে পনেরোদিন অবস্থান করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৭৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৯৮)

খায়বারযুদ্ধের সৈন্যদল

ইবনে ইসহাক রহ. হযরত জাবের রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, খায়বারে মুজাহিদদের সংখ্যা হুদায়বিয়ার মুসলিমদের সমপরিমাণ ছিল। অর্থাৎ ১৪০০। তাদের মধ্যে দুইশ' অশ্বারোহী এবং বারোশ' ছিল পদাতিক। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৭০, ২২০)

এর বিপরীতে হযরত মুজাম্মা ইবনে জারিয়া রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ষোল শ'। এর মধ্যে পদাতিক চৌদ্দশ'এবং অশ্বারোহী দুইশ'ছিল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০১০) এর বিপরীতে খায়বারের ইহুদীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। [শরহুয যুরকানী ৩: ২৪৩; (সীরাতে মুস্তফা, ২:৪০৯)]

নবীজীর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ

খায়বার যুদ্ধে গমনের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান। ইবনে হিশাম রহ. এর মতে নিয়োগকৃত গভর্নর ছিলেন নুমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসী রা.। তবে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিবা ইবনে উরফুতা গিফারী রা. কে স্থলাভিষিক্ত করেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ মতটি সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

এ সফরে 'উম্মুল মুমিনীনে'র মধ্য হতে হযরত উম্মে সালামা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ:৮৫৫২; মুসতাদরাকে হাকীম:২২৪১; সিরাতুন্নবী:আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. ১:২৯৫)

জিহাদের পথে রওয়ানা এবং শাহাদাতের সুসংবাদ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জিহাদের পথে আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীদের গমন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারা ছিলেন আল্লাহর উপর ঈমান ও ইখলাসে পরিপূর্ণ। প্রিয়নবীর সাথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রণাঙ্গন ছিল তাদের জন্য জান্নাতের বাগিচা। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার সহজতম পন্থা।

এ কারণেই নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন সাহাবা কাফেলা খায়বারের পথে যাত্রা শুরু করে তখন হযরত আমের ইবনুল আকওয়া, যিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং সম্পর্কে হযরত সালামা ইবনুল আকওয়ার চাচা ছিলেন, তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

اللّٰهُمَّلولاانتمااهتدينا + ولاتصدقناولاصلينا

فاغفرفداءلكماابقينا + وثبتالاقدامانلاقينا

والقينسكينةعلينا + انااذاصيحبناابينا

وبالصياحعولواعلينا

হে আল্লাহ, যদি আপনার তাওফীক না হতো, তা হলে আমরা না সঠিক পথের দিশা পেতাম, না নামায পড়তে কিংবা সদকা করতে পারতাম।

আপনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিন এবং শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন। (আপনার সন্তুষ্টির তরে আমাদের জীবন উৎসর্গিত হোক।)

আর আমাদের উপর সাকীনা অবতীর্ণ করুন। যদি কাফেররা আমাদের কুফরের দিকে ধাবিত করতে বদ্ধপরিকর হয় তবু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব।

যারা আমাদেরকে তাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করবে তারা আমাদের উপর আস্থা নিয়েই আহ্বান করবে। (কাশফুল বারী:খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমেরের এ কবিতা শুনে বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমার প্রতি রহম করুন’। অপর বর্ণনায় এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিন’।

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত সালামা রা. বলেন, (জিহাদের ময়দানে) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন তখন সে অবশ্যই শহীদ হতো!

আমেরের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ বুঝতে পেরে হযরত উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমেরের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। কতই-না ভালো হতো যদি আমরা আমেরের বীরত্ব দ্বারা আরো কিছুদিন উপকৃত হতে পারতাম!’

হযরত আমের এ যুদ্ধেই শহীদ হয়ে যান। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪১৯৬; মুসলিম, হা. নং ১৮০৭)

খায়বারের উপকণ্ঠে

শাহাদাতের পিয়াসী সাহাবীদের পবিত্র এই জামা‘আতকে নিয়েই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের উপকণ্ঠে উপনীত হন।

ইবনে ইসহাক রহ, বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের নিকটে পৌঁছে ইহুদী এবং গাতফান গোত্রের অবস্থানস্থলের মধ্যবর্তী ‘রজী’ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। যেন ইহুদীদের মিত্র ‘গাতফানের’ লোকেরা ইহুদীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে না পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ যুদ্ধকৌশল সফল হয় এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের চিন্তায় ইহুদীদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮০)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবীজীর বাহন

খায়বারের বসতিতে প্রবেশকালে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন কী ছিল? এ ব্যাপারে ‘মুসতাদরাকে হাকিমে’ হযরত আনাস রা. থেকে এবং সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি দ্বারা জানা যায়, এ দিন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন ছিল গাধা, যার লাগাম খেজুর গাছের আঁশের রশি দ্বারা তৈরীকৃত ছিল। (মুসতাদরাকে হাকীম, হা. নং ৩৭৩৪; সুনানে আবু দাউদ, হা. নং ১২২৬)

তবে বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. এর অপর এক বর্ণনার আলোকে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর মত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন। তবে দুর্গ অবরোধকালে কোন দিন হয়তো গাধায় আরোহন করে থাকবেন। যা অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। (আল বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৪:২০২)

জনপদে প্রবেশের আদব শিক্ষাদান

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বারের নিকটবর্তী হলেন তখন সেখানে প্রবেশের পূর্বে এ দু‘আ পড়লেন,

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ

وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ اَهْلِهَا

وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

‘হে আল্লাহ, হে সাত আসমান সাত জমিন এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, হে ঐ পবিত্র সত্তা, যিনি পথভ্রষ্টকারী শয়তানের রব এবং শয়তান যাদের বিভ্রান্ত করে, তাদের রব, হে ঐ মহান সত্তা, যিনি বাতাসসমূহের এবং বাতাস যাতে প্রবাহিত হয় সেসব কিছুর রব, আমরা আপনার কাছে এ জনপদের এবং জনপদবাসীর কল্যাণ কামনা করছি। এবং এ জনপদ, তার অধিবাসী ও তার সবকিছুর অনিষ্ট থেকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। (আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, হা. নং ১০৩০৪)

আক্রমণের সূচনা এবং প্রিয়নবীর যবানে বিজয়ের সুসংবাদ

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উপর আক্রমণ এমন অবস্থায় করলেন যে, তারা সকালে তাদের ফসলি জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে জমি চাষের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে বের হচ্ছিল। তারা আমাদের দেখে বলে উঠলো,

محمد! والله،محمد! والخميس!!

হায়! খোদার কসম, মুহাম্মাদ তো তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বসেছে! এ কথা বলে তারা তাদের দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিল।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের দেখলেন তখন বললেন,

اللهاكبر،اللهاكبر،خربت خيبر،انااذانزلنابساحةقومفساءصباحالمنذرين

'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! খায়বার ধ্বংস হবে। আমরা যখন কোন জনপদের আঙিনায় অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত হবে অতি মন্দ'। (বুখারী শরীফ হা. নং ৬১০, ২৯৯১)

'খায়বার ধ্বংস হবে' এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা খায়বারের ইহুদীদের তার হাতে পরাজিত করবেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১; সিরাতে হালবিয়্যাহ, ৩:১২৩)

খায়বারের দুর্গসমূহ

খায়বারে ইহুদীদের ছোট-বড় বহুসংখ্যক দুর্গ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বিজয় করেন। এ সকল বিজিত দুর্গের সংখ্যা, নাম ও বিজয়ের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের একাধিক মত রয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ যে সকল দুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ছয়টির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১. নাইম দুর্গ।
২. কামুস দুর্গ।
৩. সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ।
৪. কুল্লা দুর্গ। এটি গনীমত বণ্টনের সময় হযরত যুবায়ের রা. এর হাতে আসায় তাকে 'যুবায়ের দুর্গ' ও বলা হয়।
৫. ও ৬. ওয়াতীহ ও সুলালিম। এই দুর্গ দুটি দুর্গের সরদার 'ইবনে আবুল হুকাইক-এর দুর্গ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুর্গ দুটি জয় করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, কুল্লা দুর্গ জয় করার পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট আরো কিছু দুর্গ জয় করেন। আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এক্ষেত্রে 'উবাই দুর্গ'- এর নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লামা যুরকানী রহ. উবাই দুর্গ-এর সাথে 'বারী দুর্গ'- এর নামও উল্লেখ করেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৯-২১১, ২১৫-২১৬; কাশফুল বারী, খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়, সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১২)

নাইম দুর্গ বিজয়

সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুর্গটি জয় করেন তা হল নাইম দুর্গ। এ দুর্গ বিজয়কালে সাহাবী হযরত মাহমুদ ইবনে সালামা রা. শহীদ হন। আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, যুদ্ধ করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে নাইম দুর্গের এক কোনায় দেয়ালের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসে পড়েন, তখন উপর থেকে পাথরের চাক্কি ফেলে তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। কারো মতে, মারহাব নামক ইহুদী আর কারো মতে, কিনানা ইবনে রবী পাথর নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৪; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১২)

কামুস দুর্গ বিজয়

নাইম দুর্গের পর মুসলিমরা কামুস দুর্গের দিকে অগ্রসর হলো। খায়বারের অন্যান্য সকল দুর্গের তুলনায় কামুস ছিল অধিক মজবুত এবং সুরক্ষিত। প্রখ্যাত ইহুদী বীর পাহলোয়ান মারহাব এখানেই ছিল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সহস্র যোদ্ধার সমান মনে করা হতো তাকে। প্রায় বিশদিন পর্যন্ত মুসলিমরা এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১)

খায়বার (-এর কামুস দুর্গ) অবরোধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. কে ক্রমান্বয়ে তা বিজয় করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা না থাকায় তারা উভয়েই অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انيدافعاللواءغداالىرجليحبهاللهورسولهويحباللهورسولهلايرجعحتىيفتحله

আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দিব, যাকে আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালোবাসেন এবং সেও আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে! আর সে ঐ কেল্লা ফাতাহ না করে ফিরে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

মনে মনে প্রত্যেক সাহাবীই চাচ্ছিলেন ‘বিজয় নিশান’ এর সৌভাগ্যের অধিকারী হতে। কিন্তু সকালে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে ডাকলেন। আলী রা. চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু‘আ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর বরকতে আলী রা. তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এরপর আর কোন দিন তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হননি। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৮)

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে পতাকা দিলেন। আলী রা. বললেন,

افاقتلهمحتىيكونوامثلنا؟

কাফেররা আমাদের ন্যায় মুসলমান হওয়ার আগ পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবো?’

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

انفذعلیٰ رسلکحتیٰتنزلبسحاتهمثمادعهمالیٰالاسلامواخبرهمبمایجبعلیهمفواللهلانیهدیاللهبکر

جلاخیرلکمنحمرالنعم

ধীরে-সুস্থে চলো হে আলী, তাদের মুখোমুখি হলে প্রথমতঃ তাদের ইসলাম গ্রহণের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত করো। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা‘আলা তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত দিবেন, এটা তোমার জন্য লাল উট প্রাপ্তির চেয়েও উত্তম।

মারহাবের সাথে যুদ্ধ

দুর্গ অবরোধ করার পর দুর্গের প্রখ্যাত ইহুদী বীর মারহাব দুর্গ থেকে বের হয়ে তার সাথে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুসলিমদের প্রতি রণহুঙ্কার ছাড়তে লাগলো। হযরত আমের ইবনুল আকওয়া তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু দ্বৈত লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ঘটনাক্রমে হযরত আমেরের একটি আঘাত ব্যর্থ হয়ে তাকেই শহীদ করে দিল। লোকেরা যখন এটাকে আত্মহত্যা মনে করে হযরত আমেরের আমলের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গেল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সন্দেহ দূর করে বললেন,

کذبمنقالهانلهلاجرین-وجمعبیناصبعه-انهلجاهدمجاهدقلعربیمشیبهامثله

যারা তার আমল বাতিল হওয়ার কথা বলছে তারা ভুল করছে। (এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের দু‘আঙুল একত্র করে ইশারা করে বললেন,) সে তো দু’সওয়াবের অধিকারী। নিশ্চয় সে অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদ। তার মতো আরব অনেক কমই আল্লাহর জমিনে রয়েছে!

এরপর পাহলোয়ান মারহাব রণসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে ময়দানে হযরত আলী রা. এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো।

قَدْعَلِمَتْخَيْبَرُاَنِّيمَرْحَبُ ... شَاكِيالسِّلَاحِبَطَلٌمُجَرَّبَاذَاالْحُرُوبُاَقْبَلَتْتَلَهَّبَ

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

খায়বারবাসীরা জানে, আমি হলাম মারহাব। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রণাঙ্গনে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ সৈনিক।

হযরত আলী রা. সঙ্গীতের মাধ্যমেই তার জবাব দিয়ে অগ্রসর হলেন,

اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي اُمِّي حَيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ اُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

আমি ঐ বীর, যাকে তার মা নাম রেখেছে ‘হায়দার’ (সিংহ), যা বনের হিংস্র সিংহের মতোই সাক্ষাত মৃত্যু! প্রতিপক্ষের প্রতি আমার আঘাত অত্যন্ত নির্মম হয়ে থাকে!’

এরপর আলী রা. মারহাবের কথিত বীরত্ব মুহূর্তেই ইতিহাসে পরিণত করলেন। এক আঘাতেই মারহাব দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। খায়বার দুর্গের পতনও নিশ্চিত হলো। (মুসনাদে আহমাদ, ২২৯৯৩; বুখারী, ৩০০৯, ৪১৯৬; মুসলিম, ১৮০৭)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাবকে হত্যা করেন হযরত আলী রা.। কিন্তু হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাবের মোকাবেলা করার জন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার জন্য দু‘আ করলেন, ‘আয় আল্লাহ, তুমি তাকে সাহায্য কর।’

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর বরকতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে হত্যা করে ফেললেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১৫১৩৪)

ইমাম ইবনুল আসির রহ. মারহাবের হত্যাকাণ্ড হযরত আলী রা. এর হাতে হওয়ার মতটি অধিকাংশ আলেমের মত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. এর মত হলো, মারহাবকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা হত্যা করেন।

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এ দু’বর্ণনার মাঝে সমন্বয়সাধন করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে তার পা কেটে

আহত করেছিল। আর পরবর্তী সময়ে আলী রা. মারহাবের মাথা কেটে তাকে হত্যা করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৯০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৪-২০৬)

আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একটি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা

কামুস দুর্গ বিজয়কালে হযরত আলী রা. এর বীরত্ব সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী রহ. দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

একটি হযরত আবু রাফে রা. থেকে, যাতে উল্লেখ হয়েছে, কামুসদুর্গ জয়ে যদ্ধুরত অবস্থায় হযরত আলী রা. এর ঢাল ভেঙে গেলে তিনি দুর্গের দরজা উঠিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময় আটজন জোয়ানের পক্ষেও সে দরজা বহন করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হযরত জাবের রা. এর সূত্রে, যাতে এক সনদে (আটজনের পরিবর্তে) চল্লিশজন আর অন্য সনদে সত্তরজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ৪:২০৫)

কিন্তু এসব রেওয়ায়েত সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. এই দুই রেওয়ায়েতকে যয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম সাখাবী রহ. ও এ বর্ণনাগুলোর অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

قلت : بلكلهاواهيةولذاانكرهبعضالعلماء

এ বর্ণনাগুলোর সবকটিই অত্যন্ত দূর্বল। এ কারণেই আলেমগণ এ ঘটনার শুদ্ধতা মেনে নেননি। (আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা-২২৬)

ইমাম যাহাবী রহ. হযরত জাবের রা. এর রেওয়ায়েতের অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

هذامنكر

এ বর্ণনাটি মুনকার পর্যায়ের। (মীযানুল ইতিদাল, ৩:১১৩)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. সবগুলো রেওয়ায়েতকে যয়িফ সাব্যস্ত করে হযরত আবু রাফে-এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন,

وفی ھذا الخبر جھالۃ وانقطاع ظاھر

এ সনদের একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৭)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রা. প্রসঙ্গ

হযরত সাফিয়া রা. ছিলেন ইহুদী-নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের মেয়ে এবং হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর। প্রথমত তার বিয়ে হয়েছিল ইহুদী সাল্লাম ইবনে মিশকামের সাথে। তার থেকে বিচ্ছেদের পর তার বিয়ে হয় কিনানা ইবনে রবীর সাথে।

কামুস দুর্গ বিজয় হওয়ার পর অনেক ইহুদী নারী মুসলিমদের কয়েদি হিসেবে বন্দি হয়, যাদের মধ্যে হযরত সাফিয়াও ছিলেন। হযরত দিহইয়া কালবী রা. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একটি বাঁদী চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পছন্দমত একটি বাঁদী নিয়ে যেতে বললেন। হযরত দিহইয়া কালবী রা. সাফিয়াকে নিয়ে নিলেন। (বুখারী শরীফ, ২৮৯৩, ৪২১১; আবু দাউদ, ২৯৯১, ২৯৯৪, ২৯৯৭, ২৯৯৮)

হযরত সাফিয়া ইহুদী-সরদারের মেয়ে এবং হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর হওয়ায় বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। বন্দি ইহুদী নারীদের মধ্যে সাফিয়ার মতো সম্মানিত কেউ ছিল না। পক্ষান্তরে সাহাবীদের মধ্যে হযরত দিহইয়া কালবী রা. এর সমপর্যায়ের অনেক সাহাবীই ছিলেন।

সঙ্গত কারণেই জনৈক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপত্তি জানালেন এবং সাফিয়ার সম্মান বহাল রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন সাফিয়াকে বিয়ে করে নেন। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দিহইয়াকে সাফিয়ার পরিবর্তে অপর

একটি বাঁদি-সাফিয়ার চাচাতো বোনকে দিলেন। সম্ভবত অতিরিক্ত সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে আরো কিছু গোলাম-বাঁদি দিলেন এবং সাফিয়াকে নিজের কাছে রেখে তার যথার্থ সম্মান বহাল রাখলেন। (আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় ২৯৯৭)

পরবর্তী সময়ে হযরত সাফিয়া রা. ইসলাম গ্রহণ করলে এবং তার স্বামী কিনানা খায়বারযুদ্ধে নিহত হলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে বিয়ে করে নিলেন।

খায়বার যুদ্ধ হতে ফেরার পথে ‘সাহবা’ নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে ‘হাইস’ (খেজুর, পনীর ও ঘি দ্বারা তৈরীকৃত খাবার বিশেষ) দ্বারা সাহাবীদের অলিমা খাওয়ান এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮২-৫৯০,৫৯১; উমদাদুল ক্বারী, ১২:২১৫, ২২২)

সা‘দ বিন মুয়ায দুর্গ বিজয়

কামুস দুর্গ বিজয় করার পর মুসলিমরা সা‘দ বিন মুয়ায দুর্গ জয় করার পথে অগ্রসর হন। খাদ্যসম্ভারের দিক থেকে এ দুর্গ ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, কতক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খাদ্যসংকটের অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দু‘আ করলেন,

اللّٰهُمَّ انكقدعرفتحالهموانليستلهمقوةوانليسبيديشيءاعطيهمايا هفافتحعليهماعظمحصونهاعنهم غنىواكثرهاطعاماوودكا

হে আল্লাহ! আপনি জানেন তাদের কোন শক্তি নেই। আর আমার কাছেও এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দিতে পারি। খাদ্যসম্ভারের দিক থেকে সবচেয়ে বড় দুর্গটি আপনি তাদের বিজয় করার তাওফীক দান করুন।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আর বরকতে খুব সহজেই সাহাবায়ে কেরাম সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ জয় করে নিলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১১; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১৫)

কুল্লা দুর্গ বিজয়

এরপর মুসলিমরা কুল্লা দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। এটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মাণ করা হয়। খায়বারের গনীমত বণ্টনের পর এ দুর্গ হযরত যুবায়ের রা. এর অংশে আসায় পরবর্তীকালে তাকে যুবায়ের কেল্লা নামে নামকরণ করা হয়। ইবনে কাসীর রহ. ইমাম ওয়াকিদীর বক্তব্য উল্লেখ করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন পর্যন্ত এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

কাফের যখন দীনের সৈনিক

এ দুর্গ অবরোধকালে আল্লাহ তা'আলা গায়েবিভাবে মুসলিমদের সাহায্য করলেন। এক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের জানমালের নিরাপত্তার শর্তে দুর্গ বিজয়ের পথ বাতলে দেওয়ার অঙ্গীকার করলো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দিলেন। ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি যদি এক মাসও এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন তবু আপনি তা বিজয় করতে পারবেন না। (কারণ ইহুদীদের কাছে কেল্লার ভিতরে যথেষ্ট খাদ্যসম্ভার মজুদ রয়েছে এবং) তারা দুর্গের বাইরে থেকে প্রবাহিত একটি নালার মাধ্যমে পানির প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে বাইরে থেকে নালার পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন। ফলে দুর্গের ভেতরের ইহুদীরা বাধ্য হয়ে বের হয়ে এসে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। দশজন ইহুদী নিহত হলো। কয়েকজন মুসলমানও শহীদ হলেন। অবশেষে কুল্লা দুর্গ মুসলিমদের পদানত হলো। এভাবেই এক কাফের ইহুদীর মাধ্যমেই

TOP

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১৬)

ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ বিজয়

কুল্লা দুর্গ বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট কিছু দুর্গ জয় করেন। সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ জয় করেন। ইহুদীরা অন্যান্য দুর্গ থেকে পরাজিত হয়ে এ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৪দিন এ দুর্গ দুটি অবরোধ করে রাখেন। ইহুদীরা যখন নিজেদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখতে পেল, তখন দুর্গ-অধিপতি ইবনে আবুল হুকাইক সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে এলো। হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সন্ধির প্রস্তাব দুটি শর্তে মেনে নেনঃ

- সোনা, রুপা এবং সকল যুদ্ধাস্ত্র তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করে কেবল নিজেদের নিত্য-দিনের ব্যবহার্য্য সামগ্রী তাদের উট-ঘোড়ার বহনশক্তি পরিমাণ সাথে নিয়ে খায়বার ছেড়ে চলে যাবে।
- উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ জিনিস তারা গোপন করবে না বা লুকিয়ে নিয়ে যাবে না। (আবু দাউদ, হা. নং ৩০০৬; বায়হাকী, হা. নং ১৮৩৮৭)

কিন্তু ইহুদীরা এ শর্ত রক্ষা করলো না। বরং বনু কুরাইযার নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের একটি সোনা-রুপার থলে লুকিয়ে ফেললো। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে ফেললেন। যদ্দরূন সন্ধিচুক্তি ভেঙ্গে গেল। ফলে তিনি ইবনে আবুল হুকাইক এবং তার পরিবারের কয়েকজনকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। যাদের মধ্যে সাফিয়ার ইহুদী স্বামী কিনানাও ছিল এবং ইহুদীদের সন্তান ও নারীদের বন্দি করলেন। তাদের সকল সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরিশেষে যখন তাদের দেশান্তর করতে চাইলেন, তখন তারা আবেদন করলো যেন তাদের দেশান্তর না করে খায়বারে মুসলিমদের অধিকৃত ভূমিতে চাষাবাদের জন্য গোলাম হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অনুরোধ মেনে নিলেন। এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. প্রতি বছর তাদের থেকে উক্ত ফসল উসুল করতেন।

হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন যে, ইহুদীদের খায়বারে থেকে যাওয়ার সময়সীমার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ইচ্ছার উপর শর্ত আরোপ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর রা. ইহুদীদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করে ‘তাইমা’ ও ‘আরিহা’ অঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২১,২১৬,২৩৭; ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৯-৫৯০)

যা বর্তমানে সৌদি আরবের উত্তরপ্রান্তে ও জর্দানের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এর মতে, খায়বার যুদ্ধে সর্বমোট পনেরোজন মুসলমান শহীদ হন। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ‘আলবিদায়া ওয়াননিহায়া’ গ্রন্থে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩:৩৭৩; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২৩২)

খায়বার বিজয়ের পর মুসলিমদের সচ্ছলতা লাভ

খায়বার বিজয়ের পর গরিব মুসলিমদের জীবন-জীবিকায় সচ্ছলতা চলে আসে। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতহে গনীমত প্রদানের যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন,

لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ

খায়বার বিজয়ের পর আমাদের জন্য খেজুর দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ হয়ে গেল। (বুখারী, হা.নং ৪২৪২)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আনসারদের প্রদত্ত বাগান ও শষ্যক্ষেত ফেরত প্রদান

হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নিঃস্ব মুহাজির সাহাবায়েকেরামের জীবন-জীবিকার নিমিত্তে আনসাররা নিজেদের শস্যক্ষেত ও বাগানের বাৎসরিক উৎপাদিত ফসলে তাদের শরীক করে নিয়েছিলেন।

আনসারী সাহাবী হযরত আনাস রা. এর মাতা উম্মে সুলাইম রা. তার একটি খেজুর বাগান মুহাজির সাহাবীয়া হযরত উম্মে আইমান রা. কে দিয়েছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর যখন মুহাজির সাহাবীরাও সচ্ছল হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বাগানসমূহ ফেরত দিয়ে দিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম এর বাগানও তাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। এবং উম্মে আইমানকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তাকে নিজের একটি বাগানও দিয়ে দিলেন। (বুখারী, হা.নং ২৬৩০; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪২৩)

গনিমতের সম্পদ বণ্টন

হুদায়বিয়ার ঘটনায় যেসকল সাহাবা শরীক ছিলেন কেবল তাদেরই খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। খায়বারযুদ্ধের গনীমত কেবল তাদের মাঝেই বণ্টন করা হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২০)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, জিহাদে জয় লাভের পর গনিমতের সম্পদ বণ্টনকালে আমি উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে বঞ্চিত করেননি। তবে খায়বার যুদ্ধ এর ব্যতিক্রম ছিল। কেননা, এ যুদ্ধের গনীমত কেবল আহলে হুদায়বিয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১০৯১২)

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবান ইবনে সায়িদ ও তার সাথীদের, যারা খায়বারযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাদের চাওয়ার পরও কোন অংশ দেননি। (বুখারী, হা.নং ৪২৯৮)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বণ্টন পদ্ধতি

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত খায়বারের সমস্ত ফসলি জমিন মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করেননি; বরং এসব জমিনের অর্ধেক তিনি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করেন। বাকি অর্ধেক সাধারণ মুসলিমদের নাগরিক-সুবিধা পূরণের নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখেন।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতিবা, ওয়াতিহ ও সুলালিম নামক স্থানগুলোর জমিনসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখেন। আর শাক, নিতাহ ও তার পার্শ্ববর্তী জমিনগুলো বণ্টন করে দেন। বণ্টনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনগুলো মোট আঠারো ভাগ করেন। অতঃপর প্রত্যেক অংশ একশত ভাগ করেন। (আবু দাউদ, হা.নং ৩০১০-৩০১৫)

এরপর এ আঠারোশত অংশ সকল মুজাহিদের মাঝে কীভাবে বণ্টন করা হলো, এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে।

কারো মতে, মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৪০০। তার মধ্যে ১২০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিককে এক অংশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীকে তিন অংশ করে দেওয়া হয়।

আর কারো মতে, মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫০০। তার মধ্যে ১২০০ পদাতিক আর ৩০০ আশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিককে এক অংশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীকে দুই অংশ করে দেওয়া হয়েছে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১৮-২২০; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪২১-৪২২)

‘ফাদাক’ বিজয়

ফাদাক মদীনা হতে দু’দিনের দূরত্বে খায়বারের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। (মুজামুল বুলদান, ২:২৭০)

ফাদাকের ইহুদীরা যখন জানতে পারলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার জয় করে নিয়েছেন তখন তারা কোন প্রকার যুদ্ধে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

না জড়িয়ে মুহায়িসাহ ইবনে মাসউদের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথেও খায়বারের ইহুদীদের ন্যায় বাৎসরিক অর্ধেক ফসল প্রদান করার শর্তে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিলেন। এবং বললেন, ‘যখন ইচ্ছা আমরা তোমাদের এবং খায়বারবাসীদের এখান থেকে বের করে দেব।’ (সীরাতে ইবনে হিশাম)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত অংশ, ফাদাক (সম্পূর্ণরূপে) এবং মদীনা হতে বহিষ্কৃত ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একক মালিকানা। অন্যান্য মুসলমানের তাতে কোন অংশ ছিল না। কেননা, ফাদাক ও বনু কুরাইযার সম্পদ মুসলিমরা যুদ্ধ করে জয় করেনি বরং আল্লাহ তা‘আলা বিনা যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা দিয়েছিলেন। এসব সম্পদ থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীনকে বাৎসরিক ব্যয়ভার বহন করতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২০)

‘ওয়াদিয়ে কুরা’ বিজয়

‘ওয়াদিয়ে কুরা’ সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী বহু জনপদ বিশিষ্ট একটি এলাকা। (মুজামুল বুলদান, ৫:৩৯৭)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ইমাম ওয়াকিদী ও ইবনে ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ফাদাক বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিয়ে কুরার দিকে যাত্রা করেন। ওয়াদিয়ে কুরার লোকেরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা পরাজয় তাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ যুদ্ধে তাদের এগারজন লোক নিহত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিন ওয়াদিয়ে কুরায় অবস্থান করে গনিমতের সম্পদ সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে আসেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২৩৬; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪৩৬)

অন্যের সম্পদে খেয়ানতের মন্দ পরিণতি

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, ওয়াদিয়ে কুরায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক গোলাম ছিল, যার নাম ছিল ‘মিদআম’। যুবাইব গোত্রের ‘রিফাআ’ নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ গোলাম হাদিয়া দিয়েছিলেন। অজানা কোন শত্রুর তীরের আঘাতে এ গোলাম নিহত হয়। সাহাবীরা তাকে শহীদ ঘোষণা করলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

بل والذى نفسى بيده ان الشملة التى اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا

(না, সে শহীদ নয়!) বরং শপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় গনিমতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বেই যে শামলা (আলখেল্লার মতো ঢিলা পোশাক) সে খেয়ানত করেছিল তার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। *[সূত্র: গনীমতের সম্পদ বন্টনের পূর্বে সকল মুসলমানের হক। কাজেই বন্টনের পূর্বে আমীরের অনুমতি ছাড়া তার কোন অংশ নেয়া খেয়ানত]* (বুখারী শরীফ, হা.নং ৬৭০৭)

ইহুদী ষড়যন্ত্রের আরেক পর্ব

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের সর্বাধিক কঠিন শত্রু হিসেবে ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসও এ সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

খায়বারের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইহুদী সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস কোন এক কৌশলে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুখে দেওয়ামাত্র গোশতই তাকে বিষ মেশানোর কথা বলে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নিবৃত্ত হলেন। ইতোমধ্যে সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর ইবনে বারা রা. তা গলাধঃকরণ করে ফেলেছিলেন।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী মহিলাটিকে ডেকে বিষ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, ‘আপনি সত্য নবী কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য বিষ দিয়েছিলাম। কেননা, যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আমরা আপনার থেকে নাজাত পাবো!’

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এরপর এই ইহুদী নারী ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু কারো থেকে ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নিতেন না, তাই নিজের ব্যাপারে তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু সঙ্গী সাহাবী বিশর উক্ত বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীকে কিসাসরূপে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষক্রিয়ায় কিছুটা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে চিকিৎসাস্বরূপ তিনি সিংগা লাগান। এর পরেও জীবনসায়াহ্নে যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন, তখনও তিনি নিজের মাঝে উক্ত বিষক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। (আবু দাউদ, ৪৫১১, ৪৫১২; আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১৬০০৭, ১৬০১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২৭-৪২৮; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১৯)

খায়বারযুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ শহীদ নাকি জাহান্নামী

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, (খায়বারযুদ্ধে) মুসলিমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হলো তখন মুসলিমদের পক্ষ হতে এক ব্যক্তি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চললো। যে কাফেরই তার সামনে আসছিল সেই তার তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছিল। সাহাবীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে) বললেন, ‘এই ব্যক্তি জাহান্নামী।’

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো। আকসাম ইবনে আবুল জুন নামক এক সাহাবী উক্ত ব্যক্তিকে

জখমের তীব্রতায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শুনে বললেন,

يَا بِلالُ، قُمْ فَاَذِّنْ : لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ الا مُؤْمِنٌ، وَانَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ

হে বিলাল, দাঁড়াও! ঘোষণা করে দাও! জান্নাতে কেবল মুমিন বান্দাদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ‘ফাজের’ (গুনাহগার) ব্যক্তির মাধ্যমেও তার দীনের সাহায্য নিয়ে থাকেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৬০৬; সহী ইবনে হিব্বান, ৪৫১৯)

হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে তীন রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, ‘আত্মহত্যাকারী ঈমানদারের জাহান্নামী হওয়ার অর্থ হলো, যদি আল্লাহ তা‘আলা তার আত্মহত্যার এ অপরাধ ক্ষমা না করেন তবে সে (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) জাহান্নামী হবে। অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহান্নামী বলার কারণ হলো, আত্মহত্যাকে সে গুনাহ মনে করেনি; বরং বৈধ মনে করে সে এতে লিপ্ত হয়েছিল এবং (একটি হারামকে হালাল তথা বৈধ মনে করার কারণে) মৃত্যুর পূর্বে সে বেঈমান হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৩-৫৮৬)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের পেরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেন, দীনের কাজ করতে পারাই কারো জন্য ঈমানদার এবং জান্নাতী হওয়ার দলীল নয়। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা তো ফাসেক এবং কাফের ব্যক্তির মাধ্যমেও দীনের কাজ নিয়ে থাকেন। ইহুদীর সহযোগিতায় দুর্গ বিজয়ের ঘটনা এর সুস্পষ্ট দলীল। কাজেই দীনের কাজ করতে পারলে শুকরিয়া আদায় করা এবং সাথে সাথে নিজের ঈমান, ইখলাস ও আমলের শুদ্ধতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। (কাশফুল বারী; খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়)

জান্নাতের ধনভাণ্ডার

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খায়বারযুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে এক উপত্যকায় পৌঁছলে সাহাবীরা উচ্চঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى انْفُسِكُمْ، فَانَّكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمَّ وَلا غَائِبًا، انَّهُ مَعَكُمْ انَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। (এত উচ্চঃস্বরে তাকবির বলো না) নিশ্চয় তোমরা যে সত্তাকে ডেকে থাকো, তিনি বধির কিংবা অনুপস্থিত নন। বরং তিনি তো তোমাদের নিকটেই আছেন। এবং তিনি সবকিছু শুনেন।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রা. কে

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الا بِاللهِ

পড়তে শুনে বললেন,

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ : الا ادُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, আমি তোমাকে জান্নাতের একটি ধনভাণ্ডারের কথা বলে দিব কি?

আবু মুসা আশআরী রা. জবাবে বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক! নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (জান্নাতের একটি ধনভাণ্ডার হলো)

قُلْ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الا بِاللهِ

তুমি বলো,

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الا بِاللهِ

(আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকারও কোন ক্ষমতা নেই, নেকির কাজ করারও কোন শক্তি নেই।) (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪; বুখারী, হা. নং ২৯৯২)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ঈমানের মূল্য

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর সূত্রে এক বর্ণনায় রয়েছে, খায়বার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম এক বকরি চালক রাখালকে ধরে নিয়ে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে লোকটা মুসলমান হয়ে গেল এবং সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলো! ইসলাম গ্রহণের পরমুহূর্তেই রণাঙ্গনের যুদ্ধসারিতে গিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লো। যুদ্ধ করতে করতে একটি তীরের আঘাতে এই নবীন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর তার একটি সেজদা করারও সুযোগও হয়নি! শুধু ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ তা‘ আলা তাকে এমন সম্মানিত করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের একটি জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং বললেন,

لَقَدْ حَسُنَ اسْلَامُ صَاحِبِكُمْ. لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَانَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

তোমাদের এ নবীন সাথীর ইসলাম উত্তম হয়েছে। আমি তার কাছে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তাকে দুজন হুর স্ত্রী দেওয়া হয়েছে। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ২:২২০)

খায়বারযুদ্ধে নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম

১. এ যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অবকাশের হুকুম অবতীর্ণ হয়। (তবে অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে ফকিহদের মতবিরোধ রয়েছে।) (বুখারী শরীফ, হা.নং ৪২১৯)

২. এ যুদ্ধেই “মুত‘ আ বিবাহ” (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি করে বিবাহ) সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়। (বুখারী শরীফ, হা.নং ৫১১৫)

৩. হারাম তথা সম্মানিত মাসসমূহে (জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব) কাফেরদের সাথে জিহাদ করার বৈধতা অবতীর্ণ হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়বার অভিযান হয়েছিল ‘ সফর’ মাসে।

৪. হিংস্র জীব-জন্তু এবং পাঞ্জা দ্বারা শিকার করে আহার করে, এমন শিকারি পাখির গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ, হা. নং ৩৮০৫)

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়

পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ফাতহে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

‘হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।’(সূরা ফাতহ, আয়াত: ১)

সূরা ফাতহের এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সাহাবায়ে কেরামকে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পূর্বসুসংবাদ প্রদান করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দীনকে, তার রাসূলকে এবং মুমিন বান্দাদেরকে সম্মানিত করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল্লাহকে কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করেছেন। তাই ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিজয় ছিল একটি “ঐতিহাসিক বিজয়”!

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

ষষ্ঠ হিজরী জিলক্বদ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর মক্কার কাফেররা তাতে বাঁধা প্রদান করে। পরিশেষে দু’পক্ষের মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে যাকে “হুদাইবিয়ার সন্ধি” নামে আখ্যায়িত করা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৪৩)

হুদাইবিয়ার এই সন্ধি চুক্তির ধারাগুলো বাহ্যিকভাবে ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা‘আলা

আপাত দৃষ্টিতে নীতিগত এই পরাজয়কেই ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যায়িত করেছিলেন। এবং এ হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই রচিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

كَانَتْ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ مُقَدِّمَةً وَتَوْطِئَةً بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْفَتْحِ الْعَظِيمِ. امِنَ النَّاسُ بِهِ وَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَنَاظَرَهُ فِي الْاِسْلَامِ وَتَمَكَّنَ مَنِ اخْتَفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ مِنْ اظْهَارِ دِينِهِ. وَالدَّعْوَةِ الَيْهِ. وَالْمُنَاظَرَةِ عَلَيْهِ. وَدَخَلَ بِسَبَبِهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ فِي الْاِسْلَامِ. وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ فَتْحًا فِي قَوْلِهِ: {انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}

হুদাইবিয়ার সন্ধি মূলতঃ ছিল মহান মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। এ সন্ধির মাধ্যমে মানুষের জান-মালে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাফের-মুসলমান পারস্পরিক মতবিনিময় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। মক্কায় আত্মগোপনে থাকা মুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ব্যাপকভাবে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ সন্ধি চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' আখ্যায়িত করেছেন'। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৬৯)

তবে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাহ্য দৃষ্টিতে তা নীতিগত পরাজয় মনে হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের জন্যও তা মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিলো।

বীর সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুযোগ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্যের উপর আর কাফেররা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা কি সঠিক নয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই সঠিক! হযরত উমর রা. পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন, আমাদের শহীদরা জান্নাতী আর তাদের মৃতরা জাহান্নামী, এ বিশ্বাসও কি নির্ভুল নয়? নবীজী বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর উমর রা. বললেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন পরাজয়মূলক শর্ত মেনে নেব? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا».

‘হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল! কাজেই আল্লাহ তা‘আলা কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না!...

এরপর যখন উপরোক্ত আয়াত সহ সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হলো, তখন উমর রা. তা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ‘সত্যিই কি এ পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে? নবীজী বললেন, “হ্যাঁ”। উমর রা. সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।’ (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮৫)

পরবর্তীতে সকল সাহাবায়ে কেরামই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মক্কা বিজয়ের পটভূমি রচিত হয়েছে এই হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি থেকেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন,

انَّكُمْ تَعُدُّونَ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ.

‘তোমরা ফাতহে মক্কাকে ফাতহ (বিজয়) মনে কর, অথচ আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) তো হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই ফাতহ মনে করতাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

পরাজয় যেভাবে বিজয়ে রূপান্তরিত হলো

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য বাহ্যিকভাবে যদিও পরাজয়মূলক ছিল, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার “আস সীরাতুন্নববিয়্যাহ” গ্রন্থে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচনার বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরুপ:

১. নবশক্তির উত্থান

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ চুক্তির মাধ্যমে ইসলাম 'জাযীরাতুল আরবে' এক নবশক্তিরূপে এমনভাবে আবির্ভূত হলো যে, সমগ্র আরব তাদের শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।

২. যুদ্ধবিরতী

এ চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারা বন্ধ হয়ে গেলো। মুসলমানরা নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগের উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে গেলো।

৩. বিশ্ব দরবারে ইসলাম

হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য, রোম সহ বিভিন্ন সম্রাজ্যের বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন।

৪. মক্কার দূর্বল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ

মক্কার যে সকল মুসলমান কোন অপারগতা বশত হিজরত করতে না পারার দরুণ অসহায়ত্বের জীবন অতিবাহিত করছিলো, এই সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করলো।

৫. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার

সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা ইসলামের সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলো। ফলে ইসলামের নির্মল আলোয় তাদের হৃদয়াকাশ থেকে কুফর-শিরকের অন্ধকার দূর হয়ে যেতে লাগলো। এভাবে মক্কা বিজয়ের আগেই তারা ব্যাপকভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলো।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, "হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল!" ইবনে হিশাম রহ. বলেন, "ইমাম যুহরীর এ কথার প্রমাণ হলো, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মাত্র ১৪০০। আর মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০, ০০০ (দশ হাজার)!"

৬. খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে ইসলাম গ্রহণকারী এ সকল নও মুসলিমের মধ্যে 'আল্লাহর তরবারী' খ্যাত হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. ও ছিলেন। যে তরবারী ইসলামের পক্ষে কখনো কোনো ময়দানে পরাজিত হয়নি! (আল ইসাবাহ, ২:২১৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩:৩৩৭)

মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপট:

কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ

মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে রচিত হলেও মক্কা অভিমুখে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার জন্য একটি তাৎক্ষণিক উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল। কুরাইশ কর্তৃক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লামা আইনী রহ. ফাতহে মক্কার এই বাহ্যিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলেন, 'মক্কার কুরাইশরা হুদাইবিয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। এ খবর নবীজীর কাছে পৌঁছলে নবীজী মক্কা অভিমূখে অভিযান পরিচালনা করেন। (উমদাতুল কারী, ১২:২৬০)

হুদাইবিয়ার যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী কুরাইশদের জন্য মুসলমানদের সাথে কিংবা তাদের কোনো মিত্র গোত্রের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু কুরাইশরা এ চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে...।

হযরত ইকরামা রহ. বলেন, ' হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পর আরব গোত্র সমূহের মধ্য হতে বনু খুজাআ মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। বনু বকর আর বনু খুজাআর মধ্যে জাহিলী যামানা হতে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিল।

বনু বকর কুরাইশদের সহযোগিতায় পূর্ব শত্রুতার পরিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলো। কুরাইশরাও তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করলো।'

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, বনু বকরের সরদার নওফেল ইবনে মু'আবিয়ার নেতৃত্বে 'ওতীর' নামক এক জলাশয়ের নিকট তারা বনু খুজাআর উপর হামলা করলো। বনু খুজাআ 'হারামের সীমানায় আশ্রয় নিলেও বনু বকর হারামের নিষিদ্ধতা উপেক্ষা করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেলো।

ইবন সাদ রহ. বলেন, কুরাইশদের মধ্য হতে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্যা, মিকরাজ ইবনে হাফস প্রমূখ কাফের রণাঙ্গনে বনু বকরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। ইমামে মাগাযী, মূসা ইবনে উকবা কুরাইশদের মধ্য হতে শাইবা ইবনে উসমান ও সাহল ইবনে আমর এর নামও উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৬)

নবীজীর দরবারে বনু খুজাআর ফরিয়াদ

লড়াই শেষ হলে বনু খুজাআর একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় নবীজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলো। ইবনে সা'দ রহ. এ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আমর ইবনে সালেম এর নাম উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৭)

আমর ইবনে সালেম, বনু বকরের লড়াই এবং কুরাইশদের সহযোগিতা ও তাদের সন্ধি ভঙ্গের কথা দীর্ঘ এক কবিতায় আবেগঘন ভাষায় উপস্থাপন করেন। 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা'র উল্লিখিত বর্ণনায় উদ্ধৃত সে কবিতাসমূহের দুটি পংক্তি নিম্নরূপ..

يَا رَبِّ اِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ اَبِينَا وَاَبِيهِ الْاَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللّٰهُ نَصْرًا اَيَّدًا وَادْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يَاْتُوا مَدَدًا

‘হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মৈত্রি চুক্তি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা সম্পাদিত হয়েছিল আমাদের এবং তার পূর্ব পুরুষদের মাঝে।

(হে আল্লাহর রাসূল!) আমাদের সাহায্য করুন। এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আহবান করুন, যাতে তারা সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফরিয়াদ শুনে বললেন,

نصرتياعمروبنسالم

হে আমর ইবনে সালেম! তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যামুরা রা. কে পত্র বাহক হিসেবে মক্কার কুরাইশদের নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটি গ্রহণ করে নেয়,

১. বনু খুজাআর নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় করে দিবে।
২. অথবা বনু বকরের সাথে কৃত মৈত্রি চুক্তি ভঙ্গ করে পৃথক হয়ে যাবে।
৩. কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিবে।

পত্রবাহক যখন সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌঁছলো, তখন কুরাইশদের পক্ষ হতে কুরতা ইবনে আমর এ জবাব পাঠালো যে, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের জন্য তৈরি আছি। জবাব নিয়ে দূত রওয়ান হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তাদের বোধদয় হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য তারা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪২)

কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন প্রচেষ্টা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,

قَدْ جَاءَكُمْ ابُو سُفْيَانَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ

‘তোমাদের নিকট আবু সুফিয়ান এসে উপস্থিত হচ্ছে। আর সে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাবে’। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা !

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে প্রথমত তার কন্যা নবীজীর বিবি উম্মে হাবীবা রা. এর কাছে গেলেন।

উম্মে হাবীবা রা. এর নাম হলো ‘রমলা’। মদীনায় হিজরতের আগে যখন মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে উম্মে হাবীবাও ছিলেন। হাবশায় থাকা অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হাবশার বাদশাহ ‘নাজাশী’ চারশত দীনারের মহর নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দিয়ে উম্মে হাবীবা রা.কে নবীজীর সাথে বিয়ে দেন। (যাদুল মা‘আদ, ১:১০৬)

আবু সুফিয়ান যখন উম্মে হাবীবার কাছে পৌঁছলেন, তখন উম্মে হাবীবা রা. পিতাকে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা উঠিয়ে ফেললেন, যাতে পিতা নবীজীর বিছানায় বসতে না পারে। আবু সুফিয়ান কন্যার এ আচরণ দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে কন্যা! তুমি এ বিছানা কেন উঠিয়ে রাখলে? এ বিছানাকে আমার যোগ্য মনে করো না, নাকি আমাকে এ বিছানার যোগ্য মনে করো না? উম্মে হাবীবা রা.বললেন,

هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ. فَلَمْ احِبَّ انْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ.

‘এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আপনি তো মুশরিক, আর মুশরিক তো নাপাক হয়ে থাকে। কাজেই

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার উপর কোনো নাপাক ব্যাক্তি বসবে এটা আমি কখনোই পছন্দ করবো না।’

আবু সুফিয়ান বললো, হে আমার মেয়ে! সত্যিই আমার থেকে বিচ্ছেদের পর তোমার মাঝে অনেক বিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে!’

এরপর আবু সুফিয়ান নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে সন্ধি নবায়নের দাবি জানালেন। নবীজী কোনো জবাব দিলেন না। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫০)

আবু সুফিয়ান, দরবারে নববী থেকে ব্যর্থ হয়ে একে একে আবু বকর রা. উমর রা. এর কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই এ ব্যপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন না। পরিশেষে হযরত আলী রা. এর পরামর্শে এককভাবে মসজিদে নববীতে সন্ধি নবায়নের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় চলে এলেন। কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের আগমণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। যখন তারা জানতে পারলো যে, আবু সুফিয়ান, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে সন্ধি নবায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই কেবল এককভাবে ঘোষণা দিয়ে চলে এসেছে, তখন তাকে অভিসম্পাত করে বললো,

وَاللهِ مَا رَاَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ , وَاللهِ مَا اَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ , وَلَا اَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَامَنَ

খোদার কসম! তোমার মত নির্বোধ কোনো প্রতিনিধি আমরা আগে কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তুমি না যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা তার প্রস্তুতি নিতে পারি। আর না সন্ধির সুসংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

বিজয়াভিযানের প্রস্তুতি

আবু সুফিয়ান চলে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যান্ত গোপনীয়তার সাথে অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন । এবং আম্মাজান আয়েশা রা. কে বললেন,

جَهِّزِينِي وَلَا تُعْلِمِنَّ بِذَلِكَ احَدًا

‘আমার সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জানিও না’।

কন্যা আয়েশা রা. এর প্রস্তুতি দেখে পিতা হযরত আবু বকর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযানের কারণ জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন,

انَّهُمْ اوَّلُ مَنْ غَدَرَ

নিশ্চয় কাফেররা [হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে] সর্বপ্রথম গাদ্দারী করেছে! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. -এর চিঠি

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অভিযানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন, তখন সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. এ অভিযানের সংবাদ সম্বলিত একটি চিঠি ‘সারা’ নাম্মী এক মহিলার মারফতে মক্কাবাসীর নিকট প্রেরণ করেন। মূসা ইবনে উকবা রহ. এর মতে এ মহিলাকে দশ দীনারের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছিল।

চিঠির ভাষা ছিল,

اما بعد: يَا معشر قُرَيْش، فَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، جَاءَكُم بِجَيْش كالليل، يسير كالسيل، فوَاللَّه لَو جَاءَكُم وَحده نَصره الله عَلَيْكُم، وانجز لَهُ وعده، فانظروا لانفسكم وَالسَّلَام.

হে কুরাইশগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট এমন এক বাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছেন, যারা নিকষ রাতের মত [চারিদিক ছেয়ে ফেলবে], যাদের গতি হবে প্লাবনের স্রোতের

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

ন্যায়। আল্লাহর কসম! যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই তোমাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন, তবুও আল্লাহ তা‘আলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে তাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাঁচানোর চিন্তা করো। সালাম। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫-৬৩৬)

বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে হাতেব রা. এর চিঠির ব্যাপারে অবগত হয়ে হযরত আলী রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত আবু মারছাদ রা. ও হযরত মিকদাদ রা. এ চারজন সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে,

«انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ»

তোমরা বেরিয়ে পড়। “রওজায়ে খাখ” নামক স্থানে তোমরা মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত হাতেবের চিঠি বহণকারিণী এক মুশরিক নারী কে পাবে...!

নবীজীর কথার সত্যতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান!

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত চার সাহাবী “রওজায়ে খাখ” নামক স্থানে গিয়ে সে মহিলাকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেললো। এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। মহিলা চিঠির কথা পুরোপুরি অস্বীকার করে বসলো। চার সাহাবী মহিলার প্রাথমিক তল্লাশী করে কোনো চিঠি খুঁজে পেলেন না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ঈমান তো ছিলো এমন যে, চোখের দেখা ভুল হতে পারে, কিন্তু নবীজীর কথা কখনোই অসত্য হতে পারে না। এ কারণেই তাঁরা মহিলাকে হুমকি দিয়ে বললেন,

مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অসত্য বলেননি। তুমি হয়তো চিঠি বের করে দেবে। আর না হয়তো আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী নিতে বাধ্য হবো’!

মহিলা বাধ্য হয়ে তার শরীরের পেছন দিকে [দেহের নিম্মাংশের পরিধেয় বস্ত্র] ইযার -এর মধ্যে গুজে রাখা মাথা হতে প্রলম্বিত চুলের বেণীর অগ্রভাগ থেকে চিঠি বের করে দিলো।

চার সাহাবী যখন চিঠি নিয়ে নবীজীর দরবারে পৌছলেন, তখন নবীজী হাতেবকে ডেকে চিঠির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

হাতেব রা. বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবেন না। (আমি যা করেছি তার কারণ হলো) আমি কুরাইশের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলাম। আপনার সঙ্গী অন্যান্য মুহাজিরগণের হিজরতকালীন মক্কায় রেখে আসা ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের হেফাজতের জন্য আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন হেফাজতের জন্য কোনো অবলম্বন সেখানে নেই। যদ্দরুণ আমি চেয়েছিলাম, এ চিঠির মাধ্যমে কুরাইশরা যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থেকে মক্কায় রেখে আসা আমার পরিবার-পরিজনদের কোনো ক্ষতি করা থেকে তারা বিরত থাকে। আমি এ কাজ এ জন্য করিনি যে, আমি মুরতাদ হয়ে গেছি, কিংবা এ জন্যও করিনি যে, আমি কুফরের উপর সন্তুষ্ট আছি..!”

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেব রা. এর আত্মপক্ষ সমর্থনকে সত্যায়ন করে বললেন, “নিশ্চয় সে [হাতেব] সত্য কথা বলেছে। ”

এতদ্বসত্ত্বেও হাতেব রা. এর এ কর্মকান্ড যেহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে ভিন্নরকম মনে হচ্ছিল, তাই বীর সাহাবী হযরত উমর রা. তা বরদাশত করতে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

না পেরে বলে ফেললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি এই মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দিই!’

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

‘হে উমর! হাতেব তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বাপর সর্ব বিষয়ে অবগত হয়েই বলেছেন যে,

[হে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ!], তোমরা যা ইচ্ছা করো! আমি তোমাদের আগে-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছি!’

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে উমর রা. কেঁদে ফেললেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবগত!”

এর পরপরই সূরা মুমতাহিনার এ আয়াত নাযিল হলো,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তাঁরা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এ কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে

যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো ও যা কিছু প্রাকাশ্যে করো আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত:১; বুখারী শরীফ, হা. নং ৩০৮১,৩৯৮৩, ৪২৭৪)

বিজয়ের পথে রওনা

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। মক্কা অভিমুখে নবীজীর এ অভিযান সম্পর্কে কুরাইশরা সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলো। (মুসতাদরাকে হাকীম, হা.নং ৪৩৫৯)

হিজরী ৮ম সনের তৃতীয় রমযানে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্য বের হন। আর ১৩তম রমযানে মক্কায় প্রবেশ করেন। মাঝে বার দিন পথে কেটে যায়।

রওয়ানার প্রাক্কালে নবীজী হযরত আবু রূহম গিফারী রা. কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করে যান। এ সময়ে নবীজীর সফরসঙ্গী মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৮; উমদাতুল কারী, ১২:২৬৩)

রোযা ভেঙে ফেলা...

ফাতহে মক্কার এ সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রোযাদার ছিলেন। 'কুদাইদ' ও 'উসফান' এলাকাদ্বয়ের মধ্যবর্তী "কাদীদ" নামক একটি জলাশয়ের নিকটে পৌছে নবীজী রোযা ভেঙে ফেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১১৮২৫)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, 'মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে ফাতহে মক্কার এ সফরে

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির হওয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গেন নি, বরং রোযা ভাঙার উদ্দেশ্য ছিলো উম্মাতকে এ কথা বুঝানো যে, রণাঙ্গনে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য শারীরিক দূর্বলতা দূরীকরণের নিমিত্তে রোযা ভেঙে ফেলারও অবকাশ রয়েছে’। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৩)

ক্ষমা ও উদারতার নবী!

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী “সানিয়্যায়ে ইকাব” নামক স্থানে পৌঁছানোর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়াহ যারা এ যাবত কাফের ছিলেন নবীজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. তাদেরকে সাক্ষাত দানের ব্যাপারে নবীজীর কাছে সুপারিশ করলেন। যেহেতু তারা নবীজীকে ইতোপূর্বে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো, কাজেই নবীজী তাদের সাথে সাক্ষাতে সম্মত হলেন না, কিন্তু তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতঃ ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণের আর্তি জানিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। ফলে দয়ার নবী তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. নং ৪৩৫৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রা. যিনি ইসলাম গ্রহণ করত নবীজীর হুকুমে মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন, পরিবারসহ হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, পথিমধ্যে তিনিও ‘জুহফা’ নামক স্থানে নবীজীর সাথে মিলিত হন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪:৪২; যাদুল মা‘আদ)

মক্কার উপকণ্ঠে...

সফররত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে “মাররুয্যাহরান” নামক স্থানে পৌছলেন, তখন নবীজী সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেককে নিজ নিজ তাবুর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সামনে আগুন জালানোর আদেশ দিলেন। নির্দেশ মতো আগুন জালানো হলো। সে রাতে সাহাবায়ে কেরামের প্রজ্জ্বলিত মশাল ছিলো দশ হাজার।

নবীজী যেহেতু ইতোপূর্বে কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ফলে কুরাইশরা নিশ্চিতভাবে না জানলেও মক্কা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের দৃঢ় আশঙ্কা ছিলো ।

এ আশঙ্কা থেকেই মক্কার কাফেররা সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওরকা এ তিনজনকে প্রেরণ করলো। "মাররুয্যাহরান" পৌছে তারা যখন দেখতে পেলো যে, হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে অসংখ্য হাজীরা রাত্রিযাপনকালে যেভাবে আগুন জালায়, সেভাবে অসংখ্য পরিমাণে আগুন জলছে, তখন তারা অবাক হয়ে গেলো। এবং একে অন্যকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

রাতের বেলা দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা. এর নেতৃত্বে আনসারী সাহাবাদের এক জামা'আতকে নিয়োগ করেছিলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

তারা আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদ্বয়ের অস্তিত্ব টের পেয়ে তাদের পাকড়াও করে ফেললো। (বুখারী শরীফ, হা.নং ৪২৮০)

ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরে চড়ে নবীজীর চাচা আব্বাস রা. এসে উপস্থিত হলেন। আসন্ন বিপদ টের পেয়ে পূর্ব বন্ধুত্বের সূত্রতায় আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস রা. এর কাছে মুক্তির পন্থা কামনা করলো! আব্বাস রা. তাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দ্রুত নবীজীর দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কারণ প্রবল আশঙ্কা ছিলো যে, আল্লাহর এ দুশমনকে দেখে মুসলমানদের তরবারী কোষবদ্ধ থাকবে না। পথে হযরত উমর রা. আবু সুফিয়ানকে দেখে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফেললেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানকে দেখে উমর রা. এর মতো আশেকে রাসূলের পক্ষে নিবৃত থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না! কাজেই তাকে হত্যার অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশে ওমর রা. তৎক্ষণাৎ নবীজীর দরবারের উদ্দেশে ছুটলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস রা. ও দরবারে রিসালাতে পৌছে গেলেন। (শরহু মা'আনিল আসর, হা.নং ৫৪৫০)

ক্ষমা মহানুভবতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত!

ওমর রা. নবীজীর কাছে আবু সুফিয়ানকে হত্যার অনুমতি চেয়ে বললেন,

هَذَا اَبُو سُفْيَانَ , قَدْ اَمْكَنَ اللهُ مِنْهُ بِلَا عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ , فَدَعْنِي فَاَضْرِبُ عُنُقَهُ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই যে, আবু সুফিয়ান, আমাদের কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাকে আমাদের হস্তগত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই!"

আব্বাস রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার অনুমতি দিলেন না। বরং আব্বাস রা. কে বললেন,

اذْهَبْ بِهِ اِلَى رَحْلِكَ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاْتِنَا بِهِ

" তাকে তোমার তাবুতে নিয়ে যাও, সকাল বেলা নিয়ে এসো" ।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

সকাল বেলা যখন আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে নবীজীর দরবারে উপস্থিত করলেন, তখন নবীজী তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

وَيْحَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ , اَلَمْ يَاْنِ لَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ؟

"হে আবু সুফিয়ান! এখনও কি তোমার এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসেনি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?"

আবু সুফিয়ান ইসলামের ব্যাপারে তাঁর অন্তরের সন্দিহান অবস্থার কথা বলে সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকলো। নবীজী আবার তাকে দাওয়াত দিলেন,

وَيْلَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اَلَمْ يَانِ لَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ

" হে আবু সুফিয়ান! এখনও কি এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসেনি যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল!"

আবু সুফিয়ান এবারও দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলো। হযরত আব্বাস রা. তাকে বললেন, " আবু সুফিয়ান! তোমার ধ্বংস হোক! ইসলাম গ্রহণ করো! এবং তোমার গর্দান উড়ে যাওয়ার আগেই এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

এরপর আবু সুফিয়ান তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল।

আবু সুফিয়ান যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন আব্বাস রা. নিবেদন করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا.

"হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্ব সম্মান ও গৌরবময় বিষয় পছন্দ করে। কাজেই (মক্কা প্রবেশকালে) আপনি তাকে গৌরবময় কোনো বিষয়ের অধিকার দান করুন।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

«نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ، وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ اٰمِنٌ»

হ্যাঁ, (আজকের দিনে মক্কাবাসীদের মধ্য হতে) যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিবে সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেও আজ নিরাপদ থাকবে। (হাদীস নং ৩০২২)

আবু সুফিয়ানের মুসলিম বাহিনী পর্যবেক্ষণ

আবু সুফিয়ানকে মক্কায় প্রেরণের পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তাকে মুসলিম সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের ঝলক দেখাতে!

আব্বাস রা. তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার দ্যুতি ছড়িয়ে সাহাবায়েকেরামের জামা‘আত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পথ অতিক্রম করতে লাগলো, আর আবু সুফিয়ান তা দেখতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আনসারী সাহাবাদের একটি বড় জামা‘আত নিয়ে হযরত সা‘দ বিন উবাদাহ রা. এগিয়ে এলেন। যার হাতে মুসলিম সেনাবাহিনীর ঝান্ডা ছিলো। আবু সুফিয়ানকে দেখে (কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের অগ্রণী ভূমিকার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়) সা‘দ বিন উবাদা রা. বলে উঠলেন,

يَا اَبَا سُفْيَانَ، اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اَلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ.

“হে আবু সুফিয়ান! আজ তো ‘হত্যার’ দিন, আজ কাবার মধ্যে হত্যাযজ্ঞের বৈধতা দেয়া হবে।” (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮০)

বিনয় ও নম্রতার আরো একটি দৃষ্টান্ত!

কিছুক্ষণ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। বিনয়বশতঃ নবীজী ছিলেন সাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র কাফেলার সাথে!

আবু সুফিয়ান যেহেতু হযরত সা'দ বিন উবাদার কথায় আতংকিত হয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই নবীজীকে দেখেই সে সা'দ বিন উবাদার কথা অভিযোগের সূরে জানালো। নবীজী তা শুনে বললেন,

«كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ»

সা'দ ভুল বলেছে, আজ তো কাবাকে সম্মানিত করা হবে! আজ কাবাকে গিলাফ দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে!!

আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে সা'দ বিন উবাদা রা. এর বক্তব্য যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে শোভনীয় ছিল না, কাজেই নবীজী তার হাত থেকে ঝান্ডা নিয়ে নিলেন, তবে তিনি যেন কষ্ট না পান সে দিকে লক্ষ্য রেখে ঝান্ডা তার পুত্র 'কায়স' কে দিয়ে দিলেন। এরপর স্বয়ং হযরত সা'দ এর অনুরোধে নবীজী সে ঝান্ডা কায়স থেকে নিয়ে হযরত যুবায়ের রা. কে ধারণ করতে দিলেন। (মুসনাদে বাযযার, ৭৩১৬; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৫)

আবু সুফিয়ানের সতর্কীকরণ

মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তা পর্যবেক্ষণ করে আবু সুফিয়ান মক্কায় চলে গেলেন। এবং চিৎকার করে করে মক্কাবাসীকে সতর্ক করতে লাগলেন, পাশাপাশি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা দানের ঘোষণাও করতে লাগলেন। (তহাবী শরীফ, হা. নং ৫০৫৪)

মক্কায় প্রবেশ

সাহাবী হযরত ইবনে উমর রা. বলেন,

دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সানিয়্যায়ে উলইয়া' এর 'বাতহা' এর অন্তরগত 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আর 'সানিয়্যায়ে সুফলা' দিয়ে বের হয়ে যান। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১৫৭৬)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. কে মুহাজির সাহাবাদের আমীর বানিয়ে ‘হাজুন’ নামক স্থানে তার ঝান্ডা লাগানোর নির্দেশ দিয়ে তাকে মক্কার উঁচু অঞ্চল “কাদা” দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন। আর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম “কাদা” দিয়ে প্রবেশ করে ‘হাজুন’ নামক স্থানে না আসা পর্যন্ত সে যেন স্থান ত্যাগ না করে। অপরদিকে হযরত খালিদ রা. কে অপর কিছু গোত্রের আমীর বানিয়ে লোকালয়ের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে তার ঝান্ডা স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে মক্কার নিচু অঞ্চল ‘কুদা’ দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন। আর সা‘দ ইবনে উবাদা রা. কে আনসারদের একটি বাহিনীর সাথে প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে এ নির্দেশও দিয়ে দিলেন যে, যারা লড়াই থেকে বিরত থাকে, তাদের সাথে যেন লড়াই না করা হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। হাকেম রহ. বলেন,

وَلم يَخْتَلِفُوا انه دَخلهَا وَهُوَ حَلَال

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ফাতহে মক্কার সময় মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

ইহরাম গ্রহণ না করার কারণ হলো যে, ফাতহে মক্কার সময় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর জন্য মক্কাকে হালাল করে দিয়েছিলেন। (উমদাতুল কারী, ৭:৫৩৭)

ফাতহে মক্কার সফরে নবীজীর অবস্থানস্থল

ফাতহে মক্কার এ সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থল ছিলো ‘হাজুন’ নামক স্থানে। যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. কে তার ঝান্ডা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ স্থানকে ‘শিআবে আবু তালেব’,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘মুহাস্সাব’, ‘খাইফে বনু কিনানা’, ‘আবত্বহ’ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। এ স্থানেই মক্কার কাফেররা কুফরের উপর শপথ নিয়েছিলো। এখানে নবীজীর জন্য চামড়া দ্বারা তৈরিকৃত একটি তাবু টানানো হয়, নবীজী সে তাবুতেই অবস্থান নেন। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৭; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৮)

ইমাম নববী রহ. বলেন, ‘কুফরের উপর শপথ করা’ এর অর্থ হলো, মক্কার কাফেররা হিজরতের পূর্বে নবুওয়্যাতের সপ্তম বছরে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, এবং নবীজীর খান্দানও নবীজীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হয়, তখন নবীজীকে এবং নবীজীর খান্দান বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বয়কট করে ‘খাইফ’ এ নির্বাসিত করে। যেটা ছিলো মূলত বনু হাশেমের মালিকানাধীন পাহাড়ের এক ঘাটি, যাকে ‘শিআবে আবু তালেব’ বলা হতো। (উমদাতুল কারী, ৭:১৫০)

খান্দামা লড়াই!

মক্কায় প্রবেশের সময় কাফেররা বড় ধরণের কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে না পারলেও ‘খান্দামা’ নামক স্থানে খালিদ রা. এর বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা কিছুটা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের চেষ্টা করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই সাহাবাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফলে কাফেরদের এ প্রতিরোধ ছিল মূলত হেরে যাওয়া লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। খালিদ রা. তাদেরকে নির্মমভাবে পরাজিত করেন।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আনসারদের ডেকে আনতে বললেন। আনসার সাহাবীরা সমবেত হলে বললেন,

«تَرَوْنَ الَى اوْبَاشِ قُرَيْشٍ، وَاتْبَاعِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ احْدَاهُمَا عَلَى الْاخْرَى «احْصُدُوهُمْ حَصْدًا» ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا»،

“ কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদের দলসমূহ তোমরা দেখতে পাচ্ছো” , এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম করণীয় সম্পর্কে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, ‘ তোমরা তাদেরকে কর্তিত ফসলের ন্যায় কেটে ফেলো’ , এরপর বললেন, “ এরপর তোমরা আমার সাথে সাফা পাহাড়ে মিলিত হবে” । (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)

এ লড়াইয়ে কুরাইশদের ২৪ জন এবং তাদের সহযোগী হুজাইল গোত্রের ৪ জন নিহত হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে মাসলামা জুহানী রা. ও কুরয ইবনে জাবের ফিহরী রা. শহীদ হন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮০; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৭)

‘ বিনয়ী’ বেশে ‘ বিজয়ী’ র পদার্পণ!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘ আলা দুনিয়ার রাজা বাদশাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ

‘ রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলে, এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে।’ (সূরা নামল, আয়াত: ৩৪)

যদি ইতিহাসের পাতা উল্টানো হয়, তবে ইসলামের আলো বঞ্চিত সম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বাদশাহদের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ বাণীর সত্যতা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হবে। এর বিপরীতে এ সত্যও উদ্ভাসিত হবে যে, ইসলামের আলোয় আলোকিত অন্তকরণের অধিকারী কোনো মর্দে মুজাহিদ যখন বিজয়ী বেশে কোনো জনপদে প্রবেশ করেছেন, তখন তা ধ্বংস করার পরিবর্তে ইসলামের শাশ্বত বিধানমতে সেখানকার অধিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। ক্ষমা, উদারতা আর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্রতী হয়েছেন।

ইসলামের এ সোনালী ইতিহাস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটাই ইসলামের শিক্ষা এবং ইসলামের নবীর দীক্ষা, দশ বছর কাফেরদের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে যিনি আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং মদীনার ভূমিতেও কাফেররা যাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই যখন আত্মোৎসর্গী সাহাবাদেরকে নিয়ে যারা তার কথায় প্রাণ বিলিয়ে দেওয়াকেও সামান্য জ্ঞান করতো, বিজয়ী বেশে আপন মাতৃভূমিতে প্রবেশ করলেন, তখন ঔদ্ধত্য, অহংকার আর প্রতিশোধস্পৃহার স্থলে স্থাপন করলেন বিনয়-নম্রতা এবং ক্ষমা ও উদারতার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

আজকের দুনিয়া কি পারবে বিজাতীয়দের ইতিহাস ঘেটে এমন একটিমাত্র তুলনা পেশ করতে? কখনই তা পারবে না। এ গৌরবের অধিকার শুধু ইসলামের নবীর, এ সম্মানের প্রাপ্তিটুকু কেবল সে নবীর অনুসারীদের।

মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে-উচ্চারণে ঔদ্ধত্য কিংবা অহংকার তো ছিলই না; বরং প্রতিটি পদক্ষেপে ঝরে পড়ছিলো বিনয়-নম্রতা আর আল্লাহ তা' আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ যেন বিজয়ী সেনাপতির বেশে বিনয়ী বান্দা।

হযরত আনাস রা. বলেন, ফাতহে মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, বিনয়বশতঃ তার থুতনী সওয়ারীর পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন কৃতজ্ঞতার সেজদায় পড়ে আছেন! (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. নং ৭৮৮৮)

নবীজীর বিনয়মাত্রা এতটা ছিলো যে, প্রবেশকালে তিনি তেজস্বী ঘোড়ার পরিবর্তে সাধারণ উটনীতে আরোহণ করেন এবং উঁচু স্তরের কোনো সাহাবীর পরিবর্তে নিজের পেছনে গোলাম পালকপুত্র যায়দ রা. এর ছেলে উসামা রা. কে বসিয়ে প্রবেশ করেন! (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮৯)

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও কাবা ঘরের তাওয়াফ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন তার উটনী ‘ কাসওয়া’ তে আরোহণ করে তওয়াফ করেন। এবং হাতে থাকা বক্র মাথা বিশিষ্ট লাঠি দ্বারা ‘ রুকন’ স্পর্শ করেছিলেন। (সহী ইবনে খুজাইমা, হা. নং ২৭৮১; যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণ

ইসলাম তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্ম। পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এ কারণেই ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ যা আল্লাহ তা‘ আলা কখনো ক্ষমা করবেন না তা হলো “ শিরক” । ছবি আঁকা বা ভাস্কর্য তৈরি করা সহ ‘ শিরক’ এর সকল চোরাপথ ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফাতহে মক্কার সময় কাবা ও তার আশেপাশের এবং সমগ্র মক্কার মূর্তি ও পূজামণ্ডপগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কঠোরতার সাথে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে ইসলামের সেই অনঢ় অবস্থানকেই প্রমাণিত করে।

শিরক ও পৌত্তলিকতা বিরোধী একত্ববাদের ধর্ম ইসলামের অনঢ় অবস্থানকে সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই এতদ্বসংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনাগুলো আমরা পাঠক সম্মুখে কিছুটা বিস্তারিত উদ্ধৃত করার প্রয়াস পাবো। পরিশেষে একটি বানোয়াট বর্ণনার অসারতা তুলে ধরতেও সচেষ্ট হবো।

ফাতহে মক্কার সময় কাবার চতুর্পার্শ্বে সর্বমোট তিনশত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাতের লাঠির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করেন, তখন মোজেজা স্বরূপ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

স্পর্শ করা ছাড়া শুধু ইশারাতেই মূর্তিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে থাকে।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বাইতুল্লার চারপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের একটি লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং যবানে এ আয়াত পড়ছিলেন,

"جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ انَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا"○ "جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ"○

‘ সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।’ সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা না পারে কিছু শুরু করতে আর না পারে কিছু পুনরাবৃত্তি করতে!’ (মুসলিম শরীফ, ১৭৮১)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، وَقَدْ شَدَّ لَهُمْ ابْلِيسُ اقْدَامَهُمْ بِالرَّصَاصِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ قَضِيبُهُ فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ الَى كُلِّ صَنَمٍ مِنْهَا فَيَخِرُّ لِوَجْهِهِ،

ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মসজিদে হারামে) প্রবেশ করলেন, তখন কাবার পাশে তিনশত ষাটটি মূতি রাখা ছিলো, যেগুলোর পা ইবলিস শয়তান (মাটির সাথে) সীসা দ্বারা বেঁধে রেখেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের লাঠির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করা মাত্রই তা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগলো। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ১০৬৫৬; মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, হা. নং ১০২৫৪)

বাইতুল্লার চাবি গ্রহণ ও তাতে প্রবেশ

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে তালহা যিনি বাইতুল্লাহর চাবি হেফাজতের দায়িত্বে ছিলেন, তার কাছে থেকে চাবি নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করেন। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫; যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবা অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণ

কাবার অভ্যন্তরে কিছু ছবি ছিলো দেয়ালে অঙ্কিত আর কিছু ছিলো ভাস্কর্য বা মূর্তির আকারে। কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণের আগে নবীজী যখন ‘বাতহা’ অবস্থান করছিলেন, তখনই সাহাবাদেরকে কাবার অভ্যন্তরে থাকা মূর্তিসমূহ বের করার এবং স্তম্ভে ও দেয়ালে অঙ্কিত ছবিহসমূহ মুছে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

তবে মোছার পরও কিছু প্রতিকৃতির ছাপ রয়ে গিয়েছিলো। যেগুলো সহজে অপসারণ করা যাচ্ছিলো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন নিজে এবং সাহাবাদের মাধ্যমে সেই রয়ে যাওয়া ছবিগুলো পানি, মাটি ও জাফরানের মাধ্যমে মুছে ফেলেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৪)

হযরত জাবের রা. বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশের পূর্বে ‘বাতহা’ স্থানে থাকাকালীন উমর রা. কে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি কাবার অভ্যন্তরে থাকা সকল ছবি মিটিয়ে দেন। উমর রা. নির্দেশ পালন করলেন, এরপর নবীজী কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ, ৪১৫৬)

উসামা ইবনে যায়দ রা. এর বর্ণনামতে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন, তখন আমাকে পানি আনতে বললেন, আমি এক বালতি পানি নিয়ে এলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে পানি দ্বারা সে প্রতিকৃতি মুছতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন,

«قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ»

“ আল্লাহ তা‘ আলা ধ্বংস করুন ঐ সকল লোককে, যারা এমন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করে, যারা কোন কিছুর মধ্যে প্রাণ দানে সক্ষম নয়!” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ২৫৭২২)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনামতে কাবার অভ্যন্তরের ছবিগুলোর মধ্যে হযরত ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি ছিল। (অপর বর্ণনামতে ইসমাইল আ. এর ছবিও ছিলো।) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি দেখে বললেন, এঁরা (ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ.) তো (আল্লাহর এ বিধান) শুনেছেন যে, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যাতে কোনো চিত্র থাকে। (অর্থাৎ ছবির ব্যাপারে তাঁরা কখনও সম্মত থাকতে পারেন না।) (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)

ইসমাইল আ. এর পরিবর্তে ইবরাহীম আ. যে জান্নাতী দুম্বাটি কুরবানী করেছিলেন, তার দুটি শিং কাবার অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিলো। ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তর হতে বের হওয়ার পর কাবা ঘরের চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা কে ডেকে বললেন,

انِّي كُنْتُ رَايْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَنَسِيتُ انْ امُرَكَ انْ تُخَمِّرَهُمَا، فَخَمِّرْهُمَا فَانَّهُ لَا يَنْبَغِي انْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ

‘বাইতুল্লায় প্রবেশের সময় আমি তোমাকে দুম্বার শিং দুটো ঢেকে দেওয়ার আদেশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। সেগুলো ঢেকে দিও, কেননা ঘরে এমন কোনো বস্তু থাকা উচিত নয়, যা নামাযীর মনোযোগ বিনষ্ট করে!’ (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৬৬৩৭)

একটি বানোয়াট বর্ণনা

আযরাকী রহ. (মৃত্যু ২৫০ হি.) তার কিতাব ‘আখবারু মক্কা’ *(প্রকাশনা: দারুল আন্দালুস, বৈরুত)* গ্রন্থে কাবা ঘরের অভ্যন্তরে মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা এনেছেন। যাতে রয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে প্রতিকৃতি অপসারণের সময় সব

প্রতিকৃতিই মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন, তবে কেবল ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর প্রতিকৃতি না মিটিয়ে রেখে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। (আখবারু মক্কা, ১:১৬৮-১৬৯)

আযরকী রহ. -এর এ বর্ণনাটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে 'মুনকার' (চরম আপত্তিকর) এবং অগ্রহণযোগ্য।

'মতন' মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের এবং আশেপাশের মূর্তি ভাঙার বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, সে সবগুলো বর্ণনার সনদ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। পক্ষান্তরে আযরকী রহ. এর বর্ণনাটি ঐ সকল বর্ণনার পরিপন্থী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু তা শরী'আতের মানশা ও রুচিরও বিপরীত। কেননা, যেখানে ছবি নির্মাণের কারণে সর্বোচ্চ শাস্তির কথা এসেছে, এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তিনশত ষাটটি মূর্তি ভাঙলেন, এমনকি কাবায় ঢোকার আগেই উমর রা. কে পাঠালেন অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণের জন্য, নিজ হাতে পানি দ্বারা অঙ্কিত ছবি মুছলেন, সেখানে এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি রেখে দেবেন? অথচ বুখারী শরীফের এর বর্ণনামতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ মারইয়াম আ. এর ছবির উপরও আপত্তি করেছিলেন! (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)

সারকথা হলো, ফাতহে মক্কার সময় কাবার অভ্যন্তরে মারইয়াম আ. এর ছবি থাকার কথাটি যদিও সঠিক কিন্তু সে ছবি অপসারণ না করার যে বর্ণনা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা। বরং অন্যান্য সহীহ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন অন্য সব ছবি অপসারণ করেছিলেন, তেমনি মারইয়াম আ. এর ছবিও অপসারণ করেছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দুঃখজনক কথা হলো, ২০০৮ সালে ঢাকা বিমানবন্দরের অদূরে হাজী ক্যাম্পের সামনে থেকে যখন লালন ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলা হলো, তখন এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রয়াত একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক দৈনিক প্রথম আলোতে (২৭ অক্টোবর ২০০৮ ঈ.সোমবার) ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করতে গিয়ে এই বানোয়াট বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে এ কথা বুঝাবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন যে, ইসলামে ভাস্কর্য সংস্কৃতি স্বীকৃত। দীন ও শরী'আতের মেযায ও রুচির বিপরীতে গিয়ে তিনি কেবল অনাধিকার চর্চার দোষেই দুষ্ট হয়েছেন, তা নয়; বরং কাবা ঘরের মূর্তিভাঙ্গা সংক্রান্ত সহীহ বর্ণনাসমূহ এড়িয়ে 'একটি বানোয়াট বর্ণনা' তুলে এনেছেন।

অথচ মুহাদ্দেসীনে কেরামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সুতরাং এ বর্ণনা নিয়ে কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই।

কাবার অভ্যন্তরে নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশের পর প্রথমত অভ্যন্তরের প্রতিকৃতিসমূহের রয়ে যাওয়া ছাপ অপসারণ করেন। এরপর সেখানে নামায আদায় করেন এবং প্রত্যেক প্রান্তে তাকবীর বলেন। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৫৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়দ রা. বেলাল রা. ও বাইতুল্লার চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা এ তিনজনকে নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করেন। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সোজা পশ্চিম দেয়ালের দিকে এগিয়ে যান। পশ্চিম দেয়াল থেকে তিন হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে ডানদিকে দু'স্তম্ভ , বামদিকে এক স্তম্ভ এবং পেছন দিকে তিন স্তম্ভ রেখে দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন। বাইতুল্লাহ সে সময়ে ছয় স্তম্ভ বিশিষ্ট ছিলো। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৯৭, ৫০৪; মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ৫০৬৫)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বাইতুল্লায় প্রবেশের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রত্যেক প্রান্তে তাকবীর বলেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮৮)

ঐতিহাসিক খুতবা : ক্ষমা ও উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত

নামায শেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহিরে আসেন তো দেখতে পান যে, কুরাইশরা তাদের ব্যাপারে নবীজীর সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে একটি খুতবা পড়লেন। যাতে সর্বপ্রথম তিনি মক্কা বিজয়ের উপর আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। কিছু আহকাম বয়ান করলেন এবং যারা তাকে দীর্ঘ দশ বছর অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছিলো, সেই কাফের কুরাইশদের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমার সিদ্ধান্তের ঘোষণাও দিলেন।

এ ছিলো এক ঐতিহাসিক ক্ষমা। কেননা, কোষমুক্ত তরবারীর নির্দয় আঘাতে দীর্ঘদিনের জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিরোধ যেখানে ছিল না, সেখানে সবকিছু ভুলে গিয়ে ক্ষমা ও উদারতার এমন উন্মুক্ত ঘোষণা তো কেবল সর্বোত্তম মানবের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ঐতিহাসিক সে খুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ، اَلَا كُلُّ مَاثُرَةٍ اَوْ دَمٍ اَوْ مَالٍ يُدَّعَى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ اِلَّا سَدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، اَلَا وَقَتِيلُ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ، مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ، اَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا اَوْلَادُهَا... (رواه احمد وابن اسحاق)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

(وفي رواية ابن اسحاق) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، انَّ اللهَ قَدْ اذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ، النَّاسُ مِنْ ادَمَ، وَادَمُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْاٰيَةَ: يَا ايُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانْثٰى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، انَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اتْقَاكُمْ ... الْاٰيَةَ كُلَّهَا.

(وفي رواية البيهقي):مَا تَقُولُونَ وَمَا تَظُنُّونَ "؟ قَالُوا: نَقُولُ: ابْنُ اخٍ وَابْنُ عَمٍّ حَلِيمٌ رَحِيمٌ. قَالَ: وَقَالُوا ذٰلِكَ ثَلَاثًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قَالَ: فَخَرَجُوا كَانَّمَا نُشِرُوا مِنَ الْقُبُورِ فَدَخَلُوا فِي الْاِسْلَامِ.

এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তার 'বান্দা' কে সাহায্য করেছেন এবং কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাজিত করেছেন।

শুনে রাখো! (জাহেলী যুগের) সমস্ত অভ্যাস ও জান-মালের দাবি আমার পায়ের নিচে (অর্থাৎ তা বাতিল করা হলো), তবে বাইতুল্লার দাড়োয়ানী এবং হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর অভ্যাসটি পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

শুনে রাখো! যে ব্যক্তি কারো চাবুক কিংবা লাঠির আঘাতে ভুলবশতঃ নিহত হবে, তার রক্তপণ হলো একশত উট, যার মধ্যে চল্লিশটি উটনী হতে হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশ লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের অহমিকাবোধ ও পূর্বপুরুষের নামে অহংকারবোধ বাতিল করে দিয়েছেন। সকল মানুষ এক আদম এর সন্তান, আর আদম আ. হলেন মাটির তৈরি।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের এ আয়াত পড়লেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

(আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন), (হে মানুষ!) আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। (সূরা হুজরাত, আয়াত:১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, . . 'হে কুরাইশ লোকসকল! আজকে আমার কাছ থেকে তোমরা কেমন আচরণ আশা করো? (কুরাইশরা যদিও নিজেদের অপরাধের ব্যাপারে সচেতন ছিলো, তদুপরি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতার অবগতিও তাদের যথেষ্ট ছিলো। কাজেই তারা বললো-) আপনি আমাদের একজন (সম্ভ্রান্ত) ভাইয়ের সন্তান, এবং সম্ভ্রান্ত চাচার সন্তান। আপনি সহনশীল এবং দয়ালু!

নবীজী তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সেটাই বলবো, যেটা ইউসুফ আ. তার (অপরাধী) ভাইদেরকে (ক্ষমা প্রদানকালে) বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

'আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (মুসরানাদে আহমাদ, হা. নং ১৫৩৮৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪:৬০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

হত্যার দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত কতিপয় কাফের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কাফেরদের মধ্যে এমন কিছু দাগী আসামী রয়ে গিয়েছিলো, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে কাফেরদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছিলো। তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া ‘ইনসাফ’ পরিপন্থি ছিলো। কাজেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরেও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনির্দিষ্ট এ সকল কাফেরদেরকে হারামের যেখানেই পাওয়া যায়-এমনকি যদি তারা বাইতুল্লার গিলাফও ধরে থাকে, তবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দান করেন।

উল্লেখ্য, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর শানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হারামের সীমানায় হত্যাকার্যের নিষিদ্ধতার হুকুম উঠিয়ে নিয়েছিলেন। যার বর্ণনা সামনে আসছে।

হত্যার দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এ সকল কাফেরদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে খতল। যাকে আবু বারযা রা. হত্যা করেন।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ। হত্যা দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। হযরত উসমান রা. এর সুপারিশে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দেন।

৩. ইকরামা ইবনে আবু জাহল। যে ইয়ামানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলো। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছ থেকে স্বামীর নিরাপত্তা নিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। দরবারে রিসালাতে পৌঁছে ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও মাফ করে দেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪. হুয়াইরিস ইবনে নুকাইদ। যে মক্কার জীবনে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

৫. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ। মক্কার জীবনে মুসলমানদের উপর নির্যাতনে সে অগ্রণী ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব রা. যখন হিজরত করেন, তখন পথিমধ্যে এই হাব্বার নবীজীর কন্যাকে উট থেকে ফেলে দিয়েছিলো। সে আঘাতেই পরবর্তীতে যয়নব রা. ইন্তেকাল করেন। এতদ্বসত্ত্বেও ফাতহে মক্কার দিনে হাব্বার যখন ইসলাম গ্রহণ করলো তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন।

৬.৭. ইবনে খতল এর দু’বাঁদি, যাদের নাম ছিলো ফারতানা ও ক্বরীনা। তাদের একজনকে হত্যা করা হয়। আর আরেকজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

৮. সারা। সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

৯. হারেস ইবনে তলাতিল। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

১০. কা‘ব বিন যুহায়র। সে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো।

১১. ওয়াহশী। যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামজা রা. কে ওহুদের যুদ্ধে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলো। সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও মাফ করে দেন।

১২. হিন্দ বিনতে উতবা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী।) সেও ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ায় নবীজী তাকে মাফ করে দেন।

১৩. আরনাব। ইবনে খতলের বাঁদি। তাকে হত্যা করা হয়।

১৪. উম্মে সা‘দ। তাকে হত্যা করা হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই সর্বমোট আটজন পুরুষ ও ছয়জন নারীকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৮; ৪:৭২; সীরাতে মুস্তফা, ৩:৪৬)

কাবা ঘরের চাবি হস্তান্তর

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ থেকে বের হওয়ার পর উসমান বিন তলহা, যার কাছে ইতোপূর্বে চাবি ছিলো, তাঁর কাছেই হস্তান্তর করেন। তখন হযরত আলী রা. আবেদন করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَئِنْ كُنَّا اوتِينَا النُّبُوَّةَ، وَاعْطِينَا السِّقَايَةَ، وَاعْطِينَا الْحِجَابَةَ، مَا قَوْمٌ بِاعْظَمَ نَصِيبًا مِنَّا.

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের খান্দানে নবী পাঠানো হয়েছে, আমাদেরকেই হাজীদের পানি পান করানো সৌভাগ্য দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে যদি বাইতুল্লাহর দারোয়ানীর সৌভাগ্যও আমাদের হতো, তবে আমাদের চেয়ে দুনিয়ার বুকে ভাগ্যবান কোনো সম্প্রদায় আর হতো না..!!

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. এর এ কথাটি অপছন্দ করলেন। এবং চাবিটি কাবা ঘরের আগের দারোয়ান উসমান ইবনে তালহা কে অর্পণ করলেন এবং বললেন,

«خُذُوهَا يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ الَّا ظَالِمٌ»

‘হে তলহার বংশধর! এ চাবি নিয়ে নাও। আজীবনের জন্য এ সৌভাগ্য তোমাদের জন্য রইলো। কোনো জালেম-অত্যাচারি ব্যক্তি ছাড়া এ চাবি তোমার থেকে কেউ কেড়ে নেবে না।’ (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫, ১১২৩৪)

উসমান বিন তলহাকে চাবির দায়িত্ব অর্পণ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রা. কে হজ্বের সময় হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৫৭০৭, ১০২৫৪; তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৮)

মক্কার ইথারে আবারো তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজ...

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা. কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। বেলাল রা. বাইতুল্লাহর ছাদে উঠে যান এবং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য সম্বলিত আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এ যেন মক্কা বিজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা বাতাসের ডানায় ভর করে ইথারে ইথারে ছড়িয়ে দেওয়া।! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজীর হাতে বাই‘আত

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর মক্কাবাসী ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে। বাই‘আত গ্রহণের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর বসে যান। প্রথমে পুরুষদের থেকে এরপর নারীদের থেকে বাই‘আত গ্রহণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:৩৪৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে ‘ইসলাম’ ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর স্বাক্ষের উপর বাই‘আত গ্রহণ করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৫৪৩১)

নারীদের ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে হাত রেখে বাই‘আত করতেন না, বরং কথার মাধ্যমে বাই‘আত করে নিতেন। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন,

لا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَاةٍ قَطُّ، غَيْرَ انَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلَامِ. وَاللهِ مَا اخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ الَّا بِمَا امَرَهُ اللهُ، يَقُولُ لَهُنَّ اذَا اخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا

আল্লাহর কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কোনো পরনারীর হাত স্পর্শ করেননি, বরং তিনি কথার মাধ্যমে নারীদেরকে বাই‘আত করতেন। আল্লাহর শপথ! নবীজী আল্লাহর নির্দেশ মতে যে সকল নারীকে স্পর্শ করা বৈধ তাদের ছাড়া অন্য

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কোনো নারীকে স্পর্শ করেননি, বরং তিনি যখন নারীদের বাই‘আত গ্রহণ করতেন, তখন কেবল মৌখিকভাবে বলতেন, “আমি তোমাদেরকে বাই‘আত করে নিয়েছি।” (বুখারী শরীফ, হা. নং ৫২৮৮)

উম্মে হানী রা. এর ঘরে নামায আদায়

উম্মে হানী রা. ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন, আবু তালেবের কন্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানী রা. এর ঘরে প্রবেশ করে গোসল করেন এবং দুই দুই করে আট রাকা‘আত চাশতের নামায আদায় করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৯২; আবু দাউদ, হা. নং ১২৯০)

গোসল ও নামায আদায় শেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অবস্থানস্থল তথা মুহাস্সাব, যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবু টানানো হয়েছিলো, সেখানে চলে যান। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৭)

দ্বিতীয় দিনের খুতবা,

ফাতহে মক্কার সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসম্মুখে দুটি খুতবা প্রদান করেন। একটি. ফাতহে মক্কার দিন, কাবা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়টি. বিজয়ের দ্বিতীয় দিন। (তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৮)

সাহাবী হযরত আবু শুরাইহ রা. ফাতহে মক্কার দ্বিতীয় দিনে নবীজীর প্রদত্ত খুতবা বর্ণনা করে বলেন, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করেন। এরপর বলেন,

انَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الاخِرِ انْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَانْ احَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا: انَّ اللهَ قَدْ [ص:] اذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ، وَانَّمَا اذِنَ لِي

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"

অপর বর্ণনায় খুতবার আরো কিছু অংশ এভাবে এসেছে,

لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ».

فَقَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلالٌ»

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। লোকেরা করেনি। কাজেই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো মুমিনের জন্য সেখানে রক্তপাত করা বৈধ নয়। কিংবা সেখানের কোনো গাছ কাটা ও (অপর বর্ণনামতে) কোনো শিকার করা, বা ঘাস কাটাও বৈধ নয়। সেখানের পতিত কোনে বস্তুও তুলে নেওয়াও বৈধ নয়। তবে যে মালিক সন্ধান করার উদ্দেশ্যে নেয়, তার জন্য বৈধ আছে। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১০৪, ৪৩১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা. এর আবেদনে প্রয়োজনের তাগিদে 'ইজখির' (ঘাস বিশেষ) কে কাটার বৈধতা দেন। এরপর বলেন,

'কেউ যদি (ফাতহে মক্কার সময়কালীন) রাসূলের লড়াই দ্বারা রক্তপাতের বৈধতার সুযোগ নিতে চায়, তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বৈধতা দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে দেননি, আর রাসূলের জন্য দেয়া বৈধতাও দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য ছিলো। এরপর তা আগের মতো হারাম করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথাগুলো অনুপস্থিতের নিকট পৌছে দেবে!

মক্কার অশেপাশের মূর্তিভাঙা

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন কেবল মসজিদে হারামে বা কাবার অভ্যন্তরেই মূর্তি ছিলো এমন

নয়; বরং মক্কার আশেপাশেও অনেক মূর্তি ছিলো। নবীজী সাহাবায়ে কেরাম কে প্রেরণ করে সে সকল মূর্তিও ভেঙে ফেলেন। এ সকল মূর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো তিনটি,

১. উয্যা

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে তা নির্মিত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ রা. কে প্রেরণ করেন তা ভেঙে ফেলার জন্য। খালেদ রা. তা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন।

২. লাত

তায়েফের 'সাকীফ' গোত্রের পূজনীয় ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শু'বা ও আবু সুফিয়ান রা. কে প্রেরণ করেন তা ভেঙে ফেলার জন্য। ফলে তা ভেঙে ফেলা হয়।

৩. মানাত

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুদাইদ' নামক স্থানে স্থাপিত ছিলো। জাহেলী যুগে মদীনার আওস, খাযরায ও খুজাআ গোত্রের পূজনীয় ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান রা. কে তা ভেঙে ফেলতে পাঠান। ফলে সেটাও ভেঙে ফেলা হয়। (আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, ১১৪৮৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৪৫৯)

এভাবে মক্কার আশেপাশের সমস্ত মূর্তিও নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেঙে ফেলেন। নবীজীর এ কর্মপন্থাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ বহণ করে যে, ইসলামে ভাস্কর্য সংস্কৃতির কোনো বৈধতা নেই!

প্রিয় কে পেয়েও হারানোর শঙ্কা!

নবুওয়্যাত রবি তো উদিত হয়েছিলো মক্কার আকাশে। কিন্তু দূর্ভাগ্য ছিলো মক্কাবাসীর, সে রবীর রশ্মিকে তারা সযত্নে গ্রহণ করতে পারেনি। সৌভাগ্য লেখা ছিলো মদীনাবাসীর, যারা সে আলো গ্রহণ করেছিলো কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সহাস্য বদনে। পরম আনন্দে আন্দোলিত হয়েছিলো মদীনার পবিত্র ভূমি...তলা'আল বাদরু আলাইনা...!!

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কিন্তু ফাতহে মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় অবস্থান করলেন, স্বভাবতই আনসারী সাহাবীদের মনে শংকা দেখা দিলো যে, তাহলে কি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থেকে যাবেন? ‘প্রিয়’ কে পেয়েও তাকে হারানোর শংকায় তাদের হৃদয়-মন কেঁদে উঠলো!

মুহাব্বাতের আতিশয্যে কিছু সাহাবী তো তাদের শংকার কথা ব্যাক্তও করে ফেললেন। ওহীর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে আনসারী সাহাবাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন,

«كَلَّا، انِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ الَى اللهِ وَالَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»

‘কখনোই না, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। আমার বেঁচে থাকাও তোমাদের সাথে এবং মৃত্যুও তোমাদের সাথে..!! (মুসলিম শরীফ হা. নং ১৭৮০)

কতদিন ছিলেন মক্কায়

মক্কা বিজয়ের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মোট উনিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৯৮)

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন সাহাবী হযরত হুবাইরা ইবনে শিবল রা. কে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এরপর তায়েফ অভিযান শেষ করে যখন মদীনা অভিমুখে রওয়ান হন, তখন হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ রা. কে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

মক্কা বিজয় কি সন্ধিমূলক না কি বলপূর্বক ?

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা'আলা যখন মুসলমানদেরকে কোনো দেশের বিজয় দান করেন, তখন সে দেশটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হলো? না কি বলপূর্বক বিজিত হলো? তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠে। যেহেতু এর সাথে ইসলামের ভূমি আইন সম্পর্কিত অনেক হুকুম আহকামের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ প্রাসঙ্গিতার বিচারে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে না কি বলপূর্বক হয়েছে? তাও একটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।

এ প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। তবে অগ্রগণ্য মত হলো যে, মক্কা সন্ধির মাধ্যমে নয়; বরং বলপূর্বক বিজিত হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে আহরিত বিধি-বিধান

এই ছিলো ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ। উম্মতের জন্য যাতে রয়েছে আবশ্যকীয়রূপে গ্রহণীয় বিভিন্ন উপদেশ ও বিধিবিধান। ফাতহে মক্কার সময় প্রদত্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ নিয়েই যদি শুধু গবেষণা করা হয়, তবে তাতে উম্মতের জন্য রয়েছে সীরাতে মুস্তাকিমের বিবিধ নির্দেশনা। মূলত জ্ঞানী পাঠকের জন্য এ ঘটনার প্রতিটি ছত্রেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উপদেশ ও শিক্ষা! তন্মধ্য হতে কিছু বিধি-বিধান এবং উপদেশাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. কোনো মুসলমান যখন অপর কোনো মুসলমানকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কারণে রাগান্বিত হয়ে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত মুনাফেক কিংবা কাফের বলবে, তবে এ কারণে বক্তাকে (মুসলমানকে কাফের বলার কারণে) কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না। যেমনটি ঘটেছে হযরত উমর রা. ও হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. এর ক্ষেত্রে।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা গালি দিবে, কিংবা কটূক্তি করবে, তাদেরকে হত্যা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অপরাধের কারণে মক্কা বিজয়ে দিন সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করার পরও অন্য অনেকের সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর কটূক্তিকারী ইবনে খতলের দু’বাঁদিকে হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন।

৩. আল্লাহ তা‘আলা মক্কাকে ‘হারাম’ (সম্মানিত) করেছেন। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর খুতবায় উল্লিখিত হয়েছে। এতটাই সম্মানিত করেছেন যে, মক্কার স্থানীয় কোনো পশু-পাখী শিকার করাও বৈধ নয়। এবং এ কারণেই মক্কায় প্রবেশকারীর জন্য হজ্জ/উমরার ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ নয়।

৪. হত্যাকার্যে নিহিত ব্যাক্তির ওয়ারিসদের জন্য দু’টি অধিকার রয়েছে, যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবায় উল্লিখিত হয়েছে, (ক) কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের সহায়তায় হত্যা করা। (খ) অথবা রক্তপণ গ্রহন করা।

৫. ছবি লটকানো আছে, এমন ঘরে নামায পড়া নিষেধ। কেননা, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েননি, যতক্ষণ না সেখানে সকল প্রতিকৃতি অপসারণ করা হয়েছে।

৬. কালো পাগড়ি পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর থেকে প্রমাণিত রয়েছে। মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরেছিলেন। তবে সর্বাঙ্গে কালো পোষাক পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

৭. কোনো মুসলমান যদি মুরতাদ হয়ে যায় (আল্লাহর পানাহ!), এবং সে তওবা করে ফিরে না আসে, তবে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের জন্য তাকে হত্যা করার আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন মুরতাদ হয়ে যাওয়ার অপরাধে আব্দুল্লাহ ইবনে সারাহকে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করেছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৮. ক্ষমা ও উদারতার গুণ, মক্কী জীবনে সকল নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়ে নবীজী কাফেরদেরকে যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৯. সাফল্য প্রাপ্তিকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত মনে করার গুণ, যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজিত হওয়ার পর কেবলই আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন।

১০. নবীজীর প্রতি ভালোবাসাকে পিতা-মাতা বরং দুনিয়ার সকল কিছুর ভালোবাসার তুলনায় অগ্রাধিকার দান করতে হবে। যেমন অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন উম্মে হাবীবা রা. ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মক্কা বিজয়ের ইতিহাস থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store